উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 6 December 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 197 COB

দিল্লিতে একসঙ্গে দরবারের প্রস্তাব

সাতের পাতায়

অনাস্থায় হার, চাপে ম্যাক্রোঁ

এগারোর পাতায়

শঙ্খধ্বনিতে সন্ন্যাসীর প্রতিবাদ। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

দেশেই নিষিদ্ধ হাসিনার ভাষণ

অস্থির বাংলাদেশ

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনার বক্তব্যকে 'ঘৃণা ভাষণ' আখ্যা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। তাঁর ভাষণ, বিবৃতি শোনা, পড়া তাই বারণ। অন্তর্বর্তী সরকারের আবেদন মেনে সেই আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। সমস্ত সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বিবৃতির খবর সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাসিনা এখন বাংলাদেশে নেই। অন্য দেশে থেকে তিনি ভাষণ বা বিবৃতি দিলে, তা কীভাবে ঠেকানো হবে বা ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞা না মানলে কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশে তৎপরতায় স্পষ্ট যে, ভিনদেশে থাকলেও হাসিনা এখনও মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের গলার কাঁটা। তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছানো আটকাতে এই তৎপরতা।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের বৃহস্পতিবারের নির্দেশে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলি যেন ফেসবুক, এক্স, ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত না হয়।' সরকারপক্ষের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে বলা হয়েছে। এর আগে হাসিনার একটি বিবৃতি ও দিনকয়েক আগে নিউ ইয়র্কে আওয়ামি লিগের সভায় তাঁর ভার্চুয়াল ভাষণে অস্বস্তি তৈরি হওয়ায় ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে সরকারি স্তরে প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাল বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বৃহস্পতিবার বলেন, 'আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের বদলে ভারতেই পাঠানো উচিত।'

তাঁর কটাক্ষ, 'ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে। সেজন্য বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওঁর দেশের জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী চাইতে গিয়ে ভুল করে বাংলাদেশ বলে ফেলেছেন।' পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে বাংলাদেশের পণ্য ও পর্যটক বয়কটের আওয়াজ জোরালো হচ্ছে। পালটা বৃহস্পতিবার বিএনপি'র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভির স্ত্রীকে দেওয়া ভারতীয় শাড়িতে দলের নেতা-কর্মীরা আগুন ধরিয়ে দেন।

রিজভি বলেন, 'যারা আমার দেশের পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলে, আমরা তাদের দেশের পণ্য বর্জন করব। আমাদের মা-বোন-স্ত্রী'রা আর ভারতীয় শাড়ি কিনবেন না। ভারতের সাবান, টুথপেস্ট কিনবেন না।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমার দেশ স্বনির্ভর। ভারতের চেয়ে আমাদের পেঁয়াজের ঝাঁঝ বেশি। ভারতের চেয়ে আমাদের লংকার ঝাল অনেক বেশি।'

এরপর বারোর পাতায়

'পুষ্পা'র কায়দায় বালি পাচার

তুষার দেব ও শিবশংকর সূত্রধর

দেওয়ানহাট ও কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বক্স অফিসে রিলিজ হয়েছে 'পুষ্পা ২ : দ্য রুল'। প্রথম পর্বের মতো এবারও চন্দন কাঠের চোরাকারবার নিয়ে নির্মিত ওই সিনেমায় মজেছে আসমুদ্রহিমাচল। আর ঠিক পুষ্পার মতোই অভিনব কায়দায় কোচবিহার শহর সংলগ্ন হরিণচওড়ায় তোর্ষা নদী থেকে চলছে বালি পাচার। এক্ষেত্রে টোটো, ভুটভুটির মতো ছোট যানবাহন কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। রোজ কয়েক ঘণ্টায় এখান থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা কামাচ্ছে একটি চক্র। আর এই কারবার রুখতে পুলিশ-প্রশাসন কার্যত নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি এখানে তোর্ষা সেতুর নিরাপত্তাও কার্যত প্রশ্নের মুখে। যদিও এ বিষয়ে কোচবিহার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক হিমাদ্রি সরকারের বক্তব্য, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। ১০-১২ দিন আগেও হরিণচওড়ায় গিয়েছিলাম। আবারও সেখানে অভিযান চালানো হবে।'

তোর্ষা সহ বিভিন্ন নদী থেকে বালি পাচার কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ইদানীং পাচারচক্রের অভিনব কৌশল সামনে আসছে। কী সেই কৌশল? রোজ সূর্যোদয়ের আগেই হরিণচওড়ায় তোর্ষা নদীবক্ষ থেকে বালি তুলে একের পর এক বস্তায় ভরছেন শ্রমিকরা। তারপর ভুটভুটি ও টোটোয় করে সেই বালি পৌঁছাচ্ছে শহরের বিভিন্ন নির্মীয়মাণ বাড়িতে। প্রতি বস্তা বালির দাম ২০ টাকা। একেকটি ভুটভুটিতে একবারে

এরপর বারোর পাতায়

হেলমেট খুলে মার

জগদীশের ছেলের হাতে প্রহৃত টোটোচালক

অমৃতা দে ও প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : সিনেমায় নেতা বা মন্ত্রীর ছেলের দাদাগিরি দেখতে অভ্যস্ত বাঙালি। পুরোনো বেশিরভাগ বাংলা সিনেমাতেই নেতার বখাটে ছেলেকে ভিলেনের চরিত্রে রাখতেন পরিচালকরা। বৃহস্পতিবার ভরসন্ধ্যায় সিনেমার লাইভ টেলিকাস্ট দেখলেন সিতাইয়ের নেতাজি বাজারে আসা মানুষজন। এদিন মাঝরাস্তায় দাদাগিরি দেখালেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়ার ছেলে কুন্তল বসুনিয়া। তাঁর বাইকের সামনে এসে পড়েছিলেন এক টোটোচালক। তাতেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান সাংসদ-পুত্র। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুসারে, বাইক থেকে নেমেই চিৎকার করতে থাকেন কুন্তল। তারপরই হঠাৎ হেলমেট খুলে বেধড়ক মারধর শুরু করেন টোটচালককে। সব দেখে হতভম্ব হয়ে যান বাজারে উপস্থিত মানুষজন। সাহস করে দুজন এগিয়ে এসে টোটোচালককে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাদেরও মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ।

মারধরের পর বাইক নিয়ে এলাকা ছাড়েন কুন্তল। মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন টোটোচালক জিয়ারুল মিয়াঁ। বাজারের লোকজনই তাঁকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়ির লোকজনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চোট দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত টোটোচালককে সিটি স্ক্যান করাতে বলেন। রাতেই জিয়ারুলকে দিনহাটা শহরের একটি বেসরকারি ল্যাবে নিয়ে আসেন তাঁর বাড়ির লোকজন। ল্যাবে শুয়েই জিয়ারুল বলেন, 'নেতাজি বাজারে সারের দোকানে বকেয়া মেটাতে গিয়েছিলাম। সেসময় টোটো ঘোরাতে গিয়ে রাস্তায় বাইকের মুখোমুখি হই। বাইকটি বেশ গতিতেই আসছিল। তবে বাইকের সঙ্গে টোটোর ধাক্কা লাগেনি। বাইকচালক আমার কোনও কথা না শুনেই সকলের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। প্রতিবাদ করলে হেলমেট খুলে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করেন। পরে শুনলাম বাইকচালক সাংসদের ছেলে।'

অভিযোগ, খবর ছড়িয়ে পড়তেই টোটোচালকের পরিবারের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা যোগাযোগ শুরু করেন। থানায় অভিযোগ না করতে নরমে-গরমে চাপও দেওয়া হয় তাঁদের। ভয়ে থানায় অভিযোগ করা নিয়ে দ্বিধায় ওই টোটোচালক। সিটি স্ক্যান করার পর ধীর গলায় বলেন, 'দেখি কী হয়।' যদিও ঘটনায় ছেলের দোষ খুঁজে পাচ্ছেন না জগদীশ। উলটে টোটোচালক মিথ্যা অভিযোগ করছেন বলেই দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'দিল্লিতে আছি। যতটা শুনেছি টোটোচালক ভুল রুট ধরে যাচ্ছিল। সেইসময় ছেলের বাইকে ধাক্কা মারে। ছেলে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে। ওর মোবাইলটিও ভেঙে গিয়েছে। এখন টোটোচালক দোষ ঢাকতে মিথ্যা অভিযোগ করছেন।' তাঁকে বদনাম করতেই সাজিয়ে গুছিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন সাংসদ।

জগদীশ যাই বলুন না কেন, কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবশ্য মনে করছেন, সাংসদ-পুত্রের আরও অনেক বেশি সংযত ও সহনশীল হওয়া উচিত ছিল। তাঁর কথা, 'সত্যি-মিথ্যা না জেনে এর বেশি কিছু বলা উচিত হবে না।' সাংসদ-পুত্রের দাদাগিরির কথা ছড়াতে সময় লাগেনি। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে নানা কথা লেখা হতে থাকে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস। তাঁর বক্তব্য, 'সিপাহি যেমন, তাঁর ঘোড়াও তেমন। তৃণমূল একটি লুম্পেনের দল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে সাংসদ-পুত্র কুন্তল বসুনিয়ার আচরণে। এর আগেও সাংসদ-পুত্র গরিবদের মারধর করেছে।

এরপর বারোর পাতায়

মারধরের পর সিটি স্ক্যানের জন্য দিনহাটার একটি ল্যাবে জখম টোটোচালক।

দাদাগিরি

- ভরা বাজারে টোটোচালককে মারধর করেন কুন্তল
- আহত টোটোচালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
- ঘটনার নিন্দা করে কুন্তলের শাস্তি দাবি বিরোধীদের
- ছেলেকে ক্লিনচিট দিলেন জগদীশ

সিজিএসটি'র স্ক্যানারে উত্তরের ২৫ ব্যবসায়ী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : কর ফাঁকি এবং 'ভুয়ো ব্যবসা' দেখিয়ে জিএসটি'র ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) হিসাবে সরকারের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় তদন্তে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তরের স্ক্যানারে উত্তরবঙ্গের ২৫ জন ব্যবসায়ী। প্রাথমিক তদন্তেই কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতির হদিস পেয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। সূত্রের খবর, গত চারদিনে উত্তরের বিভিন্ন জেলার এগারোজন ব্যবসায়ীর পঞ্চাশটিরও বেশি ডেরায় হানা দিয়েছেন সিজিএসটি আধিকারিকরা। সিজিএসটি ডিরেক্টর জেনারেলের তরফে গঠিত বিশেষ ইউনিটও তদন্ত শুরু করেছে। আইটিসি'র একটি মামলায় ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি আদালতে মুখবন্ধ খামে দুর্নীতির বেশ কিছু তথ্যও জমা দিয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। যদিও তদন্ত সম্পর্কে কোনও কথাই বলতে রাজি হননি তাঁরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের তল্লাশির খবর পেলেই নানা কায়দায় তাঁদের বিভ্রান্ত করেন ব্যবসায়ীরা। ঘুণাক্ষরেও যাতে কেউ টের না পান তাই পদ্ধতি বদলে ছোট ছোট দল করে সাধারণ গাড়িতে হানা দিচ্ছেন সিজিএসটি কর্তারা। মঙ্গলবার সিজিএসটি'র তদন্তকারীরা হানা দিয়েছিলেন শীতলকুচির নতুনবাজারের ব্যবসায়ী এজাজুল মিয়াঁর বাড়িতে। ঠিকাদারি কারবার রয়েছে এজাজুলের। হার্ডওয়্যার ব্যবসাও করেন তিনি। বুধবার জলপাইগুড়ির আইনজীবী রাজীব পারেখের বাড়িতেও হাজির হয়েছিলেন তদন্তকারীরা। রাজীবের দাবি, তাঁর এক মক্কেল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানতে

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

মাখনা বিপ্লবে বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পদ্মপাতার ওপর সাতসকালের রোদ ও শিশিরবিন্দু পড়ে থাকলে যে মায়া ছড়ায়, তা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষা থাকে না সব সময়। অপলকে তাকিয়ে থাকতে হয় শুধু।

ট্রেনে কোচবিহার থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় বারসই থেকে চোখ খোলা রাখুন। রেললাইনের দু'পাশে নয়ানজুলিতে দেখবেন এরকম প্রচুর 'পদ্মপাতা'। একলাখি স্টেশনের আগে মহানন্দা নদীর পাশের জায়গাটুকু পর্যন্ত দৃশ্যমান ওরকম শিশির ও সবুজ মাখামাখি পাতায় পাতায়।

বলে নিই আগে। ও সব পদ্মপাতা নয় আদৌ। মাখনা চাষ চলছে আদতে। দক্ষিণ মালদার এই অংশে মাখনার মহাবিপ্লব চলছে অনেকদিন। নয়াদিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, শিলিগুড়ির শপিং মলে যে মাখনার চটকদার প্যাকেট দেখতে পান, তার অনেকটাই দক্ষিণ মালদার এই অঞ্চল থেকে যাওয়া। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাখনার মসৃণ যাতায়াত।

ওই তথ্যের পাশাপাশি একটা প্রশ্ন কুইজে ব্যবহার করা যায়। আমাদের উত্তরবঙ্গের বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে যান বলে আমরা হাহাকার করি, প্রশ্ন তুলি বারবার। কথা ওঠে, আমাদের এখানে কাজ নেই, বেশি মজুরি নেই বলেই কৃষক-মজুররা বাধ্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠবে, আমাদের উত্তরবঙ্গে কি এমন জায়গা আছে, যেখানে ভিনরাজ্য থেকে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক প্রতিবছর আসেন একটা কাজ করতে?

মাথা চুলকোবেন অনেকেই। পালটা প্রশ্ন করবেন, এমন জায়গা উত্তরবঙ্গে আদৌ কোথায়?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। জায়গাটা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর। এখানে মাখনা চাষ, উহু মাখনা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিহারের ১০ থেকে ১৫ হাজার লোক হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন মাখনা চাষের জন্য। বিহার মানে আসলে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গা জেলার।

এরপর বারোর পাতায়

বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রামের শপথ প্রমীলাদের

সৌরভ রায় ও বিপ্লব হালদার

কুশমণ্ডি ও তপন, ৫ ডিসেম্বর : আর কোনও মেয়েকে শৈশব জলাঞ্জলি দিতে হবে না। আর কাউকে ঘর ছাড়তে হবে না সময়ের আগে, এই ছিল মূল ভাবনা। আর তা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে মশাল, মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নিলেন মহিলারা।

বুধবার রাতে তপনের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা কাজিভাগ গ্রামে এলাকার গৃহবধূ ও কিশোরীদের নিয়ে মশালমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কাজিভাগ গ্রাম সহ আশপাশের এলাকায় পরিক্রমা করে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার বার্তা দেন। সেই সঙ্গে শপথ পাঠ করেন। পাশাপাশি গ্রামের বধূদের নিয়ে হাঁড়িভাঙা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন শক্তি বাহিনীর কর্মকর্তারা। ওই আলোচনা সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পন্থা, এর সামাজিক প্রভাব, এবং কিশোরীদের শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়। রাস্তায় আগুন জ্বেলে প্রথমে মিছিল, পরে মোমবাতি জ্বেলে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির শপথগ্রহণ করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। মেয়েদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মহিলারাই।

সম্প্রতি হরিরামপুরের খারুয়া গ্রামের শতাধিক মহিলা এই কর্মসূচিতে পথে নামেন। একইভাবে কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুরের মহিলারাও পথে নামলেন বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির অঙ্গীকার নিয়ে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাল্যবিবাহের কুফল জানালেন মহিলারাই।

একটি আলোচনা শিবিরে অংশ নিয়ে জেলার শক্তি বাহিনীর কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলাজুড়ে এই প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। কোথাও রাতে, কোথাও দিনে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরি করতে জোট বেঁধেছেন মহিলারা।' মঙ্গল ও বুধবার পরপর দুইদিন এমনই কর্মসূচি পালন করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। পথে নেমেছেন খারুয়ার আঞ্জুয়ারা খাতুন। তাঁর কথায়, 'অনেক সময় স্বাস্থ্য ভালো হলে বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। আর এই অলিখিত নিয়ম বহু পুরোনো। তাই মানুষের বুঝতে সময় লাগছে।' একই বক্তব্য মালতীবালা সরকারেরও।

মেয়েদের বাঁচাতে বদ্ধপরিকর কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুর গ্রামের আলো রায়, নমিতা রায়রা। আলোর মত, 'বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পঞ্চায়েতকে আরও জোরদার হতে হবে।' সুর মিলিয়েছেন নমিতাও। তাঁর কথায়, 'সরকার এমন নিয়ম করুক, যাতে প্রধানের সই ছাড়া বিয়ে না হয়। পাশাপাশি, নাবালক-নাবালিকার বিয়ে প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে জানিয়েছেন, 'বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য প্রশাসনের তরফে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। কড়া পদক্ষেপও করা হয়েছে।' কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহার বক্তব্য, 'স্কুলগুলিতে লাগাতার প্রচার করা হচ্ছে।' মহিলাদের অভিনব পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন মিজানুর রহমান। তাঁর মন্তব্য, 'বাল্যবিবাহ বন্ধে মহিলারা এগিয়ে এলে সুফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে।'

বাল্যবিবাহ বন্ধে মোমবাতি জ্বালিয়ে মহিলাদের শপথ।

প্রজাপতির সুরক্ষার উদ্যোগ

শিক্ষিকার বাগানে 'ওলিয়েন্ডার হক'

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : সকালে উঠেই দেখি/ প্রজাপতি একি/ আমার লেখার ঘরে,/ শেলফের 'পরে/ মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা..

ঘুম থেকে উঠেই প্রিয় ছাদবাগানে গিয়েছিলেন অর্পিতা রায়। আর গিয়েই প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। চোখ কচলে আরেকবার দেখে শিহরিত হন অর্পিতা-ইউরেকা!

তাঁর ছাদবাগানে স্পাইডার প্ল্যান্টে বসে এক প্রজাপতি। রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটা মনে পড়ে যায়। বিশ্বকবির দেখা প্রজাপতির রেশমি সবুজ রং, তার ওপর সাদা রেখা টানা। অর্পিতার 'অতিথি'র বর্ণ সবুজ-কালো, হালকা গোলাপি ডোরাকাটা। 'এমন প্রজাপতি তো আগে দেখিনি!' বিস্ময় অর্পিতার। পরে অবশ্য নাম-পরিচয় মালুম হল। ওলিয়েন্ডার হক। অর্পিতা ভেবেছিলেন এটি বিরল প্রজাতির। তাই উৎসাহ ছিল আকাশছোঁয়া।

বিষয়টি স্পষ্ট করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের অধ্যাপক ধীরাজ সাহা। বললেন, 'এর আগে এই এলাকায় মথ ওয়াচিংয়ে এই প্রজাপতি ধরা পড়েছিল। সচরাচর এই পতঙ্গ দেখা যায় না। তবে বিরল প্রজাতির নয়।'

প্রজাপতিটি যেখানে সুরক্ষিত থাকবে, সেখানেই আপাতত স্থান পাইয়ে দিতে চান অর্পিতা।

প্রস্তাবিত ফুলগ্রামের রাস্তার দু'ধারে সেজে উঠছে রকমারি গাছের চারায়।

ফুলগ্রামের উদ্যোগ আদিবাসী মহল্লায়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৫ ডিসেম্বর : এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রাম মেঘালয়ের মাওলিনং বা ডাউকি এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলা সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন উমঙ্গোট নদী কিংবা রাজ্যের প্রথম বইগ্রাম আলিপুরদুয়ারের পানিঝোরার কথা কারোরই অজানা নয়। এই সব জায়গা এখন পর্যটকদের ডেস্টিনেশন। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য গ্রামের সার্বিক বিকাশ। এই ভাবনাতেই বারবিশা শিলবাংলো লাগোয়া আদিবাসীগ্রামকে 'ফুলগ্রাম' হিসেবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে বারবিশা সিগনেচার অ্যাকাডেমি। রকমারি ফুলের সমাহারে গ্রামকে সাজিয়ে তোলার শপথ নিয়েছেন সংস্থার কর্মকর্তারা। প্রতিটি বাড়িতে রকমারি ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। বাড়ি ঢোকার মুখে বাঁশের গেট তৈরি করা হয়েছে। তাতে শোভা বাড়িয়ে তুলবে লতানো গাছের রংবেরঙের ফুল। গ্রামের প্রবেশ পথের দু'ধারে বেড়ে উঠছে রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারুর মতো সবুজ গাছগাছালি।

বারবিশা সিগনেচার অ্যাকাডেমির শুভাশিস ঘোষ জানান, আদিবাসী গ্রামটি বনজঙ্গলে ঘেরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ৫০টি পরিবারের বসবাস। অধিকাংশ মানুষের পেশা দিনমজুরি। তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়েও খুব একটা সচেতন নন অভিভাবকরা। সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া গ্রামে একটু উদ্যোগ নিলেই পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। শুভাশিসের কথায়, 'সবার সহযোগিতায় ফুলগ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রথম পর্যায়ে গ্রামজুড়ে ১২৫০টি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। সেগুলোর যত্ন গ্রামবাসীরাই করছেন।'

অ্যাকাডেমির সভাপতি শিলা সরকার জানান, পর্যটকরা বেড়াতে এলে পছন্দের ফুলের চারা গ্রামবাসীদের থেকে কিনেও নিতে পারবেন। এতে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হবেন ফুলগ্রামের বাসিন্দারা। পাশাপাশি ফুলগ্রামের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে ১-২ দিন কোচিং দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার বই সহ নানা ধরনের বই থাকবে।

আজ টিভিতে

প্রমিতার নির্দেশে রাঙামতীকে পার্টিতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় একলব্য।
রাঙামতী তিরন্দাজ সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭.৩০ **স্টার জলসা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ নিমফুলের মধু - ১ ঘণ্টার পর্ব, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০। শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, দুপুর ২.৩০ অর্ধাঙ্গিনী, বিকেল ৫.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ প্রতিশোধ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৫ ম্যাডাম গীতারানি, সন্ধ্যা ৬.৫৫ টাইগার, রাত ৯.৪০ রক্তবন্ধন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তুমি এলে তাই, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাঈকী.., সন্ধ্যা ৭.৩০ স্ত্রীর মর্যাদা, রাত ১০.৩০ রোমিও
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

অমর সঙ্গী বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

ক্রু বিকেল ৫.৪৫ **জি সিনেমা এইচডি**

মাসুম সন্ধ্যা ৭.৩০ **জি অ্যাকশন**

সিম্বা সন্ধ্যা ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the undersigned NIT No-08/(e)/EGP & 09/(e)/EGP, Date - 04/12/24, of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

ফ্ল্যাট চাই

শিলিগুড়ির আপার ভানুনগরে দু-তলা, তিনতলায় এক বেডরুম বা দু-বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী। রেডি টু মুভ ফ্ল্যাট। প্রকৃত মালিক বা ফ্ল্যাট মালিকের প্রতিনিধি ফোন করতে পারেন বেলা দশটার পর। নম্বর ৮৩৭৩৮৬৭৬৯৭

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 2 Nos. 100MT Godown under RKVY 2024-2025, Repairing & Renovation Work at Gabgachi Buffer Godown, Malda, Electrical Works for Office Building of Nadia Branch (BENFED). Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

OFFICE OF THE BANSHIHARI PANCHAYAT SAMITY

BANSHIHARI, DAKSHIN DINAJPUR
NOTICE INVITING TENDER

[e-NIT memo no2650 & 2660, Dated-02/12/2024 & 03/12/2024]

Sealed tenders are hereby invited from the bonafied contractors vide memo nos. noted above. For detail information please contact this office during office hours. Closing date for Bid submission through online e-procurement portal -09/12/2024 at 16.30 & 09/12/2024 at 17.30 hours respectively. The details of e-NIT may be viewed and downloaded from the Website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in .

Sd/-
E.O./B.D.O
Banshihari Development Block
Banshihari, D/Dinajpur

NOTICE INVITING eTENDER

Chairman, Alipurduar Municipality Published eTender vide e-NIQ No. 05/ 2024/PW-10/ ALIPURDUAR (3rd Call), Dated- Date: 05.12.2024, Tender I.D. 2024_MAD_779548_1 Bid submission Start date- 05.12.2024 (Thursday from 18.00 Hrs). Bid submission end date- 12.12.2024 (Thursday upto 18.00 Hrs) for Details please check **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
ALIPURDUAR MUNICIPALITY

AUCTION NOTICE

Auction Notice has been published for Memo No :- 2668/HRP/DD dated 02/12/2024, Gourdighi Tourist cum Picnic Spot (without cottage) date :- 10/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur : Dakshin Dinajpur

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.- 13-DE/SMP/2024-25 (2nd Call)

e-bids for lease/rent of 2nd, 3rd and 4th floor of Naxalbari Market Complex **'AS IS WHERE IS BASIS'** for Bank/Bhawan/Lodge/Commercial purpose/Educational Institute/Library or other similar nature, situated at Panighata More, Naxalbari, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : **06.12.2024** (server clock)
Last date of submission of bid : **19.12.2024** (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৮ অফ ২০২৪-২৫/বিজিপি; তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ভাগলপুর, ইসাচক পিএস বিহিউড পুলিশ লাইন-এর নিকট এটি এবং পি.ও. - ভাগলপুর - ৮১২০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন- **কাজের নাম ঃ** টি. নং. বিজিপি০৮ অফ ২০২৪-২৫(ওপেন) - (১) ভাগলপুর-নাথনগরের মধ্যে কিমি. ৩০৬/০-১-তে এলসি নং. ১/এ (২) মালদা ডিভিশনের একচারী-খোঘার মধ্যে কিমি ২৭৯/৯-২৮০/৩-তে এলসি নং. ৬ (৩) আকবরনগর-সুলতানগঞ্জের মধ্যে কিমি ৩২৮/৮-৯-তে এলসি নং. ৯-এর পরিবর্তে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর রোড ওভার ব্রিজ রোড (আরওবি প্রপার এবং অ্যাপ্রোচ)-এর জন্য জিএডি/কাঠামোগত অঙ্কন, নকশা গণনা, মাটি অন্বেষণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পরিকল্পনার প্রস্তুতি, ইউটিলিটি শিফটিং ড্রয়িং ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) জমা দেওয়া। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ১,০৯,১৬,৭৮৮.১৫; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,০৪,৬০০/-; **কাজের জন্য সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয় মাস); **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডারের নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

CON-79/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।
এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে
অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও মহিলার সাহায্যে অফিসে জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে মান অভিমান চলবে। বৃষ : দুপুরের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মিথুন : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও গোপন কথা বলে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়ুয়াদের জন্য আজ দিনটি শুভ। কর্কট : নিজের বুদ্ধির বলে আজ কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। যেচে কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কন্যা : লটারি অথবা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। তুলা : আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে শান্তিলাভ। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃশ্চিক : স্ত্রী-র সহযোগিতায় পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। একাধিক উপায়ে আজ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। মকর : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে আজ প্রচুর টাকা নষ্ট। সাংসারিক কোনও ব্যাপারে গুরুজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক মিটিয়ে নিতে পারবেন। প্রেমে সমস্যা চলবে। মীন : কোনও গুরুজনের পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৪।৪৯। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১০।৪৭। শ্রবণানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৪৫। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।০। বালবকরণ দিবা ১০।৪৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৩ গতে তৈতিলকরণ।জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, সন্ধ্যা ৪।৪৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।১৮ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১০।৪৭ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৪৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৯ গতে ৯।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৮।৪৯ মধ্যে দ্বিরাগমন অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৮।৪৯ মধ্যে পুনঃ দিবা ১।২৫ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৪৭ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

4/12/24-এ Executive Magistrate জলপাইগুড়ির অ্যাফিডেভিট বলে আমি শ্রী হরি নাগ থেকে হরি নাগ হলাম। ফকদইবাড়ি, ২ নং ডাবগ্রাম, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি।
(C/113340)

গত 5/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে প্রবীর সিং ও প্রবীর সিংহ একই ও বাবা নিখিল সিং ও নিখিল সিংহ অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।
(C/113844)

আমার রেশন কার্ড নং SPHH-0012890258 নাম ভুল থাকায় গত 04-12-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Saneka Roy এবং Koushalya Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।
(C-113119)

CINEMA
সিনেমা
Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
The Rule - Part-2(Hindi)
(From 5th December'24)
Time : 12.00, 3.40 & 7.15 P.M.
Dolby Digital

কাটিহার ডিভিশনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫০ অফ ২০২৪; তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ১: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/সাউথ/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে ০২ বছরের জন্য রেলের ক্যাসুয়াল পুনর্নবীকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৪,৬৭,৭২০.১৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৪৭,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার নং ২: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** (ক) সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে এনজি ট্র্যাকের প্রশস্তকরণ (কার্শিয়াং -দার্জিলিং)। (খ) দার্জিলিং-এ ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৩,৩৩,৯৮৩.৩৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৪৭,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার নং ৩: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সুকনা-দার্জিলিং -এর সাথে সম্পর্কিত মাটি অন্বেষণ এবং পরীক্ষা ইত্যাদি সহ সুরক্ষার কাজ, ঢাল স্থিরকরণ, প্রতিকারমূলক পরিমাপ ইত্যাদির জন্য স্লোপ স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ করা ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রস্তুত করা এবং কার্যকরী পর্যায়ে কাজের সাইট তত্ত্বাবধান : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (এনজি) সেকশনের রিটেইনিং ওয়াল/ ব্রেস্ট ওয়াল নির্মাণ এবং ঢাল সুরক্ষা কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৭,৫৯,৩৭০.০৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৫৫,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০২-০১-২০২৫ **তারিখে ১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রি

শিলিগুড়ির মধ্য শান্তিনগরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি এক বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। উভয় ফ্ল্যাটে ড্রয়িং ও ডাইনিং, কিচেন, একটি টয়লেট রয়েছে। পার্কিং চাইলে আলাদা করে পাওয়া যেতে পারে। আগ্রহীরা ফোন করুন বেলা এগারোটার পর। ৯৪৭৬৩৯১৯৯৬

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সিটি সেন্টার শিবমন্দিরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F। বেতন 10,300/-. M : 9679368850. (M/M)

দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস, থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No.- 9748478019.

শিলিগুড়িতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও কমার্শিয়াল Licence সহ প্রাইভেট গাড়ির Driver চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। মাইনে ১৪০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/113901)

B.Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com M-112633

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল
শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
কাল বিকেল ৩টে পর্যন্ত
7 8 9 DEC
জলপাইগুড়ি
৯ই ডিসেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং ঃ ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৮,৭৯,৬৩৪ টাকা; বায়নার অর্থ ঃ ৫৭,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** সূর্যকমল-কমন লুপ লাইন রূপে সূর্যকমল স্টেশনে লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তন। **টেন্ডার রাশিঃ** ৮৫,১৪,৮১৩.৬১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭০,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরীক্ষা শেষে বন্ধুদের সঙ্গে খুনশুটি। কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের সামনে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

আবর্জনার দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস গোবরাছড়ায়

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : গোবরাছড়া মেইন চৌপথি এলাকা ওই অঞ্চলের ব্যবসা ও কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র। দিনভর প্রচুর টোটো, অটো, বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার দু'ধারে দোকান, গুদাম, অনলাইন ক্যাফে, ফাস্ট ফুড স্টল রয়েছে। অথচ এই মূল চৌপথিতে জমে রয়েছে আবর্জনা। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মাঝে মাঝে দেখা যাবে স্তূপ আকারে জমা হয়ে রয়েছে প্লাস্টিক ও অবাঞ্ছিত ময়লা। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে বাসিন্দাদের। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এখানে আবর্জনা সাফাই হয় না। পঞ্চায়েত প্রধান মহেশ বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। আমি সক্রিয় হলেই গোবরাছড়া মূল চৌপথির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করছি।'

বাজারের অনলাইন ক্যাফের মালিক অভিজিৎ পালের বক্তব্য, দোকানের সামনের জায়গা নিজেই পরিষ্কার করি। বাজার কমিটির তরফে কখনোই তা পরিষ্কার করা হয় না। গোবরাছড়া বাজার কমিটি থাকলেও তাঁরা অর্থনৈতিক কারণে ইচ্ছে থাকলেও বাজারের ভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। কাঁচামালের ব্যবসায়ী মিঠু পাল আক্ষেপের সুরে বলেন, 'এখানে রাস্তা, বাজার কিছুই পরিষ্কার হয় না। এভাবে মাসের পর মাস পরে থাকে আবর্জনা। পথচারীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চলাচল করেন।' এবিষয়ে ফাস্ট ফুডের দোকানদার বিপ্লব পাল বলেন, এভাবে আবর্জনার মধ্যেই আমাকে দোকান চালাতে হয়। খুব অসুবিধে হয়। মাঝে মধ্যে আশপাশের জায়গা পরিষ্কার করে দিই।' এরমধ্যেই ব্যবসায়ী, দোকানদার ও এলাকাবাসীকে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে হয়। পঞ্চায়েত সদস্য নবুল হোসেন বললেন, 'বাজার কমিটি এবং আমি উদ্যোগ নিয়ে এলাকাটি পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করব।'

দোকানে চুরি

হলদিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারি এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। চুরি হওয়া দোকানের মালিক দীনেশচন্দ্র সরকার জানান, দোকান ফাঁকা রেখে অনুমানিক দেড়টা নাগাদ খাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি যান। ফিরে এসে দেখেন ক্যাশ বাক্স ভাঙা। তাঁর দাবি, দোকানে প্রায় এক লক্ষ টাকা ছিল।

ঘরের তালিকায় কেলেঙ্কারি রুখতে উদ্যোগী তৃণমূল

আর কাটমানি নয় সিতাইয়ে

শুভঙ্কর সাহা

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : উদয়নের ধাঁচে এবার সিতাইয়ে শুদ্ধিকরণের ডাক দিল তৃণমূল। আগামী শনিবার সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রধান, অঞ্চল সভাপতি, চেয়ারম্যান, ব্লক নেতৃত্ব সহ সমস্ত স্তরের নেতাদের নিয়ে গোসানিমারি তৃণমূল কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তৃণমূল সূত্রে খবর, আবাস যোজনা নিয়ে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তা নিয়ে অভিযুক্তদের স্পষ্ট নির্দেশিকা দেবেন দলের নেতারা। পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সেটা নিয়েও বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হবে।

সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নির্দেশে বৈঠকটির ডাক দেওয়া হয়েছে। সাংসদের কথায়, 'বিধানসভা উপনির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি সিতাই বিধানসভার কর্মীদের উদ্দেশে থাকবে দলীয় কিছু নির্দেশিকা।'

দিনহাটা-১ ব্লকের ১২টি ও সিতাই ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে সিতাই বিধানসভা। গত নভেম্বর মাসে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয় তৃণমূল। বিধানসভার সবক'টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও সিতাই নিয়ে খুব একটা স্বস্তি নেই শাসকদলে। একে তো গোষ্ঠীকোন্দল, তার ওপর উঠেছে

> বিধানসভা উপনির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি সিতাই বিধানসভার কর্মীদের উদ্দেশে থাকবে দলীয় কিছু নির্দেশিকা।
>
> **জগদীশ বর্মা বসুনিয়া,** সাংসদ

আবাসে কেলেঙ্কারির অভিযোগ। উপনির্বাচন বলছে, তৃণমূল এবারে ওয়াক ওভার পেলেও ২০২৬-এর বিধানসভায় লড়াইটা খুব একটা সহজ হবে না। আর এসব বিষয় নিয়েই নীচুতলার নেতাদের বার্তা দিতে শনিবার বৈঠক আয়োজিত হচ্ছে।

সূত্রের খবর, এর আগেও রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজে টাকা দিলেও বহু গ্রামে একাংশ নেতা সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আবাসের তালিকায় নাম তোলা নিয়েও টাকা খাওয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন এলাকায়। এছাড়া, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর অনুগামীদের নাম বাদ দিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। আর এমনটা চলতে থাকলে ২০২৬ সালের লড়াইয়ে যে তার কুপ্রভাব পড়বে তা বুঝতে বাকি নেই তৃণমূল নেতৃত্বর। তাই আগেভাগে শুদ্ধিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

দুই গ্রামের কারও নাম নেই আবাসে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যজুড়ে যখন আবাস যোজনা নিয়ে শোরগোল পড়েছে। নানা অভিযোগ উঠছে ঘর বিলির তালিকা নিয়ে। এই সময় ঠিক অন্যরকম চিত্র শীতলকুচি ব্লকের দুই গ্রামে। এই ব্লকের পূর্ব গোঁসাইরহাট ও শীতলকুচি গ্রামে কারও নাম আবাস যোজনার তালিকায় নেই। যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। কেন আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হল এই দুই গ্রামের বাসিন্দারা? তার কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারছেন না প্রশাসনের কর্তারা

যদিও শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'আবাস যোজনার তালিকায় কারও নাম যুক্ত করার নির্দেশ আসেনি। অনেক আগেই এই সমীক্ষা করা হয়। ওই সময় সমীক্ষক কর্মীদের ভুলে এধরনের ঘটনা হতে পারে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

বাসিন্দারা জানান, গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গোঁসাইরহাট গ্রামে দুশো পরিবার রয়েছে। অর্ধেকের বেশি পরিবার আর্থিকভাবে দুঃস্থ। অনেকে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন। কোনওরকম প্লাস্টিক ও টিনের চালার নীচে বসবাস করছেন অনেকে। শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১২ নম্বর সংসদেও একই ঘটনা। ওই গ্রামে ২৫০০ মানুষের বসবাস। অধিকাংশ বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এই গ্রামেও কারও নাম নেই আবাস যোজনার

> কার ভুলে গ্রামের মানুষ আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হল তা খুঁজে বের করুক প্রশাসন। নতুন করে সমীক্ষা করে আবাস যোজনায় নাম তোলার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।
>
> **জগবন্ধু বর্মন**
> বাসিন্দা, পূর্ব গোঁসাইরহাট

তালিকায়।

পূর্ব গোঁসাইরহাটের বাসিন্দা জগবন্ধু বর্মন বলেন, 'কার ভুলে গ্রামের মানুষ আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হল তা খুঁজে বের করুক প্রশাসন। নতুন করে সমীক্ষা করে আবাস যোজনায় নাম তোলার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।' পূর্ব গোঁসাইরহাট গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা আরতি বর্মনের কথায়, 'বাসিন্দারা আমার কাছে আবাস যোজনা নিয়ে খোঁজ নিতে আসেন এবং হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনেছি।' একই অভিযোগ করেছেন শীতলকুচি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য পরেশচন্দ্র বর্মনও।

আবাস তালিকা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে আবাস যোজনার তালিকা দেখানো হয় না প্রশাসনের তরফে বলে বিজেপি দাবি করেছে। দলের শীতলকুচি বিধানসভার কো-কনভেনার কনকচন্দ্র বর্মন বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের অবহেলায় এরকম ঘটনা ঘটছে। এর দায় গ্রাম পঞ্চায়েতকেই নিতে হবে।'

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'আবাস যোজনার সমীক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে করা হয়নি। পাশের অঞ্চলের সিএফ'রা (কমিউনিটি ফ্যাসিলেটর) এই সমীক্ষা করেছিল ২০১৭-'১৮ সালে। সমীক্ষা করার সময় ভুল হওয়ায় এই ধরনের ঘটনা হতে পারে। বাসিন্দাদের আবাস যোজনায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্লক প্রশাসনে আবেদন করতে পারেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহর কথায়, আবাস যোজনার তালিকায় গ্রামের কারও নাম আসেনি এরকম দুটি গ্রামের নাম প্রশাসনের নজরে দেওয়া হয়েছে। দলের জেলা নেতাদেরকেও জানানো হয়েছে।

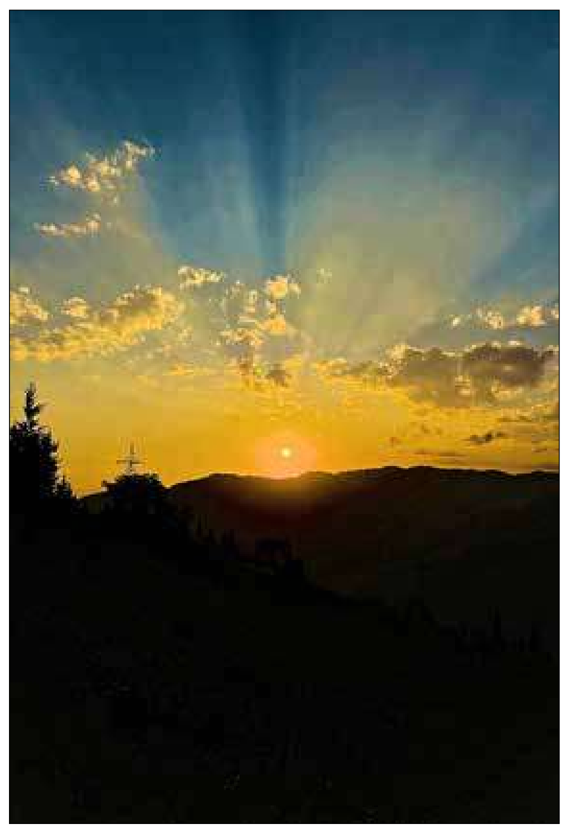

বেলাশেষে।। মিরিকে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের আব্দুল মাতিন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভিডিওতে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

বাইপাসে নেশার ঠেকে পড়ুয়াদের আনাগোনা

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জে বাইপাসের ধারে ফের বসছে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আড্ডা। স্কুল ফাঁকি দিয়ে সেই আড্ডায় যোগ দিচ্ছে পড়ুয়াদের একাংশও। এমনই একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অভিভাবকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্কুল ইউনিফর্মে গাঁজার নেশা করছে দুই পড়ুয়া। পরে স্থানীয় এক তরুণ এসে তাদের সেতুর নীচ থেকে বের করে দেন। সেই খবর কানে আসা মাত্রই ওই রাস্তায় টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।

নিশিগঞ্জ হাট থেকে একটি বাইপাস রাস্তা ফাঁড়ির দিকে চলে গিয়েছে। মঙ্গল ও শুক্রবার অর্থাৎ হাটের দিনগুলোয় সেই রাস্তা ব্যস্ত থাকলেও অন্যান্য দিনে সেটি বেশ শুনসান থাকে। রাস্তায় আমতলা নদীর ওপর একটি সেতুও রয়েছে। আর সেতুর নীচেই বসছে ঠেক। পূর্ব চকিয়ারছড়া ও দক্ষিণ নলঙ্গিবাড়ির স্কুল পড়ুয়ারা এই পথেই স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেক সময় ছাত্রীদের ইভটিজিংয়ের শিকার হতে হয় সেখানে। বছরকয়েক আগে স্থানীয়রা হাট সংলগ্ন ওই সেতুর নীচে অসামাজিক আড্ডার আসর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে ফের পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলবেন বলে জানালেন তাঁরা।

তাছাড়া, ওই এলাকায় সৌর পথবাতির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। কারণ গত কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সেতুর পাশ থেকে পরপর দুটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। নদীর কচুরিপানার নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে আরও এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ। ফলে সন্ধ্যার পর ওই রাস্তা এড়িয়ে চলেন স্থানীয়রা। আর সেই ফাঁকা রাস্তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বসছে দেদার নেশার আসর।

এদিকে, জেলা পুলিশের উদ্যোগে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল-কলেজের পথে টহল দিচ্ছে উইনার্স টিম। এক স্কুল ছাত্রীর মায়ের কথায় যথেষ্ট শঙ্কা ধরা পড়ল, 'প্রতিদিন নতুন বাজার সেতু সংলগ্ন রাস্তাটি মেয়েকে পার করে দিয়ে আসি। আমরা চাই এই এলাকায় মহিলা পুলিশবাহিনী আরও সক্রিয় থাকুক।' যদিও নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির দাবি, স্কুলগুলির সামনে ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা নিয়মিত ডিউটি করছেন। পুলিশের বিশেষ মোবাইল পেট্রলিংও বাড়ানো হয়েছে তাদের তরফে।

নিশিগঞ্জ বাইপাসের সেতুর পাশে গাঁজার আসর বসে।

স্কুলযাত্রায় ঝুঁকি

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : রাস্তায় বড় বড় পাথর উঁকি দিয়ে আছে। সাইকেল নিয়ে চলতে গেলে টলোমলো অবস্থা হয়। আবার ওই পথেই রয়েছে স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বৃহস্পতিবার এক স্কুল ছাত্রী একেবারে পড়েই যাচ্ছিল। সেসময় পাশের এক পথচারী এসে শেষমেশ রক্ষা করেন। কিন্তু প্রশাসনের রাস্তা সারাইয়ের নেই কোনও উদ্যোগ। কেউ বলছেন প্রায় দুই দশক থেকে রাস্তা বেহাল। কেউ আবার মনে করতে পারছে না শেষ কবে পিচের আস্তরণ পড়েছিল। এরকমই অবস্থা গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা থেকে বসেরটারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

মূলত রাস্তাটি গোসানিমারি শালবাগানের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ এই রাস্তায় শুধুই বড় বড় পাথর। ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন মঙ্গল সরকার। তাঁর কথায়, 'শেষ কবে ওই রাস্তা পিচ দেওয়া দেখেছি মনে করতে পারছি না। দীর্ঘদিন থেকেই এই রাস্তা এভাবেই রয়েছে। একেক পঞ্চায়েত আসেন আর আশ্বাস দেন। কিন্তু পাকা হয়নি কোনওবারই।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাবু বর্মন যদিও রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, 'এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে যেমন জানানো হয়েছে, তেমনি সাংসদকেও জানানো হয়েছে। তিনি দিল্লি থেকে ফিরে বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দার কথায়, 'বছরের পর বছর শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে কিন্তু রাস্তা একই অবস্থায় রয়েছে। অথচ এই রাস্তা দিয়ে যেমন স্কুলে যায় পড়ুয়ারা, তেমনি রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দ্রুত রাস্তা মেরামত জরুরি।'

আলু পাচারের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

বক্সিরহাট, ৫ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো রুখতে সড়কপথে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। তবে কোনওভাবেই ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না আলু পাচার। কখনও গলিপথ আবার কখনও জাতীয় সড়কপথে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্য রাজ্যে।

তবে তার মধ্যেই বুধবার মাঝরাতে ময়দার আড়ালে আলু পাচারের ছক বানচাল করল বক্সিরহাট পুলিশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা সীমানায় নাকা চেকিং চালিয়ে পাচারের পথে ৪৬১ বস্তা আলু বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। আলু পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় লরিচালক জয়ন্ত দেবনাথকে।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। সড়কপথে চালানো হচ্ছে কড়া নজরদারি। অসম ঢোকার আগে জাতীয় সড়কে বক্সিরহাট পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টেও বাড়ানো হয়েছে সতর্কতা। সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সশস্ত্র পুলিশকর্মীরা রয়েছেন পাহারায়। তাই আলু পাচারে এবার অন্য কৌশল অবলম্বন করছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

গার্ডওয়াল নেই, ধসে যাচ্ছে মার্কেটের মাটি

বেহাল শৌচালয়, পরিষ্কার হয় না মাঠ

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ৫ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে ধান, পাট, সহ গোরু, ছাগল বিক্রির জন্য রয়েছে আলাদা একটি সুপার মার্কেট। জামালদহ বাজারের অদূরেই সুটুঙ্গা নদীতীরের এই সুপার মার্কেটে মঙ্গল ও শুক্রবার সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা সহ উছলপুকুরি, কেশারহাট, মাঝিরবাড়ি, চড়চড়াবাড়ি, কালীরহাট সহ দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে বেচাকেনা করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই সুপার মার্কেটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে জানালেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, যেহেতু সুটুঙ্গার তীরে এই হাট, তাই প্রতিবছর অল্প বৃষ্টিতেই মাটি ধুয়ে সুপার মার্কেট বিভিন্ন জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। মাটি অসমান হয়ে যাওয়ায় অনেকসময় বাজারে ব্যবসায়ীদের পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকলে ভোগান্তি চরমে ওঠে। পাশাপাশি হাটের শৌচালয়টিও দীর্ঘদীন ধরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। এমনকি বহুদিন পরিষ্কার হয়নি হাটের মাঠ।

স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিমল রায় বীর বললেন, 'সুপার মার্কেট লাগোয়া সুটুঙ্গা নদীপাড়ে বড় গার্ডওয়ালের প্রয়োজন। তা না থাকায় মার্কেটের মাটি ধসে যাচ্ছে। ফলে মার্কেটের উচ্চতাও কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই মার্কেটের দক্ষিণ দিকের মাটি ধসে গিয়েছে। মার্কেট সংস্কারে এমসি'র দ্রুত পদক্ষেপ জরুরি।'

ব্যবসায়ী ননহে সিং, উত্তম পাল, নির্মল পালরা মার্কেটের আধুনিকীকরণ চেয়ে জানালেন, সেখানে শেডঘর থাকলেও এখনও এক প্রকার খোলা মাঠেই হাট বসে। তাঁদের দাবি, প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে মার্কেটের উন্মুক্ত অংশ পাকা করার ব্যবস্থা করুক।

স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মনের আশ্বাস, 'ব্যবসায়ীদের দাবি যথেষ্ট যুক্তি রাখে। মার্কের্টের গার্ডওয়ালের বিষয়টি নজরে রয়েছে। শীঘ্রই সমস্যার সুরাহা হবে।'

তবে প্রথমে ব্যবসায়ীদের সমস্যার বিষয়টি মানতে চাননি জামালদহ হাটের ইনচার্জ কিপিংচন্দ্র রায়। পরে তিনিই আবার বললেন, 'বাজারের শৌচালয়টি সত্যিই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাফাইকর্মী না থাকায় সঠিক সময়ে মাঠটি পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।' পাশাপাশি মাঠের সংস্কারের জন্য বেডমিশালি ফেলার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবিগুলি পূরণের চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তালিকা থেকে নাম কাটালেন পদ্ম নেতা

নয়ারহাট, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যজুড়ে যোগ্যদের হাতে আবাস যোজনার ঘরের টাকা দেওয়ার আগে তালিকা ধরে চলছে যাচাই পর্ব। সরকারিভাবে বৃহস্পতিবার ছিল সমীক্ষার শেষ দিন। আবাসের তালিকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। এছাড়া বিক্ষোভের নজিরও কম নয়। তবে তালিকা থেকে স্ত্রীর নাম প্রত্যাহার করার জন্য স্বেচ্ছায় মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিওর দপ্তরে আবেদন জানিয়ে নজির গড়লেন নয়ারহাটের বিজেপি নেতা বিপিন বর্মন। বিপিনবাবু মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। আবাসের তালিকায় তাঁর স্ত্রী জয়া বর্মনের নাম রয়েছে। বৃহস্পতিবার হোয়াটসঅ্যাপ মারফত বিডিওকে চিঠি লিখে বিপিন আবাসের তালিকা থেকে স্ত্রীর নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানান। বিপিন জানান, তাঁর নিজস্ব পাকাবাড়ি রয়েছে। আবাসের ঘর তাঁর প্রয়োজন নেই।

বিপিনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল। তালিকায় নাম থাকা আরও যাঁদের পাকাবাড়ি রয়েছে, তাঁদেরও স্বেচ্ছায় নাম প্রত্যাহারের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন তিনি। ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে আবাসের তালিকায় ২৪ হাজার জনের নাম রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে চলা যাচাই পর্বে প্রায় দু'হাজার নাম বাদ পড়েছে। তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিস্তর ক্ষোভও আছে। তবে কোনও যোগ্য প্রাপক যাতে আবাসের সুবিধা থেকে বাদ না পড়েন সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

ঠান্ডা পড়লেও ডিমের দামে ছ্যাঁকা গেরস্থের ট্যাঁকে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : সস্তায় পুষ্টিকর ও প্রোটিনের উৎস বললেই যেটা মাথায় আসে সেটা ডিম। তবে তার দামের বাড়বাড়ন্তে বিশেষণে বাদ পড়ছে সস্তা। কারণ পাইকারি বাজারেই একটা ডিমের দাম এখন ৭ টাকার কিছু বেশি। ফলে দোকানে ডিমের দাম আরও চড়া।

হলদিবাড়ি শহর থেকে মাত্র ১৬ কিমি দূরে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কাদোবাড়িতে রয়েছে পৃথক দুটি ডিম উৎপাদনের লেয়ার ফার্ম। সেই অনুযায়ী, মেখলিগঞ্জ মহকুমা ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সংলগ্ন এলাকায় ডিমের জোগানে ঘাটতি পড়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও কী কারণে ডিমের দামে আগুন তা নিয়ে ধন্দে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ডিরেক্টর অনন্তদেব অধিকারী বললেন, 'শীতে ডিমের উৎপাদন কিছু শতাংশ কমে। এতে সামান্য ঘাটতি তৈরি হয় ঠিকই। এছাড়াও মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট সার্বিকভাবে ডিমের দাম নির্ধারণ করে থাকে।'

একদিকে ডিমের দাম বাড়ায় যেমন আচমকা আকাশ ভেঙে পড়েছে মধ্যবিত্তের মাথায়। তেমনই সমস্যায় পড়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও মিড-ডে মিলের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও। ডিমের অর্থ জোগাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। বরাদ্দে কুলোতে না পেরে নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে ডিম কিনতে বাধ্য হচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রতিদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দেওয়া হয় ডিম। স্কুলের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলেও রাখার চেষ্টা করা হয় এই পদ। শীত পড়তেই বাজারে ডিম কিনতে

হলদিবাড়ি পাইকারি বাজারে ক্রেতাশূন্য ডিমের দোকান।

ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে সকলকেই।

দেশজুড়ে মূল্যবৃদ্ধি চরমে। চাল-ডাল, আলু, শীতের সবজি থেকে শুরু করে কোনও কিছুই বাদ পড়েনি সেই তালিকায়। এবার তাতে জুড়ল ডিম। বৃহস্পতিবার হলদিবাড়ি বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একটি ডিম ৮ টাকা। পাইকারি বাজারে তা ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

> **মূল্য ঊর্ধ্বমুখী**
>
> - এপ্রিল-মে মাসে ৩০টি ডিমের একটি ক্রেটের মূল্য ছিল ১৩০ টাকা
> - গত তিন মাস আগেও সেই ক্রেট প্রতি দাম ছিল ১৪৫ টাকা
> - শীতের শুরু হতেই তা ঠেকেছে ২১৫ টাকায়
> - তাছাড়া, মুরগির খাবার ও গাড়িভাড়া প্রভাব ফেলছে এই মূল্যবৃদ্ধিতে

হলদিবাড়ি বাজারের ডিমের ব্যবসায়ীরা জানান, এপ্রিল-মে মাসেও ৩০টি ডিমের এক-একটি ক্রেটের মূল্য ছিল ১৩০ টাকা। গত তিন মাস আগেও সেই ক্রেট প্রতি দাম ছিল ১৪৫ টাকা। শীতের মরশুম শুরু হতেই তরতরিয়ে বেড়ে এখন দাম ২১৫ টাকা প্রতি ক্রেট। খোলাবাজারে তা আরও বেশি।

হলদিবাড়ি শহরের রমা রায়ের কথায়, 'এমনিতে রোজ ব্রেকফাস্টে ডিম রাখার চেষ্টা করি। দাম বাড়ায় আর প্রতিদিন ডিম আনা সম্ভব হচ্ছে না।' এদিকে, দাম বৃদ্ধিতে ডিম কিনতে নিজেদের পকেট খসছে বলে আক্ষেপ করলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

শহরের পাইকারি ডিম বিক্রেতা উত্তম দত্ত বললেন, 'শীতের মরশুম শুরু হতেই ডিমের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া খামারের মুরগির খাবার ও গাড়ি ভাড়া বাড়ায় ডিমের দামে কিছুটা প্রভাব পড়েছে।' খুচরো ব্যবসায়ী জয়দীপ মজুমদারের বক্তব্য, শীত পড়তেই দিনকে দিন ডিমের দাম বেড়েই চলছে। দাম শুনেই ফিরে যাচ্ছেন বহু ক্রেতা। ব্যবসাও মার খাচ্ছে।'

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড
(একটি মহারত্ন কোম্পানি)

সম্পত্তি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে দাবির জন্য সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

এটি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ভূমির মালিক নিম্নে উল্লেখিত বিবরণ সহ তার জমির প্লটটি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডকে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য সিটি গেট স্টেশন বিকাশের উদ্দেশ্যে। কৃষি জমি, ১৭৩৩.৫ বর্গমিটার (২৫.৯০ কাঠা), প্লট নং - ৬২৬, খতিয়ান নং - ৮১৩, মৌজা - বিন্নাগুড়ি, জেএল নং - ৩, শিট নং - ১৬, পিএস - নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি।

এই সম্পত্তি সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তি যাদের কোনও অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, দাবি বা কোনও প্রকৃতির চাহিদা রয়েছে, তাদের হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) সিজিডি জিএ-১০.৪৭, তৃতীয় তল, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ ঠিকানায়, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে লিখিত তথ্য সহ নথিভুক্ত প্রমাণ সহ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সময়সীমার পরে কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং ভবিষ্যতের জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে এবং যে কোনও দাবি বাদ দেওয়া হয়েছে বা ত্যাগ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

/hpcl | /hpcl | /hpcl
www.hindustanpetroleum.com

Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹ 30990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 31990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 33990
1.5 Ton - Inverter ₹ 34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990
SAMSUNG
A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo
Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi
MI 13C 5G (4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme
C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo
F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
LG IFB Haier Godrej Panasonic
FREE Kettle
20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290
27 L Conv. ₹ 13990
30 L Conv. ₹ 14990
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹5990
32 HD LED ₹7190
32 SMART TV ₹8990
32 GOOGLE TV ₹9990
43 SMART TV ₹17990
43 GOOGLE TV ₹18390
43 4K GOOGLE TV ₹22990
43 4K QLED ₹25490
55 4K GOOGLE TV ₹30490
55 4K QLED ₹34990
65 4K GOOGLE TV ₹43990
75 4K GOOGLE TV ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
FREE MIXI
180 L ₹13490
184 L ₹13990
2X STORAGE SPACE
190 L ₹14290
185 L ₹15990
187 L ₹15490
200 L ₹14990
187 L ₹18490
238 L ₹20990
235 L ₹21490
240 L ₹22490
260 L ₹23490
243 L ₹25990
240 L ₹22990
280 L ₹28990
368 L ₹47990
445 L ₹49990
401 L ₹57990
472 L ₹51990
564 L ₹58990
602 L ₹64990
650 L ₹77990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
FREE IRON
6 KG - FL ₹23990
6.5 KG - FL ₹26490
7 KG - FL ₹26990
7 KG - FL ₹27990
8 KG - FL ₹32990
8 KG - FL ₹34490
9 KG - FL ₹34990
9 KG - FL ₹35490
10 KG - FL ₹40490
11 KG - FL ₹50490
13 KG - FL ₹58490
ZERO PRESSURE FILL
6 KG - TL ₹11990
6.5 KG - TL ₹12990
6.5 KG - TL ₹13490
7 KG - TL ₹13990
7.5 KG - TL ₹18290
8 KG - TL ₹18990
8.5 KG -TL ₹23990
9 KG - TL ₹24990
9.5 KG - TL ₹22990
10 KG - TL ₹23990
11 KG - TL ₹29990
Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS
3 L ₹2190
₹2990
10 L ₹4990
15 L ₹5490
25 L ₹6990
hp DELL Lenovo ASUS
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office ₹31990
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹33990
Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹42990
Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11 ₹48490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

তালিকায় নাম জ্বলজ্বল করছে বিত্তবানদের, বঞ্চিত হতদরিদ্ররা

বাড়িতে শয্যাশায়ী বিশেষভাবে সক্ষম গোপাল মহন্ত।

আবাসে নাম নেই যোগ্যদের

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : আবাস নিয়ে রাজ্যজুড়ে অভিযোগের অন্ত নেই। আবারও এমনই একটি অভিযোগ উঠল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আঠারোকোটা কালপানি গ্রামে। এখানে অনেকদিন আগেই দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যান গোপাল মহন্ত। প্রায় এক দশক ধরে শয্যাশায়ী তিনি। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। বৃষ্টি হলে টিনের চাল দিয়ে জল চুইয়ে পড়ে। অথচ আবাস যোজনার তালিকায় ঠাঁই পায়নি তাঁর নাম। তাই এমন একজন অসহায়ের নাম না থাকায় উঠছে প্রশ্ন। প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোর বলেন, 'আবাস তালিকায় অনেক যোগ্য বাদ পড়েছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে শীঘ্রই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আঠারোকোটা কালপানি গ্রামে অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছেন দম্পতি। বুধবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তাঁদের দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী বীণা মহন্তকে নিয়ে তাঁর সংসার। মেডিকেল সার্টিফিকেট অনুযায়ী গোপাল ৮০ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষমের তালিকাভুক্ত। চিকিৎসা বাবদ মাসে দুই হাজার টাকার ওপরে খরচ হয়। ভাতা ও স্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় কোনওমতে সংসার চলে। র‍্যাশনের চাল দিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তাঁদের ভরসা। আবাসের তালিকায় অনেক সচ্ছল ব্যক্তির নাম থাকলেও নাম নেই এই দম্পতির। শয্যাশায়ী অবস্থায় খানিকটা আক্ষেপের সুরে গোপাল বললেন, 'বৃষ্টি হলে টিনের ফুটো দিয়ে জল পড়ে। আগের তালিকায় আমার নাম থাকলেও এখনকার তালিকায় নেই শুনছি।' তাঁর নামে ঘর বরাদ্দের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'দুয়ারে সরকারে একাধিকবার আবাস যোজনার আবেদন করেছিলাম। অথচ হতদরিদ্র হয়েও আমরা ঘর পেলাম না। স্বামীর শরীর ভালো না। উঠে বসতে পারেন না, হাঁটাচলা বন্ধ। চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা খরচ হয়।'

প্রতিবেশী ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'খুব অসহায়ভাবে জীবনযাপন করেন ওঁরা। আবাস যোজনায় ঘর পেলে খুব উপকার হত তাঁদের।' এব্যাপারে বিডিওর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আখতার বানু। বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন করে নাম সংযোজন সম্ভব নয়।' তবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আবেদনেও মেলেনি ঘর

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বহু আবেদনেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা। নেই তেমন থাকার ঘর, শৌচাগার। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ভরসা সামনের খোলা মাঠ। তাঁর এমন হালের খোঁজ রাখেন না কোনও জনপ্রতিনিধি। এমনই এক প্রবীণের দিন কাটছে কুঁড়েঘরে। তাঁর বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছে গুটিকয় তরুণ। তাঁদের দেওয়া খাবার ও ওষুধই বাঁচিয়ে রেখেছে কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাট লাগোয়া ছড়ারকুঠির বাসিন্দা সুশীলচন্দ্র চন্দকে। কয়েক দশক ধরে কোচবিহার শহরের বেসরকারি বাস টার্মিনাস লাগোয়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে নিয়মিত চাকরিপ্রার্থীদের নাম নথিভুক্ত করার আবেদনপত্র পূরণ করতেন। সম্বল বলতে ছিল মাত্র একটি কলম। এজন্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে মিলত আবেদনপত্র পিছু পাঁচ-দশ টাকা। কিন্তু পরে গোটা কাজটাই অনলাইনে চালু হয়। তখন থেকেই তাঁর জীবিকায় ভাটা পড়ে। তবুও পেটের তাগিদে কিছুদিন সেখানে ছুটে ছুটে গিয়েছেন। কিন্তু কোভিড অতিমারির সময় থেকে সেটাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে চরম অসহায় অবস্থায় তাঁর দিন কাটছে। বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, কোনওরকমে একটি ছোট্ট কুঠুরিতে রয়েছেন তিনি। ঘরে সম্বল বলতে শোয়ার জন্য একটি কাঠের মাচা, রান্নার একটি উনুন, একটি কড়াই, কিছু থালা, বাটি, গ্লাস। সংসারে তিনিই একমেব অদ্বিতীয়ম। কারণ হিসাবে বলেন, 'কাজ করতে করতে কবে যে বার্ধক্য এসে গিয়েছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। তাই, আর বিয়ে করা হয়নি।' তাঁর কথায়, 'আগে এক বাড়িতেই ভাইদের সঙ্গে থাকতাম। ২৫-৩০ বছর আগে বাবা মারা যাওয়ার পর আমিই আলাদা থাকতে শুরু করি। পুরোনো বাড়িতেই ছিলাম। পরে জমি ভাগাভাগি হয়ে যায়। ওই জমিতে থাকা একটি ছোট ঘর একসময় বাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ঘর তৈরির অর্থ নেই। খবর পেয়ে ডাউয়াগুড়ির কিছু তরুণ একটি ছোট্ট কুঠুরি তৈরি করে দেন। এখন সেখানেই থাকি। ওরাই প্রতি মাসে খাবার, ওষুধ পৌঁছে দেয়। তা দিয়েই দিন চলে।' একাধিকবার বার্ধক্য ভাতার আবেদন করেও মেলেনি বলে তিনি জানান। মেলেনি আবাসের ঘরও। তাঁর কথায়, 'আবাসের ঘর চাইতে গিয়ে স্থানীয় এক নেতার প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, আর ক'দিন বাঁচব? আমাকে ঘর দিয়ে কি হবে? তারপর থেকে কারও কাছে কিছু চাই না। মাসের র‍্যাশন এবং ওই তরুণদের দানেই দিন চলে।' চলতি বছরের শুরুতে বাড়ির পাশেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল। সেখানে বহু নেতা-মন্ত্রী এসেছিলেন। কেউ খোঁজ নেননি। যতদিন বাঁচবেন তিনি এভাবেই বাঁচবেন বলে জানান। অভিজিৎ রায় নামে ডাউয়াগুড়ির এক তরুণ জানান, তাঁরা কয়েকজন সুশীলবাবুর দেখভাল করেন। খাবার না থাকলেও তিনি হাত পাতেন না। এমনকি সাহায্যের দরকারেও কাউকে কিছুই বলেন না। সেজন্য তাঁরা প্রতি মাসে সময়মতো তাঁর খাবার, ওষুধ পৌঁছে দেন। প্রশাসন থেকে বার্ধক্য ভাতা, ঘরের ব্যবস্থা হলে তিনি উপকৃত হতেন বলে অভিজিৎ মনে করেন।

ছড়ারকুঠির বাসিন্দা সুশীলচন্দ্র চন্দ। - সংবাদচিত্র

দুর্দশা

- ছড়ারকুঠির বাসিন্দা সুশীলচন্দ্র চন্দর থাকার ঘর, শৌচাগার নেই
- প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ভরসা সামনের খোলা মাঠ
- অভিযোগ, এমন হালের খোঁজ রাখেন না কোনও জনপ্রতিনিধি।
- দিন কাটছে কুঁড়েঘরে
- খাবার ও ওষুধ দিয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছেন কয়েকজন তরুণ

লালজি বর্মন ও মণিবালা বর্মন।

'দিদিকে বলো'-তে ফোন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : বাংলা আবাস যোজনা তালিকা ভেরিফিকেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও সরকারি কর্মী বাড়িতে যাননি। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হতদরিদ্র মানসিক ভারসাম্যহীন লালজি বর্মনের স্ত্রী মণিবালা বর্মন আশায় ছিলেন তাঁদের বাড়িতে আবাস যোজনার কর্মীরা তদন্ত করতে আসবেন। তবে বৃহস্পতিবারও তাঁর বাড়িতে কেউ না যাওয়ায় 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করে মণিবালা নিজের বেহাল ঘরের সমস্যার কথা জানালেন। অন্যদের মতো তিনিও আবাস যোজনার ঘর পাবেন বলে আশাবাদী। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায়ের কথায়, 'হতদরিদ্র ওই পরিবারটির বাড়িঘর রীতিমতো বেহাল। আমার অনুমান মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করায় ফল মিলবে।'

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা লালজি বর্মন মানসিক ভারসাম্যহীন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা আট। অথচ থাকার ঘর একটি। ঘরটির অবস্থা খুব খারাপ। মণিবালা খইনির কৌটোতে চুন ভরে সামান্য উপার্জন করেন। একটি ঘরের জন্য বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। এদিন নিজের বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে মণিমালা বলে, 'ভেবেছিলাম ঘরের তালিকায় আমার নাম থাকবে। অথচ আবার তালিকার তদন্তকারী সরকারি কর্মীরা বাড়িতে না আসায় আমার নাম তালিকায় নেই বুঝতে পারি। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের নম্বরে ফোন করে পরিস্থিতির কথা জানিয়েছি।'

স্মারকলিপি

হলদিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও) ব্লক কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ঈশিতা দেব সিনহাকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কমিটির সম্পাদক রেজ্জাক সরকার, প্রদীপ রায় প্রমুখ। সংগঠনের সদস্যদের দাবি, বিদ্যালয়ের ৭৫ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৫০০ টাকা চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।

শীতের সকালে মাঠের কাজে ব্যস্ত চাষি। বৃহস্পতিবার দরিবস ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

জেলার খেলা

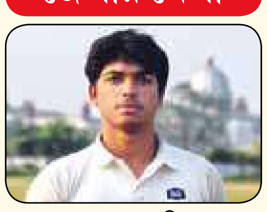

ম্যাচের সেরা দেবপ্রিয় সাহা।

জয়ী ঘোষপাড়া

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাব ১০৫ রানে জয়হিন্দ ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে ইউথ ৪০ ওভারে ২৩৭ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা দেবপ্রিয় সাহা ৪২ রান করেন। সায়ন দে ৪২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জয়হিন্দ ৩০.৪ ওভারে ১৩২ রানে গুটিয়ে যায়। জয়দীপ বর্মন ৪৫ রান করেন। বিজয় মণ্ডল ৭ রানে নেন ২ উইকেট। শুক্রবার খেলবে দেওয়ানহাট কালীবাড়ি ইউনিট ও বুড়িরপাট ক্লাব।

৫ উইকেট পিন্টুর

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০২০ ব্যাচকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচ। ২০২০ প্রথমে ১০ ওভারে ৫৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে ২০১২ ব্যাচ ৩.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৫৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউথ ২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : পাচারের আগে গাঁজা উদ্ধার হল। উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারিমারা এলাকায়। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিমেষ রায় জানান, ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৫৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এদিন ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত পুলিশ তা তদন্ত করছে।

কোচবিহার থেকে গাঁজা পাচার হচ্ছে বলে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়। এরপর মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেশ হালদার, মাথাভাঙ্গার আইসি হেমন্ত শর্মা পচাগড় ও সিতাই মোড় সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং বসিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। বিপদ বুঝে গাড়িটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিমেষে চম্পট দেয়। পুলিশ গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে। ঘোকসাডাঙ্গা, মাথাভাঙ্গা থানা সহ বিভিন্ন থানা গাড়িটিকে ধরতে তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারিমারা এলাকায় গাড়িটিকে আটক করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এই কাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে রাজু রাজভরকে (৩৪) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার বাড়ি দিনহাটা থানা এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে এদিন কোচবিহার আদালতে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করতে ধৃতকে পুলিশ ১০ দিনের হেপাজতের আবেদন করে। আদালত ধৃতের আটদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছে বলে খবর।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই অবৈধ গাঁজা কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিতাই মোড় ও পচাগড়ের মাঝে গাড়িটিকে আটকানোর সময় মাথাভাঙ্গার আইসি সহ তিন পুলিশকর্মী সামান্য আহত হয়েছেন। তবে এবিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করেননি।

রাতে বন্ধ সৌরবাতি, বাড়ছে ক্ষোভ

অন্ধকার রাস্তায় যাতায়াতে ভোগান্তি স্থানীয়দের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ ডিসেম্বর : পূর্ত দপ্তর ও এশিয়ান হাইওয়ের যৌথ উদ্যোগে গত বছর প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সৌরবাতি বসানো হয়। চ্যাংরাবান্ধার লাইফলাইন এশিয়ান হাইওয়ের বাইপাস সংলগ্ন রেল ওভারব্রিজ এলাকা থেকে সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র পর্যন্ত সৌরবাতিগুলি বসানো হয়। তবে বেশ কয়েকটি বাতি অনেক দিন থেকে বন্ধ।

গতসপ্তাহ থেকে আবার রাত সাড়ে ১০টার পর থেকে অধিকাংশ সৌরবাতি নিভে যাচ্ছে। ফলে এলাকার বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। পিডব্লিউডি কোচবিহার ইলেক্ট্রিক্যাল সাব-ডিভিশনাল জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌভাগ্য পাল বলেন, 'এমন তো হওয়ার কথা নয়। আমাদের তরফে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়।'

চ্যাংরাবান্ধার বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা সোমা ঘোষের কথায়, 'অনেকদিন থেকে রাতে আলো থাকে না। সন্ধ্যায় কয়েকটি বাতি জ্বললেও রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যেতে শুরু করে। এশিয়ান হাইওয়ের ধারে আমার বাড়ি। সৌরবাতিগুলি চালু হওয়ায় ভাবছিলাম এবার আঁধার ঘুচল। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। অন্ধকার রাস্তায় অনেকে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।'

বিকল সৌরবাতি। - সংবাদচিত্র

চ্যাংরাবান্ধার অপর বাসিন্দা সঞ্জয় সাহা জানান, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌরবাতিগুলির খামখেয়ালিপনা যেন বাড়তে থাকে। একই আলোকস্তম্ভে একদিকের আলো জ্বলে অন্যদিকের আলো নিভে যায়। রাতের দিকে হাতেগোনা কয়েকটি বাতি টিমটিম করে জ্বলে। বাকি এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। গত বছর শীতে ঘন কুয়াশায় এমন সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু এবছর এখনও তো তেমন শীত পড়েনি। আর কুয়াশা তো দূরের কথা। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না।

এলাকার আরেক বাসিন্দা আবেদ হোসেন পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর কথায়, 'চ্যাংরাবান্ধা বাজারে আমার কাপড়ের দোকান আছে। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। সৌরবাতির অনেকগুলি জ্বলে না। যে কারণে পথ চলতে সমস্যা হয়। প্রশাসনের তরফে দ্রুত এর সমাধান করলে খুব ভালো হয়।'

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমানের মন্তব্য, এশিয়ান হাইওয়ের সৌরবাতি সংক্রান্ত জনগণের সমস্যার বিষয়টি সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসন ও পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হব।' তাঁর সংযোজন, 'এই সৌরবাতিগুলি একদিন সূর্যালোকে সম্পূর্ণ চার্জ হলে দু'দিন আলো জ্বলার মতো ব্যাকআপ থাকে। ট্রাফিক মুভমেন্ট বেশি থাকার কারণেও সমস্যা হতে পারে। এগুলো এত সহজে খারাপ হয় না। তবে সমস্যা হতেই পারে। আমাদের তরফে কর্মীরা গিয়ে কাজ করবে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

> এই সৌরবাতিগুলি একদিন সূর্যালোকে সম্পূর্ণ চার্জ হলে দু'দিন আলো জ্বলার মতো ব্যাকআপ থাকে। ট্রাফিক মুভমেন্ট বেশি থাকার কারণেও সমস্যা হতে পারে। এগুলো এত সহজে খারাপ হয় না। তবে সমস্যা হতেই পারে। আমাদের তরফে কর্মীরা গিয়ে কাজ করবেন। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।
>
> **ইলিয়াস রহমান**
> *গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান*

টুকরো খবর

দুর্ঘটনা এড়াতে চা

কোচবিহার ও চ্যাংরাবান্ধা, ৫ ডিসেম্বর : ভোররাতে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা এড়াতে কোচবিহার জেলা ট্রাফিক পুলিশ অভিনব পদক্ষেপ করল। বুধবার রাতে বক্সিরহাট, পুণ্ডিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ এবং চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস চেকপোস্ট এলাকায় গাড়ি থামিয়ে চা-বিস্কুট এবং গরম জল দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, এতে যেমন চালকদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটবে, তেমনি গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। জেলা ট্রাফিকের এই উদ্যোগকে যানচালকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ডিএসপি (ট্রাফিক) কুতুবউদ্দিন খান বলেন, 'শীতের মরশুমে দুর্ঘটনা এড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শীতের মরশুমজুড়ে এই ধরনের কর্মকাণ্ড চলবে।' পুণ্ডিবাড়িমোড়ে বুধবার রাতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে গরম জল, চা বিতরণ করা হয়।

চুরি

শীতলকুচি, ৫ ডিসেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের পেটলা নেপড়া গ্রামে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বিজয়চন্দ্র বর্মন বুধবার পরিবার নিয়ে ইটভাটায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় বাড়ি ফাঁকা ছিল। বৃহস্পতিবার চুরির বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। খবর পেয়ে বিজয়ের জামাই চন্দ্রকুমার বর্মন বাড়িতে আসেন। তিনি বলেন, 'ঘরের তালা কাটা হয়েছে। আলমারি, ট্রাংক খুলে আসবাবপত্র সহ কয়েকটি সোনার গয়না চুরি হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

শীতলকুচি, ৫ ডিসেম্বর : শীতলকুচি ব্লক কৃষি দপ্তরের আতমা প্রকল্পের উদ্যোগে মৃত্তিকা দিবস পালিত হল। অনুষ্ঠান হয় বৃহস্পতিবার ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট গদাইখোঁড়া স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে।

রাইজিং ডে

পারডুবি, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড়ে এসএসবি'র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। বৃহস্পতিবার এই ব্যাটালিয়নের রাইজিং ডে ছিল। সেজন্য এদিন এসএসবি ক্যাম্পে নানা অনুষ্ঠান হয়।

ভুট্টাবীজ বিলি

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : প্রায় ১০০ কৃষককে ভুট্টাবীজ বিলি করল দিনহাটা-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি। বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দেরকুঠি এলাকায় ১০০ কৃষককে বিনামূল্যে ভুট্টাবীজ দেওয়া হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মন ছাড়াও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

চক্ষু পরীক্ষা

হলদিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মিলাদ-উন-নবি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা সহ বস্ত্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। হলদিবাড়ি সর্দারপাড়া নুর মসজিদ মাদ্রাসা ইদগাহ ময়দানে এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিটির সহ সম্পাদক ইয়াসিন আলি বলেন, 'শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স এবং হলদিবাড়ি ভিশন সেন্টারের পরিচালনায় আমরা চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছি।'

খবরের জের, শুরু সংস্কার

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে শেষপর্যন্ত মার্কেট কমপ্লেক্স সংস্কার করার উদ্যোগ নিল মাথাভাঙ্গা পুরসভা। চলতি মাসের ৩ তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মার্কেট কমপ্লেক্সের শেডগুলি ভাঙার কাজ শুরু করেছে পুরসভা। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান, বাম আমলে ওই মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি করা হয়েছিল। নিম্নমানের কাজ হওয়ার জেরেই এটি দ্রুত বেহাল হয়ে পড়ে। বর্তমানে সেই অংশগুলি ভাঙার কাজ চলছে। তিনি বলেন, 'বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা জায়গাগুলি এখন সংস্কার করা হবে। আগামীদিনে গোটা মার্কেট কমপ্লেক্সটিই সারানো হবে। সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই কাজ করা হবে।'

এলাকার ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিন ধরেই মার্কেট কমপ্লেক্সটি সংস্কার করার দাবি ছিল। কমপ্লেক্সটির এখন প্রায় ভগ্নদশা। পুরসভায় বারবার অভিযোগ জানিয়েও তেমন কোনও কাজ হচ্ছিল না। প্রতিনিয়ত এই উদ্যোগে খুশি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ী বরুণ সাহা বলেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এটা। খবর প্রকাশিত হওয়ার

মার্কেট কমপ্লেক্সটি সংস্কারের কাজ শুরু করল পুরসভা।

চাঙড় ভেঙে পড়ছিল। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতাদের মধ্যে। গত মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার মার্কেট কমপ্লেক্সটি সংস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। পরই পুরসভা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি। কিছুটা স্বস্তি মিললেও গোটা কমপ্লেক্সটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা মার্কেট কমপ্লেক্সটি দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।'

শিবদিঘিতে ফের অসুস্থ ৬টি মোহন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে ফের ছয়টি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ল। এর মধ্যে বুধবার দুটি ও বৃহস্পতিবার একসঙ্গে চারটি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় মোহনগুলি দিঘির জলে ভেসে ওঠে। একের পর এক মোহন অসুস্থ হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এসে মোহনগুলিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। যদিও বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির বক্তব্য, গত এক-দেড় মাসে শিবদিঘিতে কয়েকটি মোহনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও ১২টি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেগুলিকেও চিকিৎসার জন্য বন দপ্তর নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বেঁচে রয়েছে না মারা গিয়েছে তার কোনও খবর তাঁদের জানা নেই। ফলে এই মোহনগুলির অবস্থা কী হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মোহনগুলির অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়েছি। ইতিমধ্যে দিঘিতে মোহনগুলিকে সুস্থ রাখার জন্য জলের তাপমাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দা ও বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির কথা অনুযায়ী মোহনগুলিকে সুস্থ রাখার জন্য অন্য দিঘি থেকে সেখানে পাঁক এনে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তা দেওয়ার জন্য স্থানীয় বিডিওকে বলা হয়েছে। সবমিলিয়ে গোটা বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে।'

ঠান্ডা পড়তেই কোচবিহারের বাণেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিবদিঘিতে গত কয়েক বছরের মতো এবারও অজানা রোগ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে শিবদিঘিতে তিনটি মোহন মারা গিয়েছে। এছাড়া ১৮টি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে গত দু'দিনে ছয়টি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গত দু'বছরে শীতের সময় শিবদিঘিতে অজানা রোগে প্রচুর মোহনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি অসংখ্য মোহন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় এবারও শিবদিঘিতে মোহন অসুস্থ হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিবার শীতের সময় শিবদিঘিতে মোহনের এই রোগ ও মৃত্যু কেন হচ্ছে। এর প্রতিকার কী, রোগ যাতে না হয় সেজন্যই বা কী করণীয়। প্রশাসন কেন বাইরে থেকে কচ্ছপ বিশেষজ্ঞদের এখানে নিয়ে আসছে না?

এবিষয়ে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীলের বক্তব্য, 'বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে বিনা চিকিৎসায় কতদিন এভাবে মোহন মারা যাবে ও অসুস্থ হবে? এই দুর্লভ প্রজাতির মোহনগুলিকে বাঁচাতে প্রশাসনিক আমলা থেকে শুরু করে জেলার মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা কেন কেউ ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বুঝতে পারছি না। তাঁরা সকলে কি চান বাণেশ্বরের শিবদিঘি মোহনশূন্য হয়ে পড়ুক? খুব দ্রুত এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

> মোহনগুলির অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়েছি। ইতিমধ্যে দিঘিতে মোহনগুলিকে সুস্থ রাখার জন্য জলের তাপমাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দা ও বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির কথা অনুযায়ী মোহনগুলিকে সুস্থ রাখার জন্য অন্য দিঘি থেকে সেখানে পাঁক এনে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মহকুমা শাসক*

বিরূপাক্ষকে ক্লিনচিট

সন্দীপ ঘোষ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে ক্লিনচিট দিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ না পাওয়ার ভিত্তিতে তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছে।

বাতানুকূল সুবিধা

এবার থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়া পাবেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, যেখানেই বেড়াতে যান, এই সুযোগ তাঁরা পাবেন বলে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল নিম্ন আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণা হবে।

সরাসরি বিমান

কলকাতা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরাসরি বিমান পরিষেবা নিয়ে বিল পাশ হল বিধানসভায়। চলতি অধিবেশনে এই বিল এসেছিল।

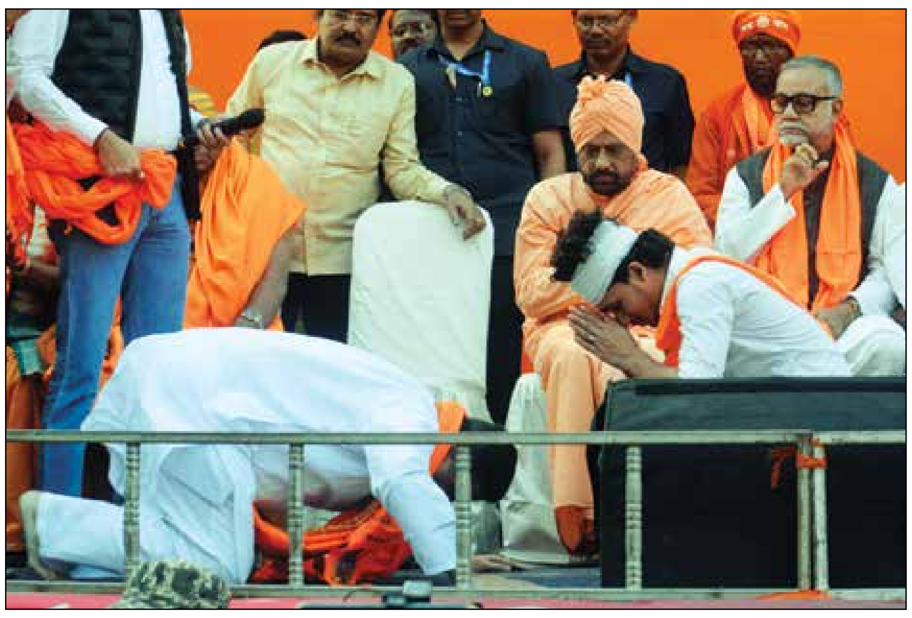

রানি রাসমণি রোডের সভায় শুভেন্দু এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত সায়ন। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

বিধানসভায় ব্যতিক্রমী বিরোধী দলনেতা

দিল্লিতে একসঙ্গে দরবারের প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিকে গত ২৯ নভেম্বর রাজ্য সরকারের কাছে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'আসুন না, একসঙ্গে রাজ্যের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দিই।'

বৃহস্পতিবার ফের শুভেন্দুর গলায় শোনা গেল সেই সহযোগিতারই সুর। রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করতে না ছেড়েও আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের গরিব মানুষ যাতে কেন্দ্রের সুবিধা পান, তার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়কদেরও থাকার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করে চন্দ্রিমা বলেন, 'কেন্দ্রের একাধিক বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা মেটাচ্ছে।' এরপরই বক্তব্য রাখতে উঠে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক ৬ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের রোখা সম্ভব হবে না। বরং কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল যে প্রচার চালাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে থাকা চা বাগানের ভোট ব্যাংকও বিজেপির হাতছাড়া হচ্ছে। যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপির কাছে অশনিসংকেত। সেই কারণে বারবার শুভেন্দু উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার বার্তা দিচ্ছেন। কারণ, পালা বদলের জমানায় শাসক-বিরোধী এইরকম সহাবস্থানের নজির মনে করতে পারছেন না কেউ।

> আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বুধবার হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বিনোদন কর নিয়ে রাজ্য সরকারের আনা বিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'এই বিলের বিরোধিতা করার কোনও যুক্তি নেই।' তিনি কয়েকটি সংশোধনী ছাড়া বিলের বিরোধিতায় কোনও কথা বলেননি। তবে, রাজ্যের প্রতিনিধি দলে শুভেন্দু নিজে যে যাবেন না, তাও তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহযোগিতা করার অভিযোগ এনেছেন শুভেন্দু। এদিন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ভারত সরকার হাসিমারায় বিমান পরিষেবার জন্য রাজ্যের কাছে ৩৭.৭৪ একর জমি চেয়েছিল। রাজ্য সরকার দেয়নি। দমদম বিমানবন্দরে একটি অতিরিক্ত রানওয়ে করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাউন্ডারি ওয়াল করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র একটি মাজার থাকার কারণে। মালদায় ৯ আসন বিশিষ্ট বিমান পরিষেবা চালু করা যায়। কিন্তু সেখানেও আপনারা সহযোগিতা করছেন না।'

পাশাপাশি সিঙ্গুর প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা যাঁকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছিলেন, সেটা বড় ভুল ছিল।' এই সময় শাসক দলের বিধায়করা পালটা টিপ্পনী কেটে বলেন, 'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?' প্রসঙ্গত, সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না মঞ্চে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দুকেও। কারণ তখন তিনি ছিলেন তৃণমূলের নেতা।

২০২৬-এর লক্ষ্যে পদ্মের হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৬শে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের নির্বাচনে বিজেপির হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই। রাজ্যে হিন্দু ভোটের মেরুকরণে বাংলাদেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে বিজেপি ও গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল ও জমিয়তের পালটা সভা থেকে সেই বার্তাই দিল বিজেপি।

বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু রাজ্যের হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছেন, 'মনে করছেন বেলডাঙায় হচ্ছে কিন্তু কালনা, কাটোয়ায় তো হচ্ছে না। এটা ভুল। এখনই হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে আগামীতে বঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

ভোটবাক্সে হিন্দু ভোট একজোট করার ক্ষেত্রে তিনি যে ইতিমধ্যেই সফল, বিগত বিধানসভা ও সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটের নিরিখেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করে মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি। আর লোকসভায় তমলুক আসনে সেটাই ৭২ শতাংশ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে জিতিয়েছি।'

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনের লড়াইয়ে মেরুকরণই একমাত্র অস্ত্র বিজেপির। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত থেকে অমিত শা'রা ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর এই দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাবরি ধ্বংসের দিন রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের কালা দিবস পালনের বিপরীতে শৌর্য দিবস পালন করে বিজেপি। শুক্রবার সেই উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে সিঁথি পর্যন্ত মিছিল করবে গেরুয়া শিবির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন রাসমণির সভা থেকে দলের সেই কমসূচির কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, '১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ হবে। ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসরে আমিও ধ্বজা নিয়ে উপস্থিত থাকব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দুত্ব ইস্যুতে শুভেন্দুকে সামনের সারিতে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি। '৭১-এ পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দিনটিকে উদযাপন করে সেনাবাহিনী ও কেন্দ্র সরকার। এবার সেই বিজয় দিবসের উদযাপনেও শামিল হওয়ার জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানান তিনি।

ফের হাজিরা এড়ালেন সুজয়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারও আদালতে সশরীরে হাজিরা দিলেন না নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। আদালতে তাঁর আইনজীবীর দাবি, অসুস্থতার কারণে সুজয়কৃষ্ণ হাজিরা দিতে পারছেন না। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সুজয়কৃষ্ণকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে সিবিআই। নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সদস্য সংগ্রহে দৌড়ঝাঁপে এগিয়ে শুধু দিলীপ

সংগঠনের ঘাটতিতে ধাক্কা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে দলের ধাঁচা ঠিকঠাক না থাকার জন্যই বিজেপির সদস্য সংগ্রহে ভাটার টান। রাজ্যের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে কেন্দ্রীয়স্তরের নেতাদের এটাই সর্বশেষ মূল্যায়ন। তবে কেন্দ্রীয় ওই পর্যবেক্ষকের মতে, সদস্য সংগ্রহে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ না হলেও মেরুকরণের কৌশলকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে '২৬-এর বিধানসভায় দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বঙ্গ বিজেপি এই মুহূর্তে কার্যত নেতৃত্বহীন। বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কার্যত বিদায়ি সভাপতি। ময়দানের রাজনীতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অর্জুনের মতো বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে মেরুকরণকেই পাখির চোখ করেছেন। সদস্যতা অভিযানে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একমাত্র দেখা যাচ্ছে দিলীপকেই। গত এক মাস ধরে দক্ষিণে কাকদ্বীপ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ অভিযান করে চলেছেন তিনি। জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মতো জেলায় সদস্য সংগ্রহের ঘাটতি মেটাতে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে দল। সদস্য করার ব্যাপারে দল তাঁকে কোনও টার্গেট না দিলেও ইতিমধ্যেই প্রায় চারশো সক্রিয় সদস্য করে ফেলেছেন দিলীপ। যদিও মূলত জেলায় জেলায় গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গতি আনাই তাঁর দায়িত্ব। সেই সূত্রেই দিলীপের অভিজ্ঞতা বলছে, ফল আশানুরূপ নয়। দলের ওপর থেকে নীচে কর্মীদের এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। দলের সংগঠন নিয়ে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহে ঘাটতি রয়েছে বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তার জন্য তিনিও মনে করেন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে দলের ধাঁচা না থাকাটাই মূল কারণ।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে পিছিয়ে থাকার অনেক কারণ। সাংসদ, বিধায়করা বলছেন একইসঙ্গে সংসদ ও বিধানসভা চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানে সেভাবে সক্রিয় হওয়া যায়নি। কেউ কেউ আবার আরজি কর আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। তবে দিলীপের মতে, ২৭ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। তখন বিধানসভা, সংসদের অধিবেশন কোথায়? আর রাজনৈতিক দলের সামনে এমন কত ইস্যু আসবে যাবে, তার জন্য সদস্য সংগ্রহ আটকাবে কেন? মুখে না বললেও, সদস্য সংগ্রহে পিছিয়ে পড়ার জন্য নেতারা যেসব কারণকে ঢাল করতে চেয়েছেন,তার সঙ্গে যে একমত নন তিনি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ।

দিলীপের মনোভাবকে সমর্থন করে দলের এক কেন্দ্রীয় নেতাও বলেন, রাজ্যে দলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব নেতা-কর্মীই তাকিয়ে আছেন আগামী দিনে রাজ্যে দলের দায়িত্ব কার ওপর বর্তায় সেই দিকে। তখন দলে তিনি আদৌ কোনও দায়িত্বে থাকবেন কি না তা যখন নিশ্চিত নয়, তখন অন্যের দায়িত্ব তিনি নেবেন কীভাবে? ফলে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই অনীহাই রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল প্রতিবন্ধক। তবে এরই সঙ্গে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে হিন্দু ভোটকে সংহত করতে পারলে সংগঠনের দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বিশেষভাবে সক্ষমদের অভিনব পারফরমেন্স। বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। -আবির চৌধুরী

রেস্তোরাঁর বকেয়া করে সুদ ও জরিমানা মকুব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ বকেয়া নিষ্পত্তি করতে জরিমানা ও সুদ মকুবের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই নিয়ে বিল পেশ করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিরোধীরা কোনও বিরোধিতায় না যাওয়ায় আলোচনার পর বিলটি পাশ হয়ে যায়।

২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিলে এই জরিমানা ও সুদ মকুব করে দেওয়া হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে।

বিলের সমর্থনে বলতে গিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, 'প্রমোদ ও বিনোদন কর নিয়ে রাজ্যের ৯০০টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে

আয়ের দিশা

- বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দিলে জরিমানা ও সুদ মকুব
- এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা
- জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে

৫৯০০টি মামলা বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইবিউনালে বকেয়া হয়ে রয়েছে। এই সুদ ও আসল মিলিয়ে রাজ্য সরকারের বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ২১.৮৬ কোটি টাকা। নতুন আইন করে জরিমানা ও সুদ ছাড় দিলে রাজ্য সরকার বিনোদন কর ও প্রমোদ কর বাবদ ১৫ কোটি টাকা এই সমস্ত হোটেল ও রেস্তোরাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।'

এই প্রসঙ্গে বলতে উঠে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'কর খেলাপিদের এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তা ভালো। এতে রাজ্যের আয় বাড়বে। কিন্তু যে সমস্ত হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সময়ে এতদিন কর মিটিয়ে এসেছে তারা আগামী দিনে কর মেটানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ কম দেখাতে পারে। কারণ, রাজ্য সরকারের এই মকুবের সিদ্ধান্তে তারা ভাবতে পারে, এখন কর না মেটালে ভবিষ্যতে সরকার ফের এই সুযোগ দেবে। তাই সম্পূর্ণ কর মকুব না করে ৫০ শতাংশ কর মকুব করা হোক।'

যদিও এই সংশোধনী গৃহীত হয়নি। বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য তা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মহাকুম্ভ দর্শনে রেলের ব্যবস্থা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার মহাকুম্ভে স্নান করতে পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাবে আইআরসিটিসি। সঙ্গে থাকবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। এজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি বিশেষ ট্রেনের। একইসঙ্গে প্রয়াগরাজে থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ 'টেন্ট'-এর।

১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) হতে চলেছে এবছরের মহাকুম্ভ। ১২ বছর অন্তর হওয়া এই মহাকুম্ভে ৫০ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রথমবার মহাকুম্ভে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে আইআরসিটিসি (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন)। হিন্দু ধর্মের ৩ তীর্থস্থান বারাণসী, কাশীনাথ ধাম ও অযোধ্যায় নিয়ে যাবে ওই ট্রেনটি। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে ওই বিশেষ ট্রেন। ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), রামপুরহাট হয়ে পরদিন বারাণসীতে যাবে ট্রেনটি। সেখানে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি ট্রেনটি যাবে প্রয়াগরাজে। সেখান থেকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হবে আইআরসিটিসির বিশেষ টেন্টে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা করানো হবে। এরপর ২২ তারিখ ট্রেনটিকে নিয়ে যাওয়া হবে অযোধ্যায়। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হবে কলকাতা স্টেশনে। মোট ৫ রাত ৬ দিনের এই প্যাকেজে স্লিপার ক্লাসের জন্য দিতে হবে ১৯,১০০ টাকা, এসি থ্রি 'টিয়ারের জন্য দিতে হবে ২৫,১০০ টাকা। যাতায়াতের সময় হোটেল বা টেন্টে থাকা ও চারবেলা খাবারের যাবতীয় ব্যবস্থাও করবে আইআরসিটিসি। ইতিমধ্যেই ট্রেনের সিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইআরসিটিসির ডিজিএম এমকে সিং। ১১ কোচের ওই ট্রেনে ৭৮০টি সিট আছে। এর মধ্যে একটি এসি কোচ ও বাকি ১০টি স্লিপার।

একইসঙ্গে এই প্রথমবার প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের থাকার জন্যও বিশেষ টেন্টের ব্যবস্থা করছে আইআরসিটিসি। তাতে ৩০০টি ডিলাক্স ও ১০০টি প্রিমিয়াম টেন্ট থাকছে। ডিলাক্স রুমে ডাবল বেডের জন্য ১২,০০০ টাকা প্রতিরাত ও প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে ১৮,০০০ টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছে। টেন্টগুলিতে অত্যাধুনিক থাকার ব্যবস্থা, বিছানা, গরম জল সবকিছুই থাকবে। সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধ নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

মাধ্যমিকের উত্তরপত্রে কাটাকুটি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রে অযথা কাটাকুটি। অথচ ১১ নম্বর পেলেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় স্থান হত নন্দীগ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পারিজাত মাইতির। সমস্ত বিষয়ে যথাযথ নম্বর পেলেও জীবন বিজ্ঞানে ৮২ নম্বর পায় সে। ওই পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, খাতার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

তার আইনজীবী বিবেকানন্দ ত্রিপাঠীর অভিযোগ, 'ওই পড়ুয়া বাকি বিষয়গুলিতে ৯০ ঊর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। অথচ জীবন বিজ্ঞানে কম। খাতার একাধিক জায়গায় পরীক্ষক কাটাকুটি করেছেন। অসুস্থ থাকার কারণে সে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে পারেনি। তারপর নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় তার আবেদন মেনে নেয়নি পর্ষদ।' বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পরীক্ষার্থীর জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সঠিকভাবে বিবেচনা করে নম্বর দেওয়া হয়নি। দুটি প্রশ্নে ৪ নম্বর না দেওয়ার অসংগতি এখনই চোখে পড়ছে।'

অবিলম্বে ওই উত্তরপত্র নতুন পরীক্ষক দিয়ে পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বিচারপতি প্রধান পরীক্ষককে নির্দেশ দেন যাতে তিনি নতুন পরীক্ষক নির্ধারণ করেন। তারপরই বিচারপতি পর্ষদের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিচারকের কাছে আর্জি পার্থর

'জামিন দিন, আমি তো কিছুই করিনি'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতে হাতজোড় করে বিচারকের কাছে আর্জি জানালেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিচার ভবনে তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির করে সিবিআই। তখনই বিচারকের উদ্দেশে তিনি বলেন,'আমাকে বাঁচান। আমাকে জামিন দিন। এভাবে কত আটকে থাকব। এখনও ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না। আমি তো কিছুই করিনি। যা করেছে বোর্ড করেছে।' জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। তাঁর আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচার ভবনের একনম্বর এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী অন্য এজলাসে শুনানির আর্জি জানালে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'আপনি এজলাস নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কোন আদালতে মামলা থাকবে সেটা কি আপনি ঠিক করবেন? শুধু শুধু আদালতের সময় নষ্ট করছেন কেন?' তারপর ওই এজলাসে মামলাটি চলাকালীনই ভার্চুয়ালি জামিনের আর্জি জানাতে থাকেন পার্থ।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫ জনের নিয়োগ মামলায় জামিনের শুনানি শুরু হয়। তাঁদের আইনজীবীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন অভিযুক্তরা জেলে রয়েছেন। অথচ এখনও বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এরা সকলেই যেহেতু সরকারি আধিকারিক তাই ট্রায়াল শুরুর জন্য সরকারের অনুমোদন দরকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিবিআই সেই অনুমোদন পায়নি।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই যুক্তিতেই মন্তব্য করেন, 'অনুমোদন না পেলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়া তো সম্ভব নয়।' পার্থ চট্টোপাধ্যয় এবং শান্তিপ্রসাদ সিনহার পক্ষের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় আদালতে বলেন, 'পার্থর ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। তাই বিচারপ্রক্রিয়া কবে শুরু হবে তা এখনও ঠিক নেই। অভিযুক্তরা সকলেই প্রবীণ নাগরিক। তদন্ত ধীরগতিতে চলছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের ট্রায়ালের অনুমতি সরাসরি হাইকোর্ট দিতে পারে না বা সরকারকেও অনুমতি দেওয়ার কথা বলতে পারে না।' তখন বিচারপতি বলেন, 'সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারে।' সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়ও তদন্তের ধীরগতির বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মহুয়ার নামে নালিশ ৬ বিধায়কের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ থাকলে তা যেন সরাসরি তাঁকে জানানো হয়। এরপরই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিলেন দলেরই তাঁর সাংগঠনিক জেলার ৫ বিধায়ক।

একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার করিমপুরের বিধায়কও এই চিঠিতে সই করেছেন। মহুয়া মৈত্রের নেতৃত্বে সাংগঠনিক কাজকর্ম করা যে সম্ভব নয়, তা তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মহুয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সদ্য জামিনপ্রাপ্ত পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান প্রমুখ। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে দলের নেতাদের কাছে তাঁরা অভিযোগ

জানাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। তখনই মমতা তাঁদের লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেন। এরপর বৃহস্পতিবারই তাঁরা সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে এই নিয়ে মহুয়া মৈত্রকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপেরও জবাব দেননি।

কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ে ৭টি বিধানসভাকেন্দ্র। এছাড়াও মহুয়ার প্রাক্তন বিধানসভাকেন্দ্র করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ও এই চিঠিতে সই করেছেন। যদিও করিমপুর মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে না। মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে কৃষ্ণনগর উত্তর ও তেহট্ট। সেখানকার বিধায়ক মুকুল রায় ও তাপস সাহা অবশ্য চিঠিতে সই করেননি। যদিও মুকুলবাবু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন। তবে তাপস সাহা এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এই ৬ বিধায়কের অভিযোগ, তিনি বিধায়কদের এড়িয়ে ৩টি ব্লক সভাপতি সহ ১১৬ জন বুথ সভাপতি ও ১৬ জন অঞ্চল সভাপতিকে বদলি করে দিয়েছেন। তাঁর এলাকার বাইরেও মহুয়া যাতায়াত করছেন। তার ফলে ওই এলাকায় দলীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাইয়ে দেবেন বলেও মহুয়া প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বলে ওই বিধায়কদের অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রুকবানুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন ব্লক সভাপতি জেবের শেখ। তিনি মহুয়ার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলনেত্রী বিধানসভা ও লোকসভার অধিবেশন শেষ হলে এই নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে ওই বিধায়কদের আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৩ বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতের পরিবার। ২০০১ সালের ১৭ জুন ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় হাওড়ার কাশীনাথ দলুইয়ের। তারপর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের ক্ষতিপূরণের দাবি সংক্রান্ত ট্রাইবিউনালে আবেদন করার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। মৃত বৃদ্ধের স্ত্রীর আবেদন যথাযথ না হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণের আর্জি খারিজ করে ট্রাইবিউনাল। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিবার। বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল ট্রাইবিউনালের নির্দেশ খারিজ করে ওই পরিবারকে সুদ সহ ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিলেন।

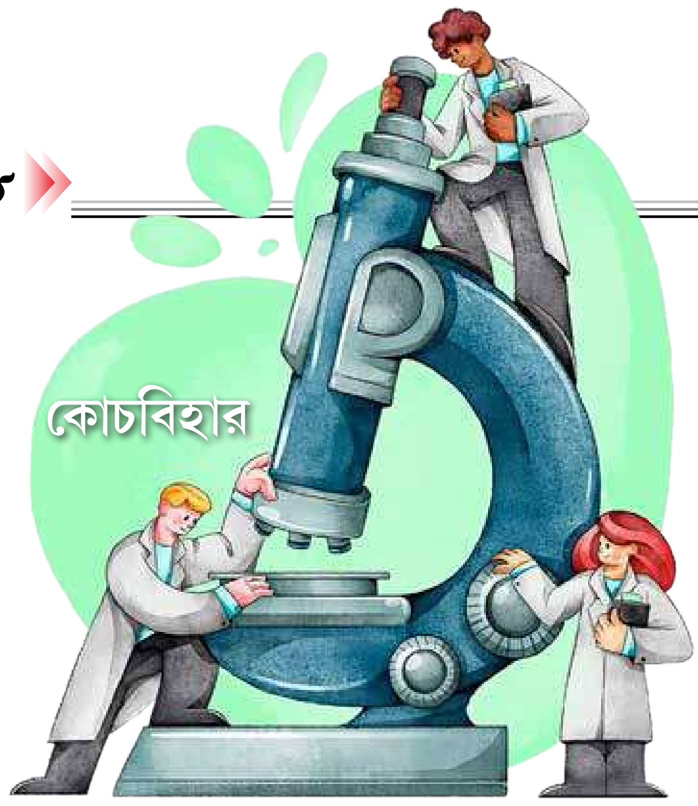

পঠনপাঠনের অন্যতম অংশ, ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক। বায়োলজি, ফিজিক্স কিংবা কেমিস্ট্রি থেকে ভূগোল- কোনও বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে সেখানে হাতেকলমে কাজ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, এখন প্র্যাকটিকাল ক্লাসে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের নিয়মিত উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এর নেপথ্যে নাকি রয়েছে বিনা বা কম পরিশ্রমে কোনও বিষয়ের প্র্যাকটিকাল বিভাগে ঢালাও নম্বর পেয়ে যাওয়া। এই ইস্যুতেই প্রশ্ন উঠছে কোচবিহার জেলার বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো নিয়ে। খোঁজ নিলেন শিবশংকর সূত্রধর

ল্যাব কথা

জেনকিন্স স্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : সাতটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার, এটিএল, আইসিটি)
যা আছে : স্পেকট্রোমিটার, টেলিস্কোপ, ডিস্কোমিটার, মাইক্রোস্কোপ সহ কয়েকশো যন্ত্রপাতি।
যা প্রয়োজন : ল্যাবরেটরি বিভাগের ঘরগুলোর অবস্থা ভালো নয়। দেওয়াল ভেদ করে গাছের শিকড় ঘরে ঢুকে পড়েছে। ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করতে হবে।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)
যা আছে : মাইক্রোস্কোপ, পিএইচ মিটার, ডিজিটাল উইং ব্যালান্স, ব্যুরেট পিপেট, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, অর্গ্যানিক স্যাম্পেল সহ শতাধিক যন্ত্রপাতি।
যা প্রয়োজন : পড়ুয়া অনেক থাকলেও মাইক্রোস্কোপের সংখ্যা মাত্র একটি। আরও দরকার। কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে গ্যাসের সংযোগ দরকার। বিভিন্ন কেমিক্যাল, অপটিক্যাল বেঞ্চ, মিটার ব্রিজ বেঞ্চ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার প্রয়োজন। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

মহারানি ইন্দিরাদেবী গার্লস হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)
যা আছে : মাইক্রোস্কোপ, ব্যারোমিটার, গ্লোব, হাইড্রোমিটার, ম্যাপ, কম্পিউটার সহ শতাধিক যন্ত্রপাতি।
যা প্রয়োজন : এসি পাওয়ার সাপ্লাই, লেন্স, স্টিল ওয়্যার, ইলেক্ট্রিক কেটলি প্রয়োজন। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার, ফিজিক্যাল এডুকেশন)
যা আছে : ব্যারোমিটার, গ্লোব, থার্মোমিটার, হাইড্রোমিটার, মাইক্রোস্কোপ সহ কয়েকশো যন্ত্রপাতি।
যা প্রয়োজন : রিএজেন্ট প্রয়োজন। তাছাড়া যন্ত্রপাতি প্রায় সবই রয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলির বদলে নতুন আনতে হবে। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার এবং আইসিটি)
যা আছে : মাইক্রোস্কোপ সহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। তবে প্রায় সবই পুরোনো।
যা প্রয়োজন : কম্পিউটার, আধুনিক যন্ত্রপাতি। ল্যাবরেটরির ঘরগুলি সংস্কার করতে হবে।

দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : চারটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, কম্পিউটার)
যা আছে : মাইক্রোস্কোপ সহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি।
যা প্রয়োজন : ভূগোল বিষয়টি পড়ানো হলেও সেজন্য আলাদা ল্যাবরেটরি নেই। ভূগোলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি প্রয়োজন। নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রায় সব যন্ত্রপাতিই দরকার।

তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল

মোট ল্যাব : পাঁচটি (ফিজিক্স, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)
যা আছে : মিটার ব্রিজ বেঞ্চ, অপটিক্যাল বেঞ্চ, মাইক্রোস্কোপ, কম্পিউটার। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র বায়োলজি ও ফিজিক্স ল্যাবরেটরির জন্য কয়েকটি যন্ত্র কিনে দিয়েছেন। ফলে সমস্যা কিছুটা মিটেছে।
যা প্রয়োজন : গ্যাস বার্নার, বিভিন্ন কেমিক্যাল পদার্থ, ল্যাবরেটরিতে জলের সংযোগ। ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ দরকার।

ছবি : জয়দেব দাস

আলো ঝলমলে নবীনবরণ

দামিনী সাহা

প্রতিটি মানুষের জীবনে স্কুল আর কলেজের জন্য একটি বিশেষ জায়গা থাকে। পড়াশোনা এবং আরও নানা ব্যস্ততার মাঝে ওইসময়ের রঙিন মুহূর্তের জন্য কমবেশি অপেক্ষা করে প্রত্যেকে। স্কুলের কমফোর্ট জোন ছেড়ে এসে কলেজ জীবন ঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় কাজ করে মনে। এবছর সেই নবাগতদের স্বাগত জানাতে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রদীপ জ্বালিয়ে হয় অনুষ্ঠানের সূচনা। তারপর নাচ, গান এবং আরও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। নতুনদের মধ্যে সৌপ্তিক রায়, শ্রেয়া ঘোষরা বললেন, 'এত সুন্দর আয়োজন দেখে আমরা মুগ্ধ। এমন অভ্যর্থনা মন ছুঁয়ে গিয়েছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ রায় অসুস্থ থাকায় আপাতত দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন কুমার বাসমেট। তিনি নবাগতদের উদ্দেশে বলেন, 'এই কলেজ আপনাদের জ্ঞান এবং মানসিক বিকাশের ক্ষেত্র। আমরা আশা করি, আপনারা এখানে নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করবেন এবং আমাদের গর্বিত করবেন।' বড়দের পাশাপাশি নবীনরাও গান, আবৃত্তি এবং একক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। নবীনবরণ পর্বের দ্বিতীয় দিন ছিল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলিপুরদুয়ারের অন্য কলেজের পড়ুয়ারাও শামিল হয়েছিলেন সেখানে। মঞ্চ মাতিয়েছে জনপ্রিয় ব্যান্ড।

ভূগোল বিভাগের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়া সৌরজিৎ ঘোষের কথায়, 'কলেজ জীবনের প্রথম অনুষ্ঠানে এত মজা হবে, ভাবিনি। সিনিয়াররা সত্যিই ভীষণ স্নেহ করেন। সবদিক থেকে তাঁদের সহযোগিতা পাচ্ছি।' আরেক নবাগত অস্মিতা ভট্টাচার্য জানালেন, তিনি নাচতে ভালোবাসেন। এবার সম্ভব না হলেও আগামীদিনে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

নবীনবরণ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, নতুন এবং পুরাতনদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির প্রথম পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বড়দের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ আর নবীনদের উৎসাহ মিলিয়ে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। দু'দিনের অনুষ্ঠানে হইহুল্লোড়, হাসিঠাট্টা সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জঙ্গল-নদীর মাঝে ক্লাস

সুভাষ বর্মন

এর আগে কখনও খোলা আকাশের নীচে কিংবা নদীর পাশে জঙ্গলের মাঝে বসে ক্লাস করার অভিজ্ঞতা হয়নি চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া বৃষ্টি সরকার কিংবা সায়ন বর্মনের। শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মরিচঝাঁপি প্রাইমারি স্কুলের কচিকাঁচাদের। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এই বিদ্যালয়ের চারপাশে কৃষিজমি। কিছুটা দূরে শিলতোর্ষা নদী। খরস্রোতা সেই নদীকেও খুব একটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি রমা রায়, রায়না মুন্ডা, কৌস্তভ দাসদের। অবশেষে তাদের সেই আক্ষেপ দূর হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ১১০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিক্ষামূলক ভ্রমণে। মরিচঝাঁপি গ্রামের পাশে দক্ষিণদিকে কোচবিহারের চিলিল্যান্ড ফরেস্ট। সেখানে শিক্ষকরা নানা প্রজাতির গাছপালা চিনিয়ে দেন খুদেদের। বুঝিয়েছেন বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব। পাশেই শিলতোর্ষা। শুখা মরশুমে নদীতে জল কম। নদীর গতিপথ, ভূমিক্ষয় সম্পর্কে পাশে বসেই ক্লাস নিলেন মনোরঞ্জন মোহন্ত, রুমা দাস, সুপ্রিয়া মণ্ডলরা। প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, 'সারাবছর তো চার দেওয়ালের মধ্যে বসে ক্লাস করে পড়ুয়ারা। বছরে একটা দিন পরিবেশের মাঝে পড়াশোনা করল। জানতে পারল নদী আর বনাঞ্চল সম্পর্কে। এতে একঘেয়েমিও দূর হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভীষণ উৎসাহী ছিল এই দিনটির জন্য।'

স্যরদের উদ্যোগে খুশি পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া বীথি বাওয়ালি, আদিত্য বর্মন। আদিত্য বলছিল, 'বইয়ের পাতায় নদী এবং জঙ্গল নিয়ে যা পড়েছি, স্যর-ম্যামরা সেগুলো আবার বুঝিয়ে দিলেন। কাছ থেকে সবকিছু দেখে শেখার অভিজ্ঞতা হল।'

শিলিগুড়ি সেবক রোডের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল 'গ্র্যান্ড পেরেন্টস ডে'। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়াদের দাদু-দিদা, ঠাকুমা-ঠাকুরদাদের। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি গ্রিটিংস কার্ড ও গোলাপ ফুল দেওয়া হয় তাঁদের। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ মণীশকুমার যাদব। ছিলেন প্রধান সমন্বায়ক সৌমেন সিংহ রায় সহ অন্যরা। মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে খুদেরা। ওরা নজর কেড়েছে যেমন খুশি সেজে।

রোদ-বৃষ্টির গল্পেরা এলোমেলো

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

অডিটোরিয়ামের আলোর ঝলকানি তখন অনেকটা কমে এসেছে। পার্টি সং-এ নাচাগানার পর্ব শেষ। স্টেজে এখন মৃদু আলো। অভি আর বাবলির ডুয়েটে গোটা মহল শুধু ভেসে যাচ্ছে, 'আভি না যাও ছোড় কার, কে দিল আভি ভরা নেহি'র সুরে। হ্যাঁ, ওদের আজ ফেয়ারওয়েল। দেখতে দেখতে ব্যাচেলার-মাস্টার্স মিলিয়ে পাঁচ বছর কেটে গেল। কোণের দিকে একটা সিটে বসেছিল কুর্চি। চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। শাওনকে কত করে বলেছিল, আজ প্রোগ্রামে 'ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস' গানটা গাইতে। নাছোড়বান্দা শাওনের জেদ, বেলাফ্রোন্টের জামেইকা ফেয়ারওয়েলই গাইবে সে। এনিয়ে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়েছে ওদের মধ্যে। মনটা খুব ভার হয়ে আছে তাই কুর্চির। কিন্তু কী হবে এত ভেবে? এমন ঝগড়া করার সুযোগ হয়তো আর আসবে না। শাওন তো চলে যাচ্ছে সান ফ্রান্সিসকোয় প্লেসমেন্ট নিয়ে।

কলেজের এই গল্পগুলো গানের স্কেলের মতো ওঠানামা করে। কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ। কারও জমে ক্ষীর হলেও, কারও দুধ কেটে ছানা হয়ে যায়। এই তো সেদিন ইউনিভার্সিটির ফুটবল মাঠে যখন গিটার নিয়ে শাওন বব ডিলান গাইছিল, পাশে মোটামুটি সবাই বেজার মুখ করে থাকলেও দেখাতে হবে, ইংরেজি গান ভালো লাগছে। তখন কুর্চিই তো গিয়ে বলল, 'এসব ছাড়ো ভাই। সুমন আসে?' তখন থেকে আলাপ ওদের।

এ তো গেল একরকম। তারপর তো কলেজে গিয়েই শেখা সেসব 'টার্ম'- সিচুয়েশনশিপ, ডাবল ডেটিং, ঘোস্টিং ব্লা ব্লা ব্লা...

দু'বছর আগের কথা। গ্র্যাজুয়েশনের শেষের দিক। লাবণ্যকে দেখে ব্যাচের সবাই বুঝত, ওর নির্ঘাত কিছু চলছে। জিজ্ঞেস করলে, একটাই উত্তর। ভাই আমি সিঙ্গল। ওদিকে অমিতকে একটু বেশি ঘাঁটালে, রগচটা অ্যাটিটিউড, 'স্ট্যাটাস মেইনটেনের জন্য ওসব একটু-আধটু করতে হয়। এসব এত সিরিয়াসলি কে নেয় ভাই? জাস্ট এ সিচুয়েশনশিপ। ওয়ার্ক করলে এগোবে, না হলে নয়। নো ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট।' এখনও ওরা একইরকম। তবে খুব ভালো বন্ধু। দিনের শেষে ওটাই তো দরকার। এমন একটা মানুষ যে জাজমেন্টাল না হয়ে আমাদের কথাগুলো শুনবে।

আজকে আরও একজনকে খুব মিস করছে কুর্চি। নিষাদের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু বাড়ির চাপ। বাবা বলেছিলেন, পিওর সায়েন্সে এত ভালো রেজাল্ট করে মেয়ে শেষে সিনেমা বানাবে! হ্যাঁ, ফিল্ম স্টাডিজ পড়তে কলকাতা বা পুনে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল ওর। অগত্যা তিন বছর মুখ বুঝে সহ্য করতে করতে হয়তো কিছুটা ভালোবাসতে বাধ্যই হয়েছিল কেমিস্ট্রিকে। তারপর এমএসসিতে ভর্তি হল কোমল। অবাঙালি ছেলে। হ্যান্ডসাম চেহারা।
নিষাদের সঙ্গে খুব ভাব হল। সে বলত, 'কোমলই একমাত্র আমায় বোঝে।' এত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটা শক্ত খুঁটি পেয়েছিল যেন নিষাদ।
ঠিক পাঁচ মাস পরের একটা সন্ধে। অডিটোরিয়াম হলের পেছন দিকটা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। কেউ যায় না। নিষাদও হঠাৎ গিয়েছিল। দেখল, কোমলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে অন্য একটা মেয়ে। কোমল আবার সাফাইও দিয়েছিল, 'আরে আজকাল তো এসব একটু আধটু হয়ে থাকে। সত্যি বলতে এখানে এসে খুব বোরিং লাগত। আমি তোকে সবটা জানিয়ে দিতাম। জাস্ট সুযোগ হয়ে উঠছিল না। আর সোনিকা সারপ্রাইজ দিতে এভাবে ক্যাম্পাসে চলে আসবে, সেটা ভাবিনি। দ্যাখ, তোর আমার মধ্যে যা কিছু হয়েছে, সেগুলো ক্যাজুয়ালি নেওয়াই ভালো।'
পরেরদিন কুয়াশামাখা সেই ভোরে গার্লস হস্টেলের ছাদের রেলিঙের ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল নিষাদ। ভাবল তুচ্ছ-হীন-নগণ্য একটা মানুষের জন্য এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেবে না সে কিছুতেই। এই ঘটনা নিষাদের জেদকে যেন তীব্রতর করে তুলল। সারারাত ছাদের ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত চেপে সেদিন ও একটা কথাই ভেবেছিল। ওর জীবনের গল্পটাই হবে ওর প্রথম সিনেমা। দুবছরে বেশ ওর কয়েকটা শর্ট ফিল্ম জায়গায় করে নিয়েছে শহরের বেশ কয়েকটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। আজও একটা মুভি স্ক্রিনিং আছে ওর। আজ ওর বাবা-মাও সেখানে গিয়েছে। ফেয়ারওয়েলে কোমলের সঙ্গে এসেছে সোনিকা। পাশাপাশি বসে হাসি-খুনশুটি চলছে। ও কি জানে এসব? আর যে প্রেমগুলো একটু ভিন্ন। মানে আমাদের সমাজের কাছে তথাকথিত 'ভিন্ন'। ফেয়ারওয়েলে একটু আগেই সবাই হাঁ করে ওদের ড্রাম আর বিট বক্সিং-এর যুগলবন্দি শুনছিল। আয়ুষ্মান-জীতেন্দ্র। প্রথম থেকেই খুব মিল ওদের। বছর দুয়েক পর সম্পর্কের গুরুত্বটা উপলব্ধি করেছে দুজনেই। সঙ্গে নিজেদের পরিচয়টাও। জানি না এরপর কী? বাড়ির মত তো কোনওদিনই ছিল না। তবে বন্ধুবান্ধব ও টিচারদের ষোলোআনা সাপোর্ট পেয়েছে দুজনে।

আর এক বেচারি একটা মেয়ে, স্বভাবের মতো নামটাও মিষ্টি, ভালো নাম ভারতী। একটা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ওকে প্রতিশ্রুতিও দিল প্রিয়া। হঠাৎ ফাইনাল সেমের আগে একটা ছেলে জুটিয়ে সে মিষ্টিকে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি রে। আই অ্যাম নট দ্যাট টাইপ'।

তারপর ডক্টরেট করতে করতে যে মেয়েটা ১০ বছরের ছোট একটা ছেলের প্রেমে পড়ল। যাদের দেখে প্রথমে সবাই বলেছিল, মেন্টালিটি ম্যাচ করবে তো? এখন ওরা বেঙ্গালুরুতে চুটিয়ে সংসার করছে। আর মাস্টার্সের একটা মেয়ের প্রেমে পড়লেন যে ইংরেজির প্রফেসর, কলেজের সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ ফ্যাকাল্টিরাই তাঁকে একঘরে করে দিলেন। আরও কত স্মৃতি... চারণ করতে গেলে রাত কাবার হয়।

হঠাৎ হাততালির শব্দে হুঁশ ফিরল। অভি-বাবলির গানের পর্ব শেষ। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছে কুর্চি, ওর খেয়াল নেই। স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকা ওই জুটিটা দেখে একমুহূর্তের জন্য কান্না চেপে রাখতে পারেনি সে। কুর্চির খুব কাছের বন্ধু দুজন। হলের মধ্যেই চিৎকার করে বলল, 'ভেরি ওয়েল ডান। খুব ভালো থাক তোরা।' মনে মনে বলল, ভালো থাকুক সবাই সবার মতো করে। শাওন-ও।

নতুনের জবানবন্দি

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা ছাপা হবে ক্যাম্পাসের পাতায়।

আত্মরক্ষার পাঠ *সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের অধীনে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ। কোচবিহার জেলার ধলডাবরি হাইস্কুলের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা এতে অংশ নিয়েছিল। সপ্তাহে তিনদিন করে মোট ২০টি ক্লাস হয়েছে। তথ্য ও ছবি : গৌতম দাস*

শীতের মিঠে রোদে রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে।
ছবি : জয়দেব দাস

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ C

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৯
ও নেগেটিভ	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৬
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

রাজবাড়ির মাঠে চলছে লেপ তৈরির কাজ। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহারে লেপের কাজে সাত পরিবার

অপেক্ষায় তৃতীয় প্রজন্ম

শীত পড়লেও সেই ডাক আর আসে না। তাই তাঁদের শবরীর মতো প্রতীক্ষা চলে। তবু প্রতীক্ষা শেষ হয় না। কারণ কোচবিহারে সেই শীতটাই তো আর পড়ে না। এই অবস্থায় কেমন আছে ধুনকরদের সাত পরিবার, আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জীবহত্যা করতে ভালো লাগত না। মনটাও কেমন খারাপ হয়ে যেত আর সঙ্গে শরীরটাও। হঠাৎই একদিন বাবা মোরহা মিয়াঁর মাংসের ব্যবসা ছেড়ে নসরুদ্দিন মিয়াঁ হাতে তুলে নিলেন তাঁদের জাত ব্যবসার যন্তর - দিস্তা আর পিঞ্জন। 'সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা লেপতোশক বানিয়ে আসছি।' তোশকের মধ্যে সুচ-সুতো দিয়ে সেলাই করতে করতে বললেন মহম্মদ মমতাজ। সেই কোন যুগে বিহার থেকে রাজার শহরে এসেছিল দাদুরা। তারপর থেকে তিন পুরুষ ধরে তারা কোচবিহারেই রয়ে গিয়েছেন।

অন্য কোনও কাজ আর জানা নেই, তাই ধুনকরের পেশাতেই রয়ে গিয়েছেন তাঁরা। বললেন বছর ৫৩-র মমতাজ। যদিও এখন আর আগের মতো আয় হয় না। কারণ কোচবিহারে সেই শীতটাই তো আর পড়ে না। এছাড়াও বাজারে নানা ধরনের কম্বল এসে যাওয়ায় লেপের কদর একদম নেই বললেই চলে। তাই আগে যেমন শীত পড়লেই ডাক পড়ত তাদের, এখন সেই ডাক আর আসে না। তবুও কোচবিহারে রয়ে গিয়েছে সাতটি ধুনকর পরিবার। কলাবাগান, পুলিশ লাইন, রেল গুমটি, কসাইপট্টি, কবিরাজ বাগান মিলিয়ে মাত্র ১৮ জন ধুনকর পাকাপাকিভাবে থাকেন কোচবিহারে। আর শীত পড়লেই বিহার থেকে বেশ কিছু পরিযায়ী ধুনকরের দেখা মেলে। আগে তাদের সংখ্যা বেশি থাকলেও বর্তমানে ৩০ থেকে ৩৫ জন ধুনকর কোচবিহারে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

শীত পড়লে আগে ধুনকরদের সেই টুং টুং শব্দ শোনা যেত। লেপকম্বল বানাতে হলে বাড়ির সামনে পাটি বা প্লাস্টিক পেতে তাতে নতুন বা পুরোনো তুলো হাত দিয়ে ধোনা হত। তারপর সেই তুলো চালান হয়ে যেত লাল টুকটুকে লেপের শালুকাপড়ের পেটে।

মেশিনে তুলোধোনা। নৃপেন্দ্রনারায়ণ রোডে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

আজকাল বাড়িতে আর তেমনভাবে লেপ বানাতে দেখা যায় না। তুলো ধোনার মেশিন চলে আসায় একদিক থেকে যেমন সময় এবং কায়িক শ্রম কমেছে, তেমনি তুলোধোনাও হয়ে যাচ্ছে খুব অল্প সময়ে। ধুনকররা তাই নিজেদের কারখানাতেই তোশক বানিয়ে দিয়ে আসছেন মানুষের বাড়িতে।

একেকটা তোশক বানাতে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পাওয়া যায়। শীতকালে তোশক, বালিশ বানিয়ে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা টেকে তাদের। কিন্তু অফ সিজনে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাইতো পরবর্তী প্রজন্মের এই পেশায় খুব একটা মন নেই। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ধুনকর পরিবার এই পেশায় থাকলেও পাশাপাশি নানা ধরনের ব্যবসা শুরু করেছেন।

আজকাল বাজারে ৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে নানা ধরনের কম্বল পাওয়া যাচ্ছে। যা ধনী-গরিব সকলেরই ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। তাই আজকাল লেপের কদর প্রায় নেই বললেই চলে। তোষক আর বালিশ দিয়েই বেশিরভাগ ব্যবসাটা হচ্ছে আজকাল। গল্প করতে করতে একটা অদ্ভুত কথা বললেন মোহাম্মদ সানিফ। হাত দিয়ে দেখালেন দোকানের উলটোদিকে প্রচুর পুরোনো লেপের স্তূপ। বললেন, 'অনেক মানুষ আসেন দোকানে, আমাদের তাঁদের পুরোনো লেপ দিয়ে চলে যান। পুরোনো লেপগুলো আমরা ওখানে ফেলে দিই। হয়তো লেপগুলো নিজের হাতে ফেলতে পারেন না, তাই আমাদের দোকানে দিয়ে যান। কেউ আবার পুরোনো লেপ দিয়ে নতুন লেপের অর্ডার দিয়ে যান। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেগুলো আর নিতে আসেন না। তাদের নম্বরও জানি না, বাড়ির ঠিকানাও জানি না। ওই যে অর্ডারি লেপটা এখনও রাখা আছে।' হাতের ইশারায় দেখালেন সানিফ। আমরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের পরের প্রজন্ম আদৌ এই পেশায় আসবে কি না তা সত্যিই জানেন না সানিফ, সিরাজুল, আলতাফ, রফিকরা।

সংখ্যাগুরু পরিযায়ী

- সেই কোন যুগে রাজার শহরে এসেছিলেন মহম্মদ মমতাজের দাদুরা
- বিহার থেকে এসে সাতটি ধুনকর পরিবার কোচবিহারেই রয়ে গিয়েছে
- তাঁরা থাকেন কলা বাগান, পুলিশ লাইন, রেলগুমটি, কসাইপট্টি, কবিরাজ বাগানে
- সব মিলিয়ে শহরে মাত্র ১৮ জন ধুনকর পাকাপাকিভাবে থাকেন কোচবিহারে
- মরশুমে সাইকেল নিয়ে ৩০ থেকে ৩৫ জন পরিযায়ী ধুনকরের দেখা মেলে

আবর্জনার দুর্গন্ধে বিপাকে স্কুল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : দিনহাটা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে এবং স্কুলের পাশে জমে থাকছে আবর্জনা। কখনও তা সাতদিন ধরে পড়ে থাকছে আবার কখনও দশদিন। এতে সমস্যা হচ্ছে। শহরের বাসিন্দা তথা স্কুলের অভিভাবক স্বপন দে'র কথায়, 'স্কুলের পাশে এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকাটা একেবারে ঠিক নয়। তেমনি এরফলে শহরে দূষণের আশঙ্কাও থেকে যায়। এবিষয়ে পুরসভাকে দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুল শিক্ষকের কথায়, কখনো-কখনো আবর্জনার দুর্গন্ধ স্কুলের সীমানা পার হয়ে শ্রেণিকক্ষেও চলে আসে। তাই এবিষয়গুলি প্রশাসনের ভাবা উচিত।

গত সেপ্টেম্বর মাসে দিনহাটা পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে শহরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যে ছিল গৃহস্থালির আবর্জনা পৃথকীকরণ করে না রাখলে ২০০ টাকা ফাইন এবং রাস্তাঘাট ও খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেললে ১০০ টাকা ফাইন।

এই সিদ্ধান্ত নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। তবে বাস্তবে সেই ফাইন এখনও পর্যন্ত কার্যকরই হয়নি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার নজরদারিতে বাড়ি বাড়ি নিয়মিত পৃথক করা বর্জ্য সংগ্রহ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা নিয়মিত সরানো হচ্ছে না। যাঁরা নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাস্তায় আবর্জনা ফেলছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে না পুরসভাকে। স্বাভাবিকভাবেই শহরের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে পুরসভার সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দিনহাটা পুরসভার গোপালনগর স্কুল সংলগ্ন মোড়, স্টেশন চৌপথি, ঝুড়িপাড়া সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে গেলেই দেখা যাবে, রাস্তার ধারে দিনের পর দিন পড়ে থাকছে আবর্জনা। কখনও সেই আবর্জনা বুজিয়ে দিচ্ছে শহরের নিকাশিনালাকেও। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে পুরসভা ফাইন নিয়ে যে নিয়ম করেছে তা কি কেবল লোকদেখানো।

পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীর কথায়, 'খুব শীঘ্রই ফাইন কার্যকর করা হবে। আমরা সাফাইকর্মীদের বলেছি তারা যেন ছয়দিন নিয়মিত শহরের মেইন রোডগুলি পরিষ্কার করে। তেমনিভাবে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন মেইন রোড সংলগ্ন পকেট রোডগুলিতেও তাদের সাফাই কাজ চলে। তারা ইতিমধ্যে রাজিও হয়েছে, আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

স্কুলে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষেই আবর্জনার স্তূপ।

কী পরিস্থিতি

- দিনহাটা পুরসভার গোপালনগর স্কুল মোড়, স্টেশন চৌপথি, ঝুড়িপাড়ায় জঞ্জাল জমছে
- ওইসব রাস্তা দিয়ে গেলেই দেখা যাবে রাস্তার ধারে দিনের পর দিন পড়ে থাকছে আবর্জনা
- কখনও সেই আবর্জনা ছড়িয়ে গিয়ে বুজিয়ে দিচ্ছে শহরের নিকাশিনালাকেও

সন্ন্যাসীর মুক্তি চেয়ে মিছিল তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জে মিছিল করল হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ। এদিন শহরের ধরের মোড় থেকে মিছিলটি শুরু করে রানিরহাট বাজার হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে শামিল হন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি মিঠুন সাহা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বক্সিরহাট শাখার সম্পাদক সুব্রত সরকার সহ অনেকেই। মিঠুন জানান, বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দু সনাতনীদের সুরক্ষা নিশ্চিত না করলে সারা ভারতবর্ষে সনাতনী হিন্দুরা একত্রিত হয়ে এই লড়াই চালিয়ে যাব।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের টার্গেট করে হিংসার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের হিন্দু সংগঠনগুলি গত কয়েকদিন থেকে নানা কর্মসূচি নিয়ে পথে নেমেছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিও এ নিয়ে সরব হয়েছে।

বেড়া দিয়ে নদীতে চাষ, চুপ প্রশাসন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে শহরের লাইফলাইন বলে পরিচিত সুটুঙ্গা নদী। প্রশাসন এবং পুরসভার নজরদারির অভাবে শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ছটপুজোর ঘাটের কাছে নদীবক্ষ দখল করে ধান চাষের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নদীর ওই অংশ বেড়া দিয়ে ঘিরে নদীবক্ষে রোয়া বপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি বছরই প্রকাশ্যে নদীবক্ষ দখল করে চাষাবাদ প্রক্রিয়া চললেও উদাসীন প্রশাসন এবং পুরসভা।

পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, নদীতে চাষাবাদের ফলে একদিকে যেমন নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয় পাশাপাশি চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক সরাসরি নদীর জলে মিশে নদীর বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হতে বাধ্য। প্রশাসন এবং পুরসভার উচিত অবিলম্বে নদীবক্ষে বেআইনি চাষাবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন (জিকো)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'আমাদের সংগঠন বিষয়টি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীতে বেআইনি চাষাবাদ নিয়েও একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরের ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ফের আন্দোলনে নামা হবে।'

নিজের ওয়ার্ডে এভাবে প্রকাশ্যে নদীবক্ষে চাষাবাদের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মাথাভাঙ্গা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর সরকার। তিনি বলেন, 'গত বছরও বিষয়টি আমার নজরে আসায় আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদীবক্ষে চাষাবাদের বিরোধিতা করেছি। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অবিলম্বে ওই স্থান পরিদর্শন করে যিনি বেআইনিভাবে এই চাষাবাদ করছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।' সেচ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরও এর দায় অস্বীকার করতে পারে না বলেও কাউন্সিলার মন্তব্য করেন।

সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে কিন্তু এটা দেখার দায়িত্ব ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের। আমাদের দায়িত্ব বাঁধ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।'

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (এফইও) অঙ্কিত শর্মার বক্তব্যও একই। তিনি বলেন, 'নদীবক্ষে চাষাবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের।' মাথাভাঙ্গা মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ডিডিও অসিত মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মাথাভাঙ্গা শহরে সুটুঙ্গা নদীবক্ষে বেড়া দিয়ে প্রকাশ্যে চাষাবাদ।

নতুন বছরেই জলপ্রকল্প

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : নতুন বছরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আম্রুত-২ প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের কাজ। দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী এমনটাই জানালেন। এই প্রকল্পের আওতায় দিনহাটা শহরজুড়ে ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন পাইপলাইন বসানো হবে। সেই সঙ্গে চারটি নতুন বোরিং ও পাম্পহাউস তৈরি করা হবে। যার ফলে জলের গতি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্যা রয়েছে তা পুরোপুরি মিটে যাবে।

গৌরীশংকরের কথায়, 'টেন্ডার প্রক্রিয়ার সমস্ত কাজ শেষ। আগামি সাতদিনের মধ্যে অর্থবরাদ্দ হয়ে যাবে। এই অর্থবরাদ্দ হয়ে গেলেই যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।' এর জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আর এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জলের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে আশাবাদী পুরসভা।

বর্তমান দিনহাটা পুরসভা এলাকার ১২,৬০০টি হাউস হোল্ডিং রয়েছে। তার মধ্যে ৩৬০০টি বাড়িতেই পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। বাকি প্রায় ৯ হাজার বাড়িতে সংযোগ না থাকার কারণই হল জল সরবরাহে পরিকাঠামোগত সমস্যা।

রবীন্দ্র ভবন মঞ্চের সংস্কার ঘিরে ক্ষোভ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : খোলনলচে বদলে নতুনভাবে উদ্বোধন হয়েছিল কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনের। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবারও সংস্কার করা হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে ভবনটির কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠান চলাকালীন মঞ্চের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন একজন। ঘটনার খবর প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। খবর হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। তবে উৎসবের ভরা মরশুমে ভবনটির কাজ শুরু হওয়ায় চিন্তায় নাট্যদলগুলি। বছরখানেক আগেই কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ভবনটির সংস্কার করা হয়েছিল। কিছুদিন পর থেকেই মঞ্চের এই পরিস্থিতিতে কাজের গুণমান নিয়ে নানা অভিযোগ এনেছেন নাট্যকর্মীদের একাংশ। ভবনটির এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ তাঁরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'এই কাজের জন্য আলাদা করে কোনও টাকা বরাদ্দ হয়নি। যে এজেন্সি আগেরবার কাজ করেছিল, তারাই এই কাজটি করছে। মঞ্চের কাজ করতে খুব বেশিদিন সময় লাগবে না। খুব শীঘ্রই ভবনটি ফের চালু করা হবে।'

শীতের মরশুমেই নাট্যদল এবং সাংস্কৃতিক দলগুলির অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। মঞ্চের এই পরিস্থিতিতে নাট্যোৎসব করা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরাও। নতুন বছরের শুরুতেই নাট্যোৎসব রয়েছে কম্পাস নাট্যদলের। মঞ্চের কাজ চলায় তাঁরা আদৌ এবার নাট্যোৎসব রবীন্দ্র ভবনে করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান কোচবিহার কম্পাস নাট্যদলের নির্দেশক দেবব্রত আচার্য। তাঁর ক্ষোভ, 'এত কোটি টাকার কাজের পরেও বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এই পরিস্থিতি মঞ্চের। অন্য মঞ্চে তো এধরনের ঘটনা হচ্ছে না। যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। মূল মরশুমে কেন আমরা এর খেসারত দেব?'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের। এই কাজটি তাঁরা এপ্রিল কিংবা মে মাসেই করতে পারতেন। মঞ্চটির এই পরিস্থিতি বহুদিন ধরেই। কিছুদিন আগে সেখানে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখেছি এসির জল সেখানে চুইয়ে পড়ছে।'

এই মরশুমে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চ সংস্কার করা নিয়ে রীতিমতো তাজ্জব নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে সংস্কৃতিপ্রেমীরা। তাঁদের অনেকেই বলছেন, পুজোর আগে থেকেই মঞ্চটির এই পরিস্থিতি থাকলেও এতদিন কেন মঞ্চটির কাজ হল না? এদিন রবীন্দ্র ভবনে গিয়ে দেখা গেল, ভবনের গোটা মঞ্চ খুলে নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে। সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা জানালেন, কয়েকদিন ধরে মঞ্চটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ পালের কথা, 'এবার মঞ্চের কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারির প্রয়োজন। পাশাপাশি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মঞ্চটির কাজ শেষ করা হোক। মঞ্চের এই পরিস্থিতিতে যাঁদের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠান ছিল, তাঁরা চিন্তায় রয়েছেন। এত খরচ করে তৈরি করা এই মঞ্চটি যাতে আবার সংস্কার করতে না হয়, সে দিকটি কর্তৃপক্ষের মাথায় রাখা উচিত।'

কতদিনে এখন মঞ্চটির কাজ শেষ হয়, সেই অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছে নাট্যদলগুলি।

রবীন্দ্র ভবন মঞ্চের সংস্কারকাজ চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

> এত কোটি টাকার কাজের পরেও বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এই পরিস্থিতি মঞ্চের। অন্য মঞ্চে তো এধরনের ঘটনা হচ্ছে না। যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। মূল মরশুমে কেন আমরা এর খেসারত দেব?
>
> **-দেবব্রত আচার্য**
> *নাট্যনির্দেশক, কম্পাস*

শুক্রবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

বাধ্যবাধকতা

রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম নীতিশিক্ষা, ছোবল না মারিস, ফোঁস তো করতে পারিস। একনাথ শিন্ডে ফোঁস করতেও পারলেন না। দিনকয়েক গোসাঘরে খিল দিলেন শুধু। মান ভাঙাতে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ চলে গিয়েছিলেন শিবসেনার ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর প্রধানের বাড়িতে। না গেলেও পারতেন। মহারাষ্ট্রে বিজেপির যা ধার ও ভার এখন, তাতে কাউকে তেল না দিলেও খুব বিপদ হবে না। ভোট-অঙ্কে ধুরন্ধর বিজেপি অন্তত এখন তেল না দিক, সখ্যের হাত বাড়িয়েই চলবে।

শিন্ডের যেমন সখ্যের বাড়ানো হাত না ধরে উপায় নেই। বিজেপির তেমনই এনডিএ শরিকদের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে চলা এখন বাধ্যবাধকতা। বালাসাহেব ঠাকরে প্রতিষ্ঠিত দল ভেঙে একনাথ শিন্ডে নতুন দল গড়েছিলেন নিছকই ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে। বিজেপিতে মিশে গেলে সমর্থন ধসে যাওয়ার বেজায় সম্ভাবনা ছিল। শুধু সেই কারণে আলাদা দল। তাঁকে ভাঙিয়ে মহারাষ্ট্রে আবার ক্ষমতার শরিক হতে পেরেছিল বিজেপি।

মারাঠা রাজ্যটিতে ক্ষমতাসীন থাকা বিজেপির পক্ষে বাধ্যবাধকতার ব্যাপার। ভারতের অন্যতম বড় রাজ্য তো বটেই, তাছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর এই রাজ্যের নাগপুরে। ফলে মহারাষ্ট্র খানিকটা সর্বভারতীয় শাসকদলের কাছে সম্মানের প্রশ্ন। প্রথমে শিবসেনা, পরে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ভেঙে সেই উদ্দেশ্যসাধন করেছিল পদ্ম শিবির। গুরুত্ব দিচ্ছে বোঝাতে শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনেও নিয়েছিল। অতীতের মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা বিজেপির বৃহত্তর ছকের অংশ ছিল।

সেই ছকে সাফল্য এল ২০২৪-এর বিধানসভা নির্বাচনে। অতীত রেকর্ড দেখলে স্পষ্ট হয় যে, বিজেপি বরাবর শরিকদের গিলে ফেলার চেষ্টা করে। কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি - প্রবাদ মেনে ছুড়ে ফেলেও দেয়। আবার ক্ষমতার শরিক হতে তুলনায় ছোট দলকে শীর্ষপদ দিয়েও দেয়। নীতীশ কুমার, একনাথ শিন্ডে তার প্রমাণ। নীতীশ এখন পুরোপুরি বিজেপিনির্ভর।

পদ্মের সমর্থন সরে গেলে তাঁর আজীবন মুখ্যমন্ত্রিত্বের সাধ ঘুচে যাবে। এখন একই অবস্থা শিবসেনাকে ভাঙার মূল কারিগর শিন্ডের। বিজেপি ছুড়ে ফেলে দিলে তাঁর আমও যাবে, ছালাও যাবে। বিজেপি তাঁকে যেন অভিমন্যুর চক্রব্যূহে আটকে ফেলে দিয়েছে। ফলে ফড়নবিশদের ছুড়ে দেওয়া উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব মেনে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় বিজেপিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রীর উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অসম্মানের।

কিন্তু পদটা গ্রহণ না করলে দল ধরে রাখা যে কঠিন হবে, শিন্ডে তা বিলক্ষণ জানেন। ফলে গোসাঘর থেকে বেরিয়ে ফড়নবিশের সমর্থনে তাঁকে রাজভবনে দৌড়োতে হয়েছে। বিজেপিও বোঝে, আগের মতো দেশজুড়ে একাধিপত্যে ভাটা পড়েছে। লোকসভা নির্বাচন সেই শিক্ষাটা দিয়ে গিয়েছে। তাই এখনই শিন্ডেকে বাদ দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে ফড়নবিশের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়েছেন তাঁর সঙ্গে রফা করতে। একাধিপত্য নিশ্চিত হলে ভবিষ্যতে এই সখ্য থাকবে, তার নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।

সমস্যাটা অজিত পাওয়ারেরও। শারদ পাওয়ারের উত্তরাধিকারের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া, ক্ষমতার চেয়ারের লোভ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত থেকে নিজেকে আড়াল করার তাগিদে তিনি এনসিপি ভেঙেছেন। বিজেপির প্ররোচনা তো ছিলই। মুখ্যমন্ত্রিত্বের লক্ষ্য তাঁরও ছিল। সেই আশায় আপাতত ছাই পড়েছে বুঝে অজিত এখন বেশি করে বিজেপির লেজ ধরেছেন। ঘনঘন অমিত শা'র কাছে দৌড়োচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব আপাতত কপালে নেই বুঝে মন্ত্রীসভায় শিন্ডের দলের সমান সদস্য সংখ্যা দাবি করছেন অজিত। মোদ্দা বিষয়টি হল, ক্ষমতার চিটে গুড়ে রাজনৈতিক তো বটেই, ধর্মীয় মতাদর্শও ফিকে হয়ে যায়। মহারাষ্ট্র আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, মহাযুতিতে জট আসলে চেয়ার নিয়ে টানাপোড়েনের।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

চা বাগানে নারী শ্রমিকের বঞ্চনার বিশ্ব

বহুদিনের অপ্রাপ্তি এবং সরকারের আইনের প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা দেখে চা বাগানের নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

নব দত্ত

-সূত্রধর

তরাইয়ের চা বাগান মানঝা। চা বাগানের এক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি স্থায়ী শ্রমিক। চা বাগানের পাতা তোলাই উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক কাজ। কম মজুরি, তাই স্বামী বাইরে চলে গিয়েছে কাজ করতে। পাথর ভাঙার কাজ করে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে চারজন। কাজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা। মাঝখানে দুপুরে খাওয়ার ছুটি। তারপর আবার কাজ দুপুর একটা থেকে সাড়ে চারটে।

কাজের মধ্যে টয়লেটের সুবিধা নেই। বাগানের মধ্যেই কাজ সারতে হয়। ঋতুস্রাবের সময় ছুটি নিতে হয়। চা বাগানেই আড়ালে গিয়ে যা করার করা। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অপুষ্টিতে ভুগছে। পরিশ্রমে যেন চেহারা ভেঙে পড়ছে। সকাল-দুপুর বাগানে পরিশ্রম করে, মাঝখানে বাড়ি গিয়ে রান্না। সারাদিন ঘরে-বাইরে পরিশ্রম। তরাইয়ের বাগান মানঝা, মায়াপুর, বেলগাছি, জাপরা, আশাপুর, সিংহীপাড়া, সন্ন্যাসী, কিরণচন্দ্র, অটল, বিজয়নগর, সাতভাইয়া। তরাইয়ের এই সব বাগান এবং ডুয়ার্সের বাগানগুলোয় নারী শ্রমিকরা কেমন আছেন, এই নিয়ে এক সমীক্ষার রিপোর্টে এভাবেই লেখা হয়েছে (প্রজ্ঞা পারমিতা দত্ত রায় চৌধুরী)। তরাইয়ের ৪৫টি বাগানে এখন প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এখানে কয়েকটি বাগানে মাইগ্রেশন, পাচারের কথা বেশি শোনা যায়।

নাগরিক মঞ্চের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ডুয়ার্সের ডিমডিমা, ডানজুয়াম, রায়পুর (বন্ধ) বাগান, করলা ভ্যালি,

ঢেকলাপাড়া (বন্ধ) রাঙ্গামাটি (সেন্ট্রাল ডুয়ার্স), মধু, কালচিনি, রায়মাটাং, তোর্ষা টি গার্ডেনের মতো চা বাগান। সব জায়গায় কমবেশি অবস্থা এক। শ্রমিকরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। গুডরিকের বাগান কিছুটা উন্নত। সব বাগানেই বিঘা শ্রমিক লকড়ি, ছাতা, কম্বল, জুতো কিছুই পান না। ডুয়ার্সের একটি বাগানে দেখলাম হুইসল বাজিয়ে ম্যানেজারের কী দাপট। আসলে শ্রমিকরা কথা বলছিলেন, এই বাগানে কোনও কোয়ার্টার নেই। মজুরি যা পাওয়ার কথা, পায় না। জল কিনে খেতে হয়। বছরখানেক আগে যখন চা বাগানে ঘুরেছি শ্রমিকদের কথা শুনতে, অবস্থা জানতে, এখনও তাই।

চা বাগানে এখন ৭০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক, অল্প মজুরিতে (দৈনিক এখন ২৫০ টাকা) পুরুষ শ্রমিক এখন কাজ করতে চাইছেন না। কেরল, ভুটান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় দিনমজুরি খাটতে চলে যাচ্ছে। বিস্মিত করে, এত সংখ্যক নারী শ্রমিক প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। তবে এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বোনাস নিয়ে বিক্ষোভে পাহাড়ের চা বাগানগুলোতে তারই প্রতিফলন টের পেলাম।

লিম্বু, লংভিউ চা বাগান সহ একাধিক বাগানের মহিলা শ্রমিকরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। পাহাড়ের ইতিহাসে শ্রমিকদের দাবিকে কেন্দ্র করে এইভাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির একসঙ্গে রাস্তা অবরোধ, অনশন, ধর্মঘট দেখা হয়নি। লক্ষণীয় হল, এই ক্ষেত্রে পাহাড়ের রাজনীতির পরম্পরা ভেঙে দিয়েই শ্রমিকদের দাবিতে এককাট্টা হল। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নামের একটি সদ্য গঠিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে নারী শ্রমিকরা ছিলেন। এঁদের লড়াইয়ে বন্ধ লংভিউ বাগান খুলেছে। যদিও এঁদের এখনও শ্রম দপ্তর বোনাস মিটিং আলোচনায় অংশ নিতে দেয়নি।

দেখেশুনে বোঝা দায়, যে রাজ্যে একটা শ্রম দপ্তর আছে। যাদের কাজ শ্রম আইন ভাঙা হলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আদেশ থাকলেও যা কার্যকর হয়নি।

প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী চিকিৎসা, আবাস, ক্রেশ, বছরের জ্বালানি, বিদ্যুৎ, জল, জুতো ইত্যাদি সুবিধে পাওয়ার কথা। অধিকাংশ চা বাগানে শ্রমিকরা পায় না। পঞ্চায়েত, সরকার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্কুল, খাদ্য দপ্তর এরাই সব কমবেশি কাজ করে। র‍্যাশন ডিলার এখন বাগান কর্তৃপক্ষ। ২ টাকায় চাল, গম মাসে ৩৫ কিলো বাগান শ্রমিকদের সরকার দেয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা সবটাই সরকার! তাহলে প্রশ্ন হল, বাগান কর্তৃপক্ষ কীসের জোরে ন্যূনতম মজুরি এত কম দেয়? তারা নাকি ফ্রিঞ্জ বেনিফিট দেয়। সেটা কী?

২০১৫ ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে ন্যূনতম মজুরির কথা লেখা থাকলেও এক দশক পেরিয়ে গেলেও কিছু হল না। হাইকোর্ট ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিল। সরকার পরামর্শদাতা কমিটি বানাল। এই পর্যন্ত ১৭টি মিটিং হয়েছে। শেষ বৈঠক দু'বছর আগে। কাজের কাজ কিছু হয়নি শুধু কালক্ষেপ ছাড়া। ১৯৯২ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে সুপারিশ মেনে মজুরি নির্ধারণ ৬০০ টাকার নীচে হয় না। আট ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে জুট মিলের একজন শ্রমিকের নির্ধারিত মজুরি দৈনিক ৪৭৯ টাকা। সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ৩০০ টাকার বেশি মজুরি। সেখানে চা বাগানের শ্রমিক কেন এত কম পাবেন?

একজন চা শ্রমিক ২৫০ দৈনিক মজুরি হলে বছরে ৩০০ দিন কাজ করলে বছরে তার রোজগার ৭৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মাসে ৬৫০০ টাকা। তাও তাঁরা হাতে পায় না। কারণ পিএফের টাকা কাটা হয়। তাও আবার বহু বাগানে টাকা কেটে নিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট চারটি রাজ্যে বকেয়া পিএফ ১২৭ কোটি টাকা ৭২ কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। দু'-একটি কিস্তি দেওয়ার পর আর সেই টাকা দেওয়া হয়নি। অনেকেই বলেন বোনাসের লড়াই কেন চা বাগানে এত গুরুত্ব পায়? কারণ সামান্য টাকায় রোজগারে তাদের চলে না। তাই একসঙ্গে কিছু টাকা পেলে হয়তো কেনাকাটা, ঋণ শোধ করা যায়।

এই বছরের ৪ জুলাই ডুয়ার্সের তোতাপাড়া চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনে একটি ছয় বছরের শিশুকে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল টাঙিয়ে সন্তানকে রেখে চা পাতা তুলতে হচ্ছে। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা শিশুদের পিঠে বেঁধে চা পাতা তোলেন। অনেকে আবার পলিথিন বিছিয়ে একসঙ্গে কয়েকজনকে রেখে চা পাতা তুলতে যান। শ্রম দপ্তর প্রকাশিত রিপোর্ট দেখছিলাম, দাবি করা হয়েছে তারা নাকি ৭১টি ক্রেশ করেছেন। ২৭৩ বাগানের মধ্যে হিসাবটি খুব বলার মতো। আগে বাগানে অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যেত। এখন তাও ৫০০ টাকা না দিলে পাওয়া যায় না। অথচ শ্রম দপ্তর দাবি করেছে, চা বাগানে ৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছে। সেখানে যাবে কী করে?

বিস্মিত করে, চা বাগানে এত সংখ্যক নারী শ্রমিক থাকলেও প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে তাঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন।

স্থায়ী শ্রমিকরা ঘর পান। তাও মেরামতি হয় না। অস্থায়ী শ্রমিক প্রায় লাখখানেক। তাঁরা কোনও কিছুই পান না। সরকার ঘোষণা করল চা সুন্দরী প্রকল্প। পায়রার খুপরি সব নিজে দেখে এলাম। শ্রমিকরা কেউ যাননি। প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে এই সব বাড়ি বানানো হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, চা বাগানের শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমি ফ্রি হোল্ড ল্যান্ড হিসাবে পাট্টা দেওয়া হবে। জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি শ্রমিক ইউনিয়নগুলো করলেও এত কম পরিমাণ জমি তাঁরা মেনে নিচ্ছেন না।

উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও শ্রমিকদের অবস্থা, দাবিদাওয়া যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে টি ডিরেক্টরেট খোলা হল। কাজের কাজ কিছু নয়। বাগান কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন কর্তা কিছু লবি করা এনজিও মিলে সময় সময় কর্মশালা, সচেতনতা শিবির করে শুধু। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা আইন হয় ২০১৩ সালে। বলা হয়েছে, যেখানে মহিলা শ্রমিক কাজ করবেন সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে আইসিসি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট কমিটি) গঠন করতে হবে।

মুষ্টিমেয় চা বাগানে এই কমিটি থাকলেও শ্রমিকরা জানেন না, সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই আইন কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়ার কথা সরকারের। সেটা হয় না।

সামগ্রিকভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের এই বঞ্চনা, শোষণ যা কোনওভাবেই একটা সরকারের ভাবমূর্তি সহায়ক নয়। সরকারের আইন প্রয়োগে শুধু কিছু নেতা আর এনজিওদের নিয়ে সচেতনতা প্রচার লাভ কিছুই হবে না।

বোনাস আন্দোলন এবং পাহাড়ের নারী শ্রমিকদের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে কিছুটা পরিচিত রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন। অনেক দিনের অপ্রাপ্তি আর ক্ষোভ এবং সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার কারণে হয়তো নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

(লেখক পরিবেশকর্মী)

আজ

২০১০

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রয়াত হন এই দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

অ্যাডিলেডে রাহুলই ওপেন করবে। ভারতের বাইরে রাহুল এতদিন যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে এটা ওরই প্রাপ্য। আমার জন্য মিডল অর্ডারে খেলা সহজ হবে না। কিন্তু দলের স্বার্থে এটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত।

- রোহিত শর্মা

ভাইরাল/১

মুষলধারে বৃষ্টিতে জল থইথই থাইল্যান্ড। পাত্তানি প্রদেশের এক জায়গায় জলে ভাসতে দেখা গেল পেল্লাই সাইজের এক পাইথনকে। সাপের মাথা জলের তলায় থাকলেও দেহটি জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সবে একটি কুকুরকে গিলেছে সেটি। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

কেরলের কাট্টাপান্না বাসস্ট্যান্ডে মোবাইলে মগ্ন ছিল ছেলেটি। আচমকা একটি বাস তার ওপর উঠে যায়। বিপদ বুঝে চালক বাসটিকে পিছনে নিয়ে যান। আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ছেলেটি হাসপাতালে ভর্তি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে সে।

জনমন জনমত

দৃষ্টিহীনের জীবনসংগ্রামের খবর অনেকের অনুপ্রেরণা

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তিনের পাতায় বেলাকোবার প্রতিবেদক সুভাষচন্দ্র বসুর 'ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে খুব ভালো লেগেছে। যেভাবে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার জীবনসংগ্রাম উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এককথায় অতুলনীয়। শুধু দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারেই নয়, আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ অসহায় মানুষজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিভিন্ন সময়ে দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

এবারে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে আশিস সাহার খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় আশা করি বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার অনুরোধ, বেলাকোবার প্রতিবেদকের মতো আপনাদের অন্য সাংবাদিকরাও যদি দৃষ্টিহীনদের সমস্যাগুলি বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন তাহলে খুব ভালো হয়।

অর্পিতা মজুমদার দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি যুক্তিযুক্ত

৪ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার সংস্করণে প্রকাশিত 'প্রতিবন্ধী দিবসে ধর্নায় 'বিশেষ'রা শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে তাদের ছয় দফা দাবি সহ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারলাম।

২০১৯-'২১ গণনায় রাজ্যে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম রয়েছে। আর সারা দেশে রয়েছে ৬৩.২৮ মিলিয়ন। এই বিপুল সংখ্যক বিশেষভাবে সক্ষমের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে আলাদা আলাদা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা যেতেই পারে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের যে দাবি তারা জানিয়েছে তা খুবই জরুরি। এই পর্ষদ গঠন হলে এখান থেকেই স্কুল-কলেজে পড়ার ব্যবস্থা, চাকরির ব্যবস্থা প্রভৃতি হতে পারে বলে আমার মনে হয়। পরবর্তীতে তাদের দাবিদাওয়াও ওই পর্ষদে জানানো যেতে পারে। আর বিশেষভাবে সক্ষমদের যাবতীয় সরকারি সুযোগসুবিধা ওখান থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র ও রাজ্য।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, ফালাকাটা।

তবু শীত আসে, অপেক্ষার শীত আসে...

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ উধাও। প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর নেই।

শৌভিক রায়

মিল রোডের ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটু যেতেই বিস্তৃত ফুলকপিখেত। দূর থেকে মনে হত বরফ পড়ে আছে যেন! ফাঁকে ফাঁকে বেগুনেরও চাষ। ছোট ছোট গাছ থেকে ঝুলছে তারা। নানা আকৃতির। হলুদ সর্ষে এখনও নীল দিগন্তে ম্যাজিক দেখানো শুরু করেনি। করবে আর কয়েকদিন পর থেকেই। ধানের খেতে অবশ্য ব্যস্ততা। সোনা ঝরিয়েছে তারা। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফসলের ভারে। কে যেন বলেছিলেন, জ্ঞানী মানুষ ফলবতী ওই গাছেরই মতো। যত জানেন, তত নত হন। উদ্ধত শিরে জানান দেন না তিনি আসলে কতটা!

এরকম সব দিনে বাড়ির বয়স্করা অনেকে পিঁড়ি পেতে পিঠে রোদ লাগিয়ে ভাত খেতে বসতেন। গরম ভাতের ধোঁয়ায় টাটকা পালং বা রাইশাকের গন্ধ মিশে এক উতরোল সৃষ্টি হত। ক্যাপসিকাম তখনও এই অঞ্চলে আসেনি। স্কোয়াশও নিত্যদিনের পদে থাকত না। বিনস, গাজর, বিট ইত্যাদি কোচবিহার-শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে লভ্য হলেও, উত্তরের ছোট জনপদে সেভাবে মিলত না। বরং কচি সবুজ লাউ দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাত্রা করত প্রায়ই। মোটামুটি সবার বাড়িতেই এক টুকরো জমিতে শখের সবজি বাগান। সেই বাগানের ফল যদি না প্রিয়জনকে দেওয়া যায়, তবে আর বাগান করা কেন!

মাছের অবশ্য কোনও কাল হয় না। তবু কেন জানি এই সময়ে আঁশবোরোলি, পাথরচাটা, মোওয়া, পাবদা, আড়, রাইখড়ের স্বাদ যেত পালটে। টাটকা ধনেপাতা আর টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল মুখে লেগে থাকত দিনভর। নদীগুলিতে জল কমে এলে এইসব মাছেরা তাদের রুপোলি শরীর নিয়ে উঠে আসত অনেকটা ওপরে। ফলে বালাতোর্ষা, শিসামারা, ঘরঘরিয়া, দোলংয়ের মতো ছোট ছোট নদীতে মাছ ধরতে নেমে পড়ত স্কুল ফেরত একরাম বা বুধিয়ারা। তাদের বাগানে এখন প্রোডাকশন কম। চা গাছেরাও শীতঘুমে চলে গিয়েছে আলগোখরোর সঙ্গে। তাদের পাতায় খেলা করছে ছোট ছোট পোকারা। উধাও দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি।

সেই অক্টোবর শুরুর পর আর বৃষ্টি হয়নি বলে ধুলো তার চাদর পরিয়ে দিত পথের ধারে থাকা বাড়ি আর গাছগুলোকে। শিলতোর্ষা আর বুড়িতোর্ষার দীর্ঘ চর পেরিয়ে সারা গায়ে ধুলো মেখে ধুনকররা সাহেবপোঁতা, সোনাপুর, পুণ্ডিবাড়ি ঘুরে বেড়াত। রোদে পুড়ে কালো হয়ে শুকিয়ে যাওয়া বড় বড় ঘাসের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যেত জলদাপাড়ার রেখা। সেখানে তখন সূর্যের আলো মাটি স্পর্শ করছে। কেননা গাছেরা পাতা ঝরিয়েছে। সেভাবে পর্যটক আর কোথায় ছিল এই জলজঙ্গলার দেশে! ফলে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়াত পায়ে সাদা মোজা বাইসন আর মোটা চামড়ার গন্ডারেরা। হাতিরা থাকত যূথবদ্ধ। মানুষের রাজ্যে তাদের আসার প্রয়োজন হত না কখনোই।

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ যেন উধাও। টিনের চালে শিশিরের জলতরঙ্গও হারিয়ে গিয়েছে। উঠোন ব্যাপারটিও এখন বিলাসিতা। সারাবছর সব সবজির ভিড়ে প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর অপেক্ষাও আর নেই। বদলে গিয়েছে সেই কিশোরও। মধ্যবয়সের চালশে গ্রাস করেছে তার সব।

তবু শীত আসে। অপেক্ষার শীত আসে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। এই প্রাণী দেখতে জেব্রা ও জিরাফের সংমিশ্রণ ৩। যে খেলায় দুজন রাজা থাকেন ৫। টকটকে লাল ৬। মুখমণ্ডল বা মুখাবয়ব ৮। নাকে পরার গয়না ১০। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশঙ্কাও হতে পারে ১২। মুসলমান ধর্মগুরু ১৪। অভিরুচি, খেয়াল বা পছন্দ ১৫। মিশরীয় মৃতদেহ ১৬। কঠিন, গুরুতর বা বিপজ্জনক অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। ওলটপালট করে খোঁজা ২। বাড়ির বাইরে গিয়ে সকলে মিলে খাওয়া ৪। খর্বকায় বা বেঁটে মানুষ ৭। নেশার বস্তু ৯। আশকারা বা প্রশ্রয় দেওয়া ১০। ঘাস দিয়ে তৈরি এক ধরনের পর্দা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। টের পাওয়া।

সমাধান ■ ৪০০৫

পাশাপাশি : ১। ফুটানি ৩। অরুন্ধতী ৪। খাজনা ৫। চালচিত্র ৭। সিত ১০। কলা ১২। বরবাদ ১৪। দেয়ালা ১৫। দরবেশ ১৬। নব্বই।

উপর-নীচ : ১। ফুলটুসি ২। নিখাদ ৩। অনাচার ৬। চিত্রক ৮। তস্কর ৯। পাদদেশ ১১। লাগসই ১৩। দালান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনাস্থায় হার প্রধানমন্ত্রীর, চাপে ম্যাক্রঁ

প্যারিস, ৫ ডিসেম্বর : পার্লামেন্ট ভোটের মাত্র ৩ মাসের মধ্যে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে ফ্রান্স। বুধবার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে হেরে গিয়েছেন ম্যাক্রঁ নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি শাসক জোটের বহু সাংসদ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বার্নিয়েকে পদ থেকে সরাতে ২৮৮ ভোটের প্রয়োজন ছিল। ভোটাভুটির পর দেখা যায় অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩৩১ জন সাংসদ।

বার্নিয়ে সরকারের পতন ঘটায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ। বার্নিয়ে অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়ায় তাঁর বদলে নতুন কাউকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে ম্যাক্রঁকে। যদিও এর জেরে ম্যাক্রঁর প্রেসিডেন্ট পদ ধরে রাখতে সমস্যা নেই। গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিল লা পেনের নেতৃত্বাধীন চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ১২৬টি দখল করেছে তারা। তবে বাম ও মধ্যপন্থী দলগুলিকে একজোট করে বার্নিয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে সফল হন ম্যাক্রঁ। দিনকয়েক আগে বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি ছাড়াই জাতীয় বাজেট পাশ করিয়ে নেন বার্নিয়ে। তারপরেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছিল।

তার চুরির ফাঁসে দিল্লি মেট্রো

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : চোরেদের কাণ্ডে ভোগান্তির একশেষ হতে হল দিল্লির মেট্রোযাত্রীদের। বুধবার রাতে দিল্লি মেট্রোর ব্লু (নীল) লাইনে মোতিনগর এবং কীর্তিনগর স্টেশনের মধ্যে বিদ্যুতের তার চুরি হয়ে যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানান, সিগন্যালের তার খোয়া গিয়েছে। আর তার জেরে ওই লাইনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। তার চুরির নেপথ্যে স্থানীয় চোরেরাই রয়েছে বলে অভিযোগ।

দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-এর তরফে বলা হয়েছে, এমন এক জায়গায় বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সিসি ক্যামেরার নজরদারি নেই। ফলে দূরবর্তী সিসি ক্যামেরাতে ওঠা ফুটেজ দেখেও অভিযুক্তদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অন্তর্বর্তী জামিন কুলদীপের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কুলদীপ সেঙ্গারের দু'সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর হল। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত কুলদীপকে স্বাস্থ্যের কারণে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি এম প্রতিভা সিংয়ের নেতৃত্বে দুই সদস্যের বেঞ্চ আপাতত কুলদীপের সাজা স্থগিত করে দিয়েছে। তাঁকে দিল্লির এইমসে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দিল্লিতেই থাকতে হবে। হাইকোর্টে জমা দিতে হবে এইএমস-এর মেডিকেল রিপোর্ট। উন্নাওয়ে ধর্ষণের শিকার নাবালিকার বাবার মৃত্যুর ঘটনাতেও কুলদীপের ১০ বছরের কারাবাস হয়। সেই মামলায় কিন্তু জামিন মেলেনি। নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৭ সালে।

এনআইএ তল্লাশি

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপি যুবমোর্চার জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রবীণ নেত্তারু খুনের ঘটনায় কর্ণাটকের ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০২২-এর জুলাইয়ে নিষিদ্ধ ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন পিএফআই-এর ক্যাডারদের হাতে খুন হন নেত্তারু। চলতি জুনে মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে এক ব্যক্তি। তার আগে আরও দু'জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নেত্তারু খুনের ঘটনায় তদন্তে নিযুক্ত এনআইএ জানিয়েছে, সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণই ছিল ঘটনার উদ্দেশ্য। তল্লাশির ঘটনায় কিছু মিলেছে কিনা তা জানা যায়নি।

কথা বলা ড্রোন

গাজা, ৫ ডিসেম্বর : গাজায় শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে ইজরায়েলি সেনা নাকি এমন সব ড্রোন ব্যবহার করেছে যেগুলি কথা বলতে পারে। জঙ্গি ঘাঁটি ও শরণার্থী শিবিরের কাছে গিয়ে ড্রোনগুলি কখনও মহিলাদের গলায় সাহায্য চাইছে, কখনও আবার শিশুর গলায় কাঁদছে। শব্দ শুনে মানুষজন বেরিয়ে এলে ওই ড্রোন তাঁদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। মানবাধিকারকর্মী মাহা হুসেইনি দাবি, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের অনেকেই তাঁকে কথা বলা কোয়াডকপ্টার ড্রোনের কথা বলেছেন।

কংগ্রেসের বিক্ষোভে নেই তৃণমূল, সপা

আদানি ইস্যুতে অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : 'মোদি-আদানি এক হ্যায়। আদানি সেফ হ্যায়।' ভোটযুদ্ধের স্লোগানকে এবার সংসদে চত্বরেও ছড়িয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের মকরদ্বারের সামনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ওই স্লোগান লেখা জ্যাকেট পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আগের মতোই গরহাজির ছিল তৃণমূল। ছিলেন না সপা সাংসদরাও। বরং কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আদানি ঘুষ কাণ্ডে মোদি সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন আপ, আরজেডি এবং বাম সাংসদরা।

সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রাহুল-প্রিয়াংকা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

এদিন ইন্ডিয়া শরিকদের সঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি মানববন্ধনও পালন করেন কংগ্রেস সাংসদরা। রাহুল গান্ধি বলেন, 'মোদিজি আদানির তদন্ত করাতে পারবেন না। কারণ তদন্ত করলে তিনি নিজেই ধরা পড়বেন। মোদি আর আদানি আলাদা নন, তাঁরা এক।'

আদানির জবাবে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র দলীয় দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'একটি বিপজ্জনক ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। তার একদিকে রয়েছেন জর্জ সোরোস ও আমেরিকার কিছু এজেন্সি। অন্যদিকে রয়েছে ওসিসিআরপি নামক একটি নিউজ পোর্টাল। তৃতীয় এবং সর্বশেষ হলেন রাহুল গান্ধি নামক সবথেকে বড় বিশ্বাসঘাতক। আমি এই শব্দটি বলার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা করছি না।'

সম্বিত পাত্রের ভাষাই শোনা যায় নিশিকান্ত দুবের গলায়। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করে। তাই তারা বিদেশি শক্তিগুলির সঙ্গে চক্রান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে লাইনচ্যুত করতে চাইছে।' বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বিশ্বাসঘাতক বলার জন্য বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখেছে কংগ্রেস।

রেপো রেট ঘোষণা আজ

কমবে সুদ!

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্প উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়া এবং বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের চাহিদা কমাকে জিডিপির পতনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এমন একটা সময়ে রেপো রেটের হার খতিয়ে দেখছে রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) মুদ্রানীতি কমিটি। শুক্রবার সেই হার ঘোষণার আগে সুদ কমা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। টোকিও ভিত্তিক আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নমুরার দাবি, রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত কমাতে পারে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আশা-আশঙ্কা

রিজার্ভ ব্যাংক যে হারে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার দেয় তাকে বলে রেপো রেট। আরবিআই রেপো রেটের হার বাড়ালে ব্যাংকগুলিকে বেশি সুদে ঋণ নিতে হয়। ফলে তাদের দেয় ঋণে সুদের পরিমাণও চড়তে থাকে। বাড়ে মেয়াদি আমানতে সুদের হারও। আবার রেপো রেট কমলে উলটো ছবি দেখা যায়। তখন ঋণ, মেয়াদি আমানত দুই ক্ষেত্রেই সুদের হার নিম্নমুখী হয়। গত অগাস্ট থেকে ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে রেপো রেট। শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়াতে এবার রেপো রেটের হার কমাতে পারে আরবিআই। সেই আশায় প্রহর গুনছেন গাড়ি-বাড়ির ঋণগ্রহীতারা। আবার মেয়াদি আমানতে সুদের হার কমার আশঙ্কায় মধ্যবিত্তদের বড় অংশ।

সঙ্গী শিন্ডে, অজিত শপথ ফড়নবিশের

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপির চাপের সামনে শেষমেশ নতজানু হতে বাধ্য হলেন শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে। যাবতীয় গড়িমসি ছেড়ে মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ফড়নবিশ। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান। ফড়নবিশের পরই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার। শপথের আগে বালাসাহেব ঠাকরে, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান শিন্ডে।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল।

এদিন ফড়নবিশ-শিন্ডে-পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় মহাযুতি সরকারের শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন অমিত শা, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, জেপি নাড্ডার মতো বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীরাও। উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পাশাপাশি মহাযুতি

মহাযুতির শপথে চাঁদের হাট

শপথের আগে ফড়নবিশের কপালে বিজয় তিলক পরাচ্ছেন মা সরিতা।

সরকারের শপথে এদিন আজাদ ময়দানে চাঁদের হাট বসেছিল। শিল্পপতি থেকে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটার সকলেই হাজির ছিলেন শপথে। উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি, কুমারমঙ্গলম বিড়লা, অনিল আম্বানি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি তেন্ডুলকার, শাহরুখ খান, সলমন খান, রণবীর কাপুর, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, মাধুরী দীক্ষিত, বিদ্যা বালান প্রমুখ।

এদিন ফড়নবিশ, শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী শপথ নেননি। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেও মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখতে মরিয়া শিন্ডে। এই ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গেও কথা বলেন। যদিও ফড়নবিশ এবং বিজেপি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া করতে নারাজ।

শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'শিন্ডে জমানা শেষ। উনি আর কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না।' বিজেপি শিন্ডে সেনার বিধায়কদের ভাঙাতে পারে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

ও পাখি উড়ে আয়... আবহাওয়া বদলাতেই পুলিকট লেকে আসতে শুরু করেছে ফ্লেমিঙ্গো। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটায়।

দ্বি-রাষ্ট্রে আস্থা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষে রাশ টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে দ্বি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইজরায়েলের সমান্তরালে প্যালেস্তাইনকেও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি। আমরা অপহরণের নিন্দা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সব দেশের প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার রয়েছে। তবে এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। নিরীহ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে অবশ্যই মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে। আমরা যুদ্ধবিরতির পক্ষে।'

ইজরায়েল-হামাস সংঘাতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে ভারত। তবে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলবিরোধী একাধিক প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে অংশ নেননি ভারতীয় প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে জয়শংকরের

সংঘাতে হামাস, ইজরায়েল

বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত বহু প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়েছে। ভারত সব প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছে। সেইমতো কয়েকটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভোটাভুটি এড়িয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে পেশ হওয়া ২০২৩-এর ২৭ অক্টোবরের একটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেন জয়শংকর। ওই প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল ভারত। যার জেরে মোদি সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী দলগুলি। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে যে প্রস্তাবটির খসড়া ঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ভাষা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। আমাদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারণে আমরা বিরত ছিলাম।'

যোগীর ত্রিশূলে বিদ্ধ বিরোধীরা

অযোধ্যা, ৫ ডিসেম্বর : সম্ভাল, অযোধ্যা হোক বা বাংলাদেশ, যাবতীয় অশান্তির মূলে রয়েছে সামাজিক বিভাজন। অযোধ্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই বিভাজনের কথা বলতে গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার অযোধ্যায় রামায়ণ মেলায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রাম সমাজকে একজোট করেছিলেন। আমরা যদি সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারতাম তাহলে এই দেশ কখনই উপনিবেশে পরিণত হত না। আমাদের ধর্মস্থানগুলি অপবিত্র হত না।'

আদিত্যনাথ আরও বলেন, 'আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সফল হয়েছে। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের জিন এখনও রয়ে গিয়েছে। কিছু লোক জাতপাতের নামে বিভাজন তৈরি করছে। যার ফলে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হচ্ছে।' অতীতে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভারতের রাজনীতি। সম্প্রতি সম্ভালে একটি প্রাচীন মসজিদে সমীক্ষার সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এখনও বাইরের বাসিন্দাদের সম্ভালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে প্রশাসন। তবে উত্তরপ্রদেশের ২টি ঘটনার সঙ্গে আদিত্যনাথ যেভাবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

সম্ভাল কাণ্ডকে সামনে রেখে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে সপা ও কংগ্রেস। বুধবার সম্ভাল যাওয়ার চেষ্টা করেন রাহুল গান্ধি। তাঁকে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। সম্ভালের পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন রাহুল এবং সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। এদিকে সম্ভালে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে স্থানীয় সপা সাংসদ জিয়াউর রহমান বারকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আদিত্যনাথের কটাক্ষ, 'সপা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রামমনোহর লোহিয়ার কথা বলে, কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে না।' তিনি বলেন, 'মোগল সম্রাট বাবরের একজন সেনাপতি অযোধ্যায় কী করেছিলেন? সম্ভালে কী করেছিলেন? বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে সেটাও আলাদা কিছু নয়। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের ধরন এবং ডিএনএ এক। এই বিভাজনকারীরা বহু দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। বিপদ দেখলে তাঁরা পালিয়ে যান, মারা যায় অন্যরা।'

হিমন্তকে নিশানা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়া এবং বিক্রির ওপর সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল বিরোধীরা। অসমের জোড়হাটের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বৃহস্পতিবার বলেন, 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা অসমকে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। তাই অসমের বড় শহরগুলির নাম বদলে ফেলা হচ্ছে। আর গোমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এই কাজগুলির জন্য টাকা লাগবে না।' তাঁর কটাক্ষ, ঝাড়খণ্ডে ওঁর নেতৃত্বে বিজেপি লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হয়েছে। তাই নিজের দোষ এবং হার ঢাকতে এই ষড়যন্ত্র করেছেন উনি। আগামী নির্বাচনে অসমের মানুষ হিমন্তের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে শাস্তি দেবে।' অপরদিকে সপা সাংসদ ইকরা হাসান বলেন, 'অসমে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী।'

প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : নাবালক পুত্র অভিনেতা অল্লু অর্জুনের ডাইহার্ড ফ্যান। সে-ই বায়না ধরেছিল তাকে অর্জুনের 'পুষ্পা ২' ছবি দেখতে নিয়ে যেতে হবে। ছোট ছেলের আবদার বলে কথা! পুত্রের মন রাখতেই ছবির প্রিমিয়ারে সপরিবার হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে গিয়েছিলেন দিলসুখনগরের বাসিন্দা ভাস্কর। আর সেই যাওয়াই কাল হল। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে পুত্র শ্রী তেজা। স্ত্রীকে হারিয়ে এখন দিশাহারা ভাস্কর। বলছেন, 'আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

ভাস্করের দুই সন্তান। স্ত্রী, পুত্র ছাড়াও কন্যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখাতে। কন্যাও আহত। তবে তার অবস্থা সংকটজনক নয়। বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে ভাস্কর বললেন, 'আমার ছেলে তেজা অল্লু অর্জুনের বড় ভক্ত। ও বায়না ধরেছিল, 'বাবা আমাকে 'পুষ্পা ২' ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে?' জানতাম, অল্লু অর্জুনের প্রতি ওর ভালোবাসা রয়েছে, তাই আবদার ফেরাতে পারিনি। সবাই মিলে গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে।'

বুধবার সন্ধ্যায় হলে অভিনেতা অল্লু অর্জুন হাজির হওয়ায় 'পুষ্পা ২' ছবির প্রিমিয়ারে দর্শকদের ঢল নেমেছিল। প্রেক্ষাগৃহ তো পরিপূর্ণ ছিলই, হলের বাইরেও ছিল বিপুল ভিড়। প্রিয় নায়ককে কাছ থেকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল ভিতরে ও বাইরে। সংগীত পরিচালক দেবী শ্রী প্রসাদের উপস্থিতি সেই উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেয়। সিনেমা হল থেকে সকলে একসঙ্গে বের হওয়ার চেষ্টা করতেই বিপত্তি বাধে। হুমড়ি খেয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ভাস্করের স্ত্রী রেবতী, পুত্র এবং কন্যা। সেই ভিড় তাঁদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ কোনও রকমে ভাস্করের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে উদ্ধার করে। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রেবতীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শ্রী তেজাকে বাঁচানো হয় পিসিআর দিয়ে। সাত বছরের মেয়েটির আঘাত লাগলেও সে এখন সুস্থ।

পুষ্পা ২

ঘটনার পর অল্লু অর্জুন এবং 'পুষ্পা ২' ছবি নির্মাতার তরফে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সে কথা ছবি প্রযোজক বনি বাস গারু এক্সে জানিয়েছেন। আর্থিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

'পুষ্পা ২ : দ্য রুল' পরিচালনা করেছেন সুকুমার। এটি ২০২১ সালের ব্লকবাস্টার 'পুষ্পা : দ্য রাইজ'-এর সিক্যুয়েল। ছবিটি ১০,০০০ স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রিমিয়ার শো-তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। টিকিটের দাম বাড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। যদিও ছবি মুক্তির অনুমতি দেয় তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট।

ভাস্করের স্ত্রীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা পুলিশের। ডানদিকে, ছবিতে অল্লু অর্জুন।

সূর্য পর্যবেক্ষণে সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ৫ ডিসেম্বর : সূর্য পর্যবেক্ষণে মহাকাশে পাড়ি দিল জোড়া উপগ্রহ মিশন 'প্রবা-৩'। বৃহস্পতিবার ইসরো ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির জোড়া উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এদিন পিএসএলভি রকেটে বিকাল ৪টা ৪ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উপগ্রহ দুটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরো জানিয়েছে, প্রবা-৩ উপগ্রহের এই মিশন বিশ্বে প্রথম সুনির্দিষ্ট ফর্মেশন-ফ্লাইং প্রযুক্তির উদাহরণ। মহাকাশে এগুলি একটি স্থির কাঠামোর মতো কাজ করবে, যা সূর্যের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের সহায়ক হবে। আজকে সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগতভাবে ইসরোর সক্ষমতা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

লটারিতে রাতারাতি কোটিপতি কলমিস্ত্রি

সিরসা (হরিয়ানা), ৫ ডিসেম্বর : ভেবেছিলেন কল সারাতে সারাতেই গোটা জীবন কেটে যাবে তাঁর। কিন্তু কাহিনীতে মোচড় নিয়ে এল রংচংয়ে একটি লটারির টিকিট। সেই কিশোর বয়স থেকে হাড়ভাঙা খাটনি খেটেও সংসারের অভাব-অনটন ঘোচাতে পারেননি হরিয়ানার বাসিন্দা মঙ্গল সিং। বুধবার রাতে আচমকাই ভাগ্যের চাকা ঘুরল গরিব কলমিস্ত্রির।

সিরসার খৈরপুর গ্রামের বছর চল্লিশের কলমিস্ত্রি মঙ্গল লটারি জিতে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন। সেই বাবদ পেয়েছেন এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। লটারির টিকিট কাটা তাঁর বহুকালের নেশা। লটারির টিকিটে দু-চারবার ছোটখাটো অঙ্কের টাকা যে পাননি তা-ও নয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর ভাগ্য এভাবে বদলে দেবে ছোট্ট একটি কাগজ।

মঙ্গলবার সারাদিনের কাজের শেষে রাত নটা নাগাদ পাড়ার দোকানে গিয়েছিলেন আড্ডা দিতে। তখনই তাঁর কাছে ফোন আসে লটারির দোকান থেকে। দোকানের মালিক তাঁকে সুখবরটা দেন। 'শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি না চাইলে সারাজীবনেও এত টাকা উপার্জন করা সম্ভব হত না', বললেন মঙ্গল।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেড় কোটির লটারি হাতে মঙ্গল। সিরসা, হরিয়ানা।

বাড়িতে খবরটা পৌঁছোতেই খুশিতে ভেসে যায় পরিবার। আনন্দের খবর চার দেওয়ালে আটকে না থেকে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পাড়াপড়শিরাও মেতে ওঠেন খুশিতে। মঙ্গল বললেন, 'উত্তেজনায় সারা রাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি।'

মঙ্গলের দীর্ঘদিনের বন্ধু স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র পাল বললেন, 'লটারি জেতার পর মঙ্গল প্রথম ফোনটা করে আমাকে। আমি ভেবেছিলাম সে মজা করছে। কিন্তু সব শুনে খুব খুশি হয়েছি। এত পরিশ্রমী একজনকে এই পুরস্কার পেতে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে।'

কিন্তু এত টাকা নিয়ে কী করবেন? জবাবে মঙ্গলের স্ত্রী বন্দনা বললেন, 'চিরদিন তো থাকলাম ভাড়াবাড়িতে। টাকা পেলে এবার নিজেদের একটা পাকা বাড়ি তৈরি করব। এতদিন বাদে আমাদের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।' আর কোনও সাধ নেই তাঁদের? মঙ্গল বললেন, 'তা কেন! নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দরকারই। একইসঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষা যাতে টাকার অভাবে বন্ধ না হয়, সেটাও দেখতে হবে।'

ভালো ফলের টোটকা গৌতম-উদয়নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দক্ষিণবঙ্গের পর এবার শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ দখলে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই উদ্যোগী। শাসকদলের অন্দরে নেতৃত্বের প্রশ্ন, দক্ষিণবঙ্গে দল এত ভালো ফল করলেও শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে পারছে না কেন? তবে অতি সম্প্রতি বিধানসভায় উপনির্বাচন ও তার আগে গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার এবং সদ্য মাদারিহাট ও সিতাই জিতে শাসকদল এবার কোমর বেঁধে নেমেছে ২০২৬-এর লক্ষ্যে। তৃণমূল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে বরাবরের বিপর্যয় নিয়ে দলে কিছুটা ময়নাতদন্তও চলছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ নিয়ে। বিশেষত এই কারণে অনেক জায়গাতেই দল মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেই নেতৃত্বের দৃঢ় ধারণা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী দলের সাম্প্রতিক অতীতের বিভিন্ন সভায় দলের ভিতরের এই খামতির কথা সরাসরি অভিযোগের সুরে উত্তরবঙ্গের নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন। কখনও কখনও ভর্ৎসনাও করেছেন।

এই নিয়ে প্রশ্নের জবাবে এদিন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও কথায় কথায় এদিন তা মেনেও নিয়েছেন। এই মুহূর্তে এখনও শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের নেত্রীর ভরসা তিনিই। সম্ভবত নেত্রীর কাছে এব্যাপারে গৌতম দেবের কোনও বিকল্প নেই। নেই বলে সদ্য উত্তরবঙ্গের জন্য দলের মুখপাত্রদের কমিটি গড়ে তিন সদস্যের মাথায় নেত্রী গৌতম দেবকে রেখেছেন। সঙ্গে আছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রকাশ চিক বরাইক।

উত্তরবঙ্গে দলের ফল ভালো করতে দলের গোষ্ঠীকোন্দল যে দূর করা অতি প্রয়োজন সেটা মেনেই গৌতম এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'ইগো ছাড়তে হবে আমাদের সবাইকে। ইগোর বাইরে গিয়ে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে দলের সিনিয়ার লিডারদের। সিনিয়ারদের দায়িত্ব নিয়ে জুনিয়ারদের বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে আমরা একটাই পরিবার। কারোরই ইগো নিয়ে বসে থাকা চলবে না। সব সময় দলের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। গোঁ ধরে বসে থেকে দলের ক্ষতি করা যাবে না।'

তিনি স্বীকার করে নেন, অতীতে বহু নির্বাচনে আমরা ভালো করতে পারিনি। ভালো করতে গেলে আগামীদিনে যেটা বিশেষভাবে নেত্রী বলেছেন জনসংযোগ বাড়াতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বিস্তারিতভাবে তাঁদের বোঝাতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন বঞ্চনার কথা সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভালো ফল করার পরিকল্পনা হলে নেত্রীর কাছে এসব বলার সুযোগ হলে তিনি তা নিশ্চয়ই বলবেন বলে জানালেন গৌতম।

এইমুহূর্তে তৃণমূল তো বটেই মানুষের কাছেও এখন অতি পরিচিত নাম উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহারের মানুষ। দলকে অনেকদিন পরে ওই জেলায় একটা মোটামুটি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। সম্ভবত এই কারণে গৌতম দেবের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে দলের মুখপাত্রদের তালিকায় নেত্রী সদ্য তাঁকে নিয়ে এসেছেন। উত্তরবঙ্গে দলের ভালো ফল করতে গেলে দলের গোষ্ঠীকোন্দল যে বর্জন করতে হবে সেটা এদিন দাবি করেছেন। তাঁর মতে, 'নেত্রীর নির্দেশ মতো জনসংযোগ আমাদের বাড়াতেই হবে। তবে দলে অন্তর্কলহ বন্ধ করতে হবে। নেতারা দলে ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে পারলে নীচুতলার কর্মীরাও সেই পথে যাবেন। উত্তরবঙ্গে দলের মাথারা ঠিক থাকলে দলে অনৈক্য বলে কিছু থাকবে না। মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। মাথা ঠিক থাকলে মাছের পচন হয় না, মন্তব্য উদয়নের।

কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে এলিফ্যান্ট সাফারি। - পিটিআই

স্ক্যানারে উত্তরের ২৫ ব্যবসায়ী

প্রথম পাতার পর

চেয়েছিলেন সিজিএসটি আধিকারিকরা। যদিও মক্কেলের নাম জানাতে চাননি তিনি। বৃহস্পতিবার তদন্তকারীরা শিলিগুড়ি শহর, জয়গাঁ, ময়নাগুড়ির কয়েকজন ব্যবসায়ীর ডেরায় হানা দেন।

সিজিএসটি'র তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর ডেরায় হানা দিয়েছেন আয়কর দপ্তরের তদন্তকারীরাও। পাহাড় ও সমতলের সাতজন ঠিকাদারের কারবারের বেশ কিছু নথিও নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। সিজিএসটি সূত্রের খবর, আইটিসি দুর্নীতির কালো তালিকায় উঠেছে এক ডজনেরও বেশি হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীর নাম। কাগজ-কলমে দেখানো ভুয়ো কারবারে সেই ব্যবসায়ীদের ক্রেতা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা ঠিকাদারি সংস্থার নাম রয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আইটিসি দুর্নীতিতে ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদাররা একে অপরের পরিপূরক। শিলিগুড়ির এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী আবার বেনামী সংস্থা বানিয়ে নিজের ব্যবসার পণ্য কাগজে-কলমে সেই সংস্থাকে বিক্রি করে ইনপুট ট্যাক্স হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। একই অভিযোগ উঠেছে দিনহাটার এক ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধেও। দিনহাটার সেই ব্যবসায়ীর আইনজীবীর দপ্তরেও গিয়েছিলেন সিজিএসটি তদন্তকারীরা।

শিলিগুড়ির দুই হোটেল ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ির এক চা ব্যবসায়ী, বিধাননগরের এক জমি কারবারির বাড়ি ও অফিসেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তকারীরা গিয়েছিলেন। বাগডোগরা সংলগ্ন এলাকায় আবাসনের কারবার শুরু করা তিনজন ব্যবসায়ী সম্পর্কে একযোগে খোঁজখবর শুরু করেছে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তর। ওই এলাকায় পসার জমানো বিহারের এক ব্যবসায়ীর অফিস ও ফ্ল্যাটেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা হানা দিয়েছিলেন। সূত্র বলছে, উত্তরবঙ্গজুড়ে টায়ার ও মোটর যন্ত্রাংশের কারবার চালানো এক ব্যবসায়ীর আইটিসি সংক্রান্ত নথিও যাচাই করতে শুরু করেছে সিজিএসটি'র তদন্তকারীরা।

চোরাপথে বিদেশি সিগারেট এনে কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। শিলিগুড়িতে তেমন দুই বড় ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করেছে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তর। তাঁদের বেশকিছু নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক ব্যবসায়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। আইটিসি দুর্নীতিতে শিলিগুড়ির এক সর্ষের তেল ব্যবসায়ীর কারবার সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু করেছেন সিজিএসটি কর্তারা।

হেরিটেজ কমিশনের সিদ্ধান্তে স্বস্তি কোচবিহারের এবিএনশীল কলেজে। - সংবাদচিত্র

ঐতিহ্য চর্চায় কলেজের হেরিটেজ স্বীকৃতি

আর্থিক অনুদান পাবে এবিএন শীল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : এবার কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজের ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্রকে মান্যতা দিল রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। তবে শুধু মান্যতা দেওয়াই নয়, পাশাপাশি এর জন্য আর্থিক অনুদানও মিলবে। প্রাথমিকভাবে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৫০ টাকা করে আগামী পাঁচ বছর এর জন্য আর্থিক অনুদানও দেবে তারা। কলেজ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও কলেজে এ ধরনের মান্যতা ও আর্থিক অনুদান দিল রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। রাজ্যের কোনও সরকারি কলেজেও এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। এ বিষয়ে দু'দিন আগেই রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সেই মান্যতা দেওয়া ও আর্থিক অনুদান দেওয়ার অফিশিয়ালি সমস্ত কাগজপত্র কলেজে এসে পৌঁছেছে।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায় বলেন, 'ইউজিসি'র অনুমোদনে ২০১০ সাল থেকে আমাদের কলেজে ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্র চলছে। এই অবস্থায় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন এই চর্চাকেন্দ্রকে মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অনুদান দেওয়ায় খুবই ভালো লাগছে।'

ইউজিসি'র অনুমোদনক্রমে ২০১০ সাল থেকে কলেজটিতে ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্র চলছে। গত দু'বছরে কেন্দ্রটি থেকে কালচারাল হেরিটেজ অফ নর্থ ইস্টার্ন পার্ট অফ বেঙ্গলের উপর ছয় মাসের দুটো সার্টিফিকেট কোর্সও পড়ানো হয়েছে। কোর্স শেষে সেগুলির সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অনুদান না থাকায় এতদিন কেন্দ্রটি সেভাবে প্রসারিত হতে বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছিল না। এই অবস্থায় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন চর্চাকেন্দ্রটিকে মান্যতা ও আর্থিক অনুমোদন দেওয়ায় সেই সমস্যা দূর হল বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

সেমিনার, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম, কলেজের জাদুঘরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, এর উপর নানা আর্টিকেল প্রকাশ সহ বিভিন্ন কাজ নিয়মিতভাবে করতে সমস্যা হবে না। এছাড়া এতদিন সার্টিফিকেট কোর্সের উপর কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব লোগো ব্যবহার করলেও এখন তাতে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের লোগোও তারা ব্যবহার করতে পারবে। এবিএন শীল কলেজের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান তথা ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ ডঃ প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার, 'আমরা একটা প্রস্তাব তৈরি করে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে পাঠাই। হেরিটেজ কমিশন আমাদের এই কেন্দ্রকে মান্যতা দিয়েছে।'

উবেরের মাধ্যমে 'শিকারা' বুকিং

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে 'শিকারা' বুক করতে আর সমস্যায় পড়তে হবে না। এখন থেকে 'উবের'-এর মাধ্যমেই বুক করা যাবে 'শিকারা'। এজন্য বিশেষ অ্যাপের ব্যবস্থা করেছে উবের।

ভূস্বর্গে গিয়ে ডাল লেকে 'শিকারা'য় চেপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেননি এমন মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই 'শিকারা' বুক করতে গিয়ে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। সেই সমস্যা দূর করতেই এই অ্যাপ বলে জানান উবের ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রভজিৎ সিং। এজন্য উবের অ্যাপের 'হোয়্যার টু গো'-তে গিয়ে 'শিকারা ঘাট নম্বর ১৬'-এ ঢুকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে 'শিকারা' বুক করতে হবে। ১২ ঘণ্টা থেকে ১৫ দিন আগে পর্যন্ত বুক করা যাবে 'শিকারা'।

বঞ্চনার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মনরেগা ও আবাস যোজনা নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের প্রভাব সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রাজ্যের শাসকদলের।

তাই মনরেগা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অর্থ বরাদ্দ আটকে দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে এবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত আইন ও নির্দেশিকা মেনে চলার পরেও রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় দল মনরেগা নিয়ে পর্যবেক্ষণে গিয়ে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছিল তার জবাব দিতে হবে।

পরপর দুর্ঘটনা, স্পিডব্রেকার নেই আশ্রম রোডে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : শহরে নিয়ন্ত্রণহীন যান চলাচল, অবাধ গতিবেগ, স্পিডব্রেকারহীন রাস্তা, না আছে কোনও নজরদারি। এর ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। বিসর্জন ঘাট থেকে হাজরাপাড়া পর্যন্ত আশ্রম রোডে গত এক মাসে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ এমনই এক দুর্ঘটনায় ওই রাস্তায় প্রাণ হারিয়েছেন রূপসী কলোনির সঞ্জিত কর (৫২)। মসজিদপাড়া থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ফাঁকা অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় প্রাণ হারান তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দা মাধব ঘোষ, গোপাল ঠাকুররা জানান, অসম্ভব গতিতে এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত বাইক এবং টোটো চলাচল করে। অ্যাম্বুল্যান্স ফাঁকা থাকলেও গতিবেগ ভাবনার বাইরে। সেই কারণে মাসে ১০ থেকে ১১টা দুর্ঘটনা ঘটে শুধুমাত্র বিবেক সংঘের কাছেই। এটা শুধু এই মাসের নয়, সারা বছরের ঘটনা। ওই ঘটনার পর পুলিশ এসে ওই রাস্তায় দু'খানা গার্ডরেল দিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও পরের দিনই একটি দ্রুতগতির টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা দেয়। এলাকাবাসী তেমাথা মোড়ে স্পিডব্রেকার বসানোর জন্য দাবি করছেন। দাবি না মানা হলে রাস্তা অবরোধ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

কালীপুজোর আগে মসজিদ মোড়ে এমনই আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল বাইক আরোহীর সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের। সে যাত্রায় কোনওমতে রক্ষা পান বাইক আরোহী।

হরিণচওড়া থেকে খাগড়াবাড়ি মোড় পর্যন্ত বাঁধের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৭.৬০ কিলোমিটার। বাঁধের ওপর তৈরি এই নতুন রাস্তা থেকে শহরের মধ্যে ঢোকার জন্য সরকারি মতে ১৩টি র‍্যাম্প রয়েছে। বাঁধের ওপরের রাস্তায় স্পিডলিমিট দেওয়া রয়েছে ২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। অথচ দেখা যায়, ওই রাস্তায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দু'চাকা ও চার চাকার যান। একই চিত্র দেখা যায় শহরের ভেতরের রাস্তাগুলোতেও। শহরের যেখানে ট্রাফিক রয়েছে সেখানে খুব একটা না হলেও আশপাশের রাস্তা দিয়ে দুরন্তগতিতে চলে ১৫০ থেকে শুরু করে ৩৫০ সিসির বিভিন্ন ধরনের বাইক। বাঁধের রাস্তা দিয়ে নামার পরেই গতি আরও বেড়ে যায়।

> মসজিদ মোড়ের পূর্বদিক থেকে যে রাস্তাটা আসছে সেখান থেকে হাজরাপড়ার দিকে বাঁক নিতে গেলে কিছুই দেখা যায় না। আর আজকাল যে গতিতে বাইক চলাচল করে তাতে মোড়ের চারিদিকে স্পিডব্রেকার না বসালে এই মৃত্যুমিছিল চলতেই থাকবে।
>
> **ইন্দ্রজিৎ রায়,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

কোচবিহার ডিএসপি ট্রাফিক (সদর) কুতুবউদ্দিন খান বললেন, 'আমাদের ডিস্ট্রিক্ট রোড সেফটি মিটিংয়ে আমরা বাঁধ থেকে নামার দু'-তিনটি জায়গায় স্পিডব্রেকার বসানোর জন্য ইতিমধ্যেই পিডব্লিউডি'র কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। আমি চেষ্টা করছি যাতে ওই রাস্তাগুলোয় আরও বেশি স্পিডব্রেকার বসানো যায়।'

পুষ্পার কায়দায় বালি পাচার

তোর্ষা নদীবক্ষ থেকে ভুটভুটিতে বালি তোলা হচ্ছে। ছবি : তুষার দেব

প্রথম পাতার পর

৪০ থেকে ৫০ বস্তা বালি নেওয়া যায়। দূরত্ব অনুযায়ী বালির সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবহণ খরচ। চারদিকে সকালের কর্মব্যস্ততা শুরুর আগেই যাবতীয় 'অপারেশন' শেষ করছে পাচারচক্রটি। ডিসেম্বরে রাজ্য সরকার আবাস যোজনার টাকা দিলেই চারদিকে প্রচুর বাড়ির কাজ শুরু হবে। তাই তখন বালি (ভরাট)-র চাহিদা মেটাতে এখন অতিরিক্ত শ্রমিক কাজে লাগাচ্ছে পাচারচক্রটি। বস্তার পর বস্তা বালি তারা মজুত করছে গোপন ডেরায়। আর সবকিছুর পেছনে রয়েছে নিখুঁত 'ম্যানেজমেন্ট'।

বালি পাচারে ওই কৌশলের সুবিধা কী? সরাসরি নদীবক্ষে আর্থমুভার নামিয়ে বালি না তোলায় চট করে প্রশাসন বা সাধারণ মানুষের নজরে পড়ছে না। তোর্ষা সেতুর রেলিংয়ের ধারে গিয়ে ঝুঁকে না দেখলে বা নদীবক্ষে না নামলে এই কারসাজি বোঝা সাধারণত অসম্ভব। এছাড়াও প্রশাসন অভিযান চালিয়ে পাচারচক্রের ট্রাক বা আর্থমুভার আটক করলে পাচারচক্রের বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে টোটো বা ভুটভুটি অনেক সুবিধাজনক। সেগুলি আটক হলে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটাই কম থাকে। আর ছোট যানবাহন বালির বস্তা নিয়ে মূল রাস্তা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ভেতরের রাস্তা দিয়েও গন্তব্যে পৌঁছাতে অসুবিধা হয় না। তবে গোটা ঘটনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এভাবে বালি পাচারের কৌশল তাঁদের চোখে পড়েনি- এটা অসম্ভব মনে করছেন সকলে। সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরা কেন পুলিশের সাহায্য চাইছেন না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

দিন কয়েক আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেছিলেন, 'বালি পাচার রুখতে জেলাজুড়ে লাগাতার অভিযান চলছে।' কিন্তু বর্তমানে তোর্ষা নদীবক্ষে পাচারচক্রের রমরমা কিন্তু সেকথা বলছে না। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন বালি পাচার বন্ধ করতে ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা অধ্যাপক তাপসকুমার বর্মনের বক্তব্য, 'এভাবে প্রশাসনের নাকের ডগায় অবাধে সরকারি সম্পদ লুট হচ্ছে। অথচ তারা উদাসীন। নদীবক্ষে সর্বক্ষণ পুলিশ প্রহরা ও পাচারকারীদের চিহ্নিত করে ফৌজদারি মামলা করলেই বালি পাচার বন্ধ করা সম্ভব।'

নেই মেয়াদ উত্তীর্ণের স্টিকার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারের ক্ষীর দইয়ের কদর ঘরে ঘরে। রাজ্য কিংবা দেশ তো বটেই, এখানকার ক্ষীর দই এখন পাড়ি দিচ্ছে বিদেশেও। কিন্তু এই দই কি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ? দই কিনে ক্রেতারা ঠকছেন না তো? এসব জানতে বছরখানেক আগে গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারে অভিযান চালিয়েছিলেন ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিকরা। তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, প্যাকেটজাত খাবারের মতো দইয়ের হাঁড়িতেও লাগাতে হবে প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার। কিন্তু সেই অভিযানের এক বছর আগে সেই নির্দেশ দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার অমিল শতাধিক পরিবার দই ব্যবসায় জড়িত। যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে এখানকার ক্ষীর দইয়ের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। সারাবছরই ভালো ব্যবসা চলে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক মনোজিৎ রাহা জানান, 'দইয়ের দোকানগুলিতে দু'বার অভিযান চালানো হয়েছে। দইয়ের হাঁড়িতে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সহ দামের স্টিকার লাগাতে বলা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। কিন্তু তাঁরা সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন। আমরা অভিযান ফের চালিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেব।'

প্রহৃত টোটোচালক

প্রথম পাতার পর

পুলিশ কখনোই তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না। সেকারণেই দিন-দিন তার ঔদ্ধত্য বাড়ছে। ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে পুলিশ কুন্তলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক।' বিজেপি নেতা দীপককুমার রায়ও কুন্তলের শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সাংসদ-পুত্র যা করেছে সেটাই তৃণমূলের আসল ছবি। বারবার সাংসদ-পুত্র অন্যায় করলেও পুলিশ পদক্ষেপ করেনি। তাই তার অন্যায় বেড়েই চলছে।'

নিষিদ্ধ হাসিনার ভাষণ

প্রথম পাতার পর

তবে সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় চলে এখন হাসিনার কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞায়। অপরাধ ট্রাইবিউনালের নির্দেশের পর আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসেন বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমগুলির কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাইবিউনালের নির্দেশ পাঠানো হবে।' অন্যদিকে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের কোনও বিপদ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, 'ভারতকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। সীমান্ত স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার করছে।' বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে তাঁর পরামর্শ, 'তারা (ভারত) যা করছে, আপনারা তার প্রতিবাদ করবেন। সত্যি ঘটনা প্রকাশ করবেন।'

মাখনা বিপ্লবে বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

প্রথম পাতার পর

সেখানকার আলিনগর, বাহাদুরপুর, বেহেরা, হায়াঘাট, কেওটি, নেহেরার মতো গ্রামের লোক বছরের ৮ থেকে ১০ মাস কাটান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন প্রান্তে। সপরিবার। বাচ্চারা অনেকে স্থানীয় স্কুলে পড়ে। এঁদেরকে স্থানীয়রা বলেন, মাখনার ফড়িয়া শ্রমিক। রেলস্টেশনের রাস্তার দিকে যান অথবা বারদুয়ারি বা চাঁচলের দিকে। দেখবেন, রাজ্য সড়কের পাশেই থাকার জায়গা করে ফেলেছেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই।

অবৈজ্ঞানিকভাবে পুরো কাজ চললেও সংখ্যাতত্ত্ব চমকে দেয়। মালদায় মাখনা চাষ হয় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে। মাখনা হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। অন্তত ২৫০ কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ। অথচ মাখনার প্যাকেজিং নিয়ে কারখানা হচ্ছে অন্যত্র। মালদায় কিছু হয় না।

অনেক প্রশ্ন উঠবে পরপর। এত লোক বিহার থেকে আসে কেন? স্থানীয়দের দিয়ে এই কাজ হয় না? তা হলে তো পরিযায়ী হিসেবে স্থানীয়দের যেতে হয় না ভিনরাজ্যে।

উত্তরটি অতি সহজ। মাখনা তোলার কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। জলে নেমে ডাঁটা থেকে মাখনার ফল তুলতে হয়। সেটা খুব কঠিন। হাতের চেহারা, রংই পালটে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। দ্বারভাঙ্গার লোকেরা এই কাজ যত ভালো করেন, অন্য কেউ তা পারে না।

এত কথা লিখছি একটা যন্ত্রণা থেকে। মালদার মাখনা চাষকে আরও আধুনিক, আরও উন্নততর করার কোনও ভাবনাই রাজ্য সরকার বা জেলা কৃষি দপ্তরের নেই। বাম আমলেও ছিল না, তৃণমূল আমলেও নেই। বিহারের দ্বারভাঙ্গা, কাটিহার, পূর্ণিয়া এলাকায় মাখনার রমরমা দেখে হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারির পুরুষোত্তম ভগৎ এলাকায় মাখনার চাষ শুরু করেন বছর তিরিশেক আগে। বারবার দৌড়েছেন কলকাতায়। যদি রাজ্য কিছু করে।

একটা সময় এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মৈত্র কৃষি বিপণনমন্ত্রী ছিলেন, এখন যেমন স্থানীয় বিধায়ক তাজমুল হোসেন মন্ত্রী। তবু মাখনাকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্পাঞ্চল হয়নি হরিশ্চন্দ্রপুরে। মাঝে শুনেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে। মাখনাকে নিয়ে স্পেশাল ইকনমিক জোনেরও কথা উঠেছিল। হায়, সব কথাই থেকে গেল! তাজমুল অ্যান্ড কোং ব্যাপারটার গুরুত্বই বোঝেন না।

বিহার কী করল? ২০২২ সালের এপ্রিলে তারা জিআই ট্যাগ পেয়ে গেল মাখনার। সেটা পূর্ণিয়ার মিথিলাঞ্চল মাখনা উৎপাদক সংস্থার নামে। দ্বারভাঙ্গায় হল মাখনার ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার। দ্বারভাঙ্গার সাংসদ গোপালজি ঠাকুর সংসদে অনেকবার মাখনার প্রসঙ্গ তুললেন। এমনও বলা হল, দ্বারভাঙ্গার তিনটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হল পুকুর, মাছ এবং মাখনা। ভাগলপুরের বিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের কাজে লাগানো হল মাখনার জিআই ট্যাগ আনার ব্যাপারে।

মালদা, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ শুধু ঘুমিয়ে রইল। মন্ত্রীরা, সাংসদরা, আমলারা, কৃষি গবেষকরাও।

ইন্টারনেটে যান। দেখবেন মাখনা নিয়ে চার বছর আগে একটা সিনেমা হয়েছে--মিথিলা মাখন। মৈথিলি ভাষায় প্রথম ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে সেটা।

বাংলা আদৌ কিছু ভেবেছে মাখনার প্রচার ও প্রসার নিয়ে? মালদা আগে যে কারণে বিখ্যাত ছিল, সবই নষ্টের দিকে। আমবাগান কমছে। নষ্ট হচ্ছে স্বাদ। চাষে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় না বলে আমের আকারও ছোট হচ্ছে, ফলের গায়ে বিশ্রী দাগ। রেশম, আরেক গর্বের জায়গাও ধ্বংসের পথে। এই অবস্থায় মালদার প্রশাসন মাখনা চাষকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর চুপ করে বসে মালদার প্রশাসনের মতো। এদেরও জেগে ঘুমোনো অভ্যাস।

সবচেয়ে দুর্দশা হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের। কোটা সিস্টেমে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর হাতে মাইক্রো, স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। মাখনা নিয়ে সেখানেই নতুন কিছু করা যেত। ভাবাই হয়নি। শুনছি, এতদিনে নাকি এক উন্নত মেশিন আসবে মাখনা তৈরির জন্য। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েও উদয়ন গুহ বা সাবিনা ইয়াসমিন বা গৌতম দেব মাখনাকে বাংলার অস্ত্র করার কথা ভাবেননি। যানইনি ওদিকে। গৌড়-আদিনার পর্যটনই অনাদরে ধুঁকছে, তো মাখনাশিল্প!

কলকাতার তুলনায় উপেক্ষা জোটে, এই আক্ষেপ শিলিগুড়ি টু কোচবিহারের লোকেদের, নেতাদের। মালদা ও দুই দিনাজপুরও সেভাবে বলতে পারে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর শুধু শিলিগুড়ি-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের কথা ভাবে। মন্ত্রক ও মন্ত্রীর কাছে মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট অবহেলিত। মাখনাশিল্প জেলার মন্ত্রীদের কাছেও চিরউপেক্ষিত। একদিন মাখনাও হয়তো আম বা রেশমের মতো বর্ণহীন হয়ে যাবে!

খেলায় আজ

১৯৮৮ : রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন। ৪৪ টেস্টে ২০০ উইকেট নিয়ে তিনি বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে মাইলস্টোনে পা রাখেন।

সেরা অফবিট খবর

বিরাট ঘুমেই লুকিয়ে রহস্য

৩৬ বছরের বিরাট কোহলির ফিটনেস তরুণদের ঈর্ষার বিষয়। অনুষ্কার কথায় যার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ৮ ঘণ্টা ঘুমে। বলেছেন, ‘ঘুম নিয়ে বিরাট কখনও সমঝোতা করে না। ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময় খরচে ও কার্পণ্য করে না। যা ওর পারফরমেন্সকে আরও ধারালো করে তোলে।’

ভাইরাল

চা বাগানে ফোটোশুট

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড মহিলাদের টি২০ সিরিজের জন্য দুই অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও গ্যাবি লুইসকে নিয়ে ফোটোশুট করা হয়। এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ১৭৫ বছর পুরোনো সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানকে। দুই অধিনায়ককে সাজানো হয়েছিল চা শ্রমিকদের পোশাকে।

সংখ্যায় চমক

৫

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম শতরান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রিয়ান রিকেলটন (১০১)। যার সুবাদে প্রোটিয়াদের ইতিহাসে ২০২৪ সালে প্রথম টেস্ট শতরানকারীর সংখ্যা পৌঁছে গেল পাঁচে।

উত্তরের মুখ

কুয়ালালামপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ গেমস টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জিতলেন শিলিগুড়ির শুভেচ্ছা রায় (ডানদিকে)। বিবেকানন্দ ক্লাবের কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীটি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের টিম ইভেন্টে রুপো ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

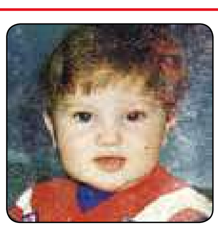

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক মশাল কীসের প্রতীক?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. প্যাট কামিন্স,
২. গ্যারি কাসপরভ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, দেবজিৎ মণ্ডল।

পেনাল্টি মিস এমবাপের

লা লিগায় হার রিয়াল মাদ্রিদের

বিলবাও, ৫ ডিসেম্বর : লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টের ব্যবধান ৪। তবে বার্সা যেখানে ১৬টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে, সেখানে বুধবার ১৫ নম্বর ম্যাচ খেলল রিয়াল। ফলে টানা দুইটি ম্যাচ জিতলেই কাতালান জায়েন্টদের টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলের সামনে। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে সেই সুযোগ হেলায় হারালেন কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগোরা। পেনাল্টি নষ্ট করে হারের দায় নিলেন এমবাপে।

> সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

এদিন শুরু থেকে বহু চেষ্টা করেও লিড নিতে ব্যর্থ রিয়াল। উলটে ৫৩ মিনিটে গোলহজম। এর মিনিট পনেরো পরই পেনাল্টি থেকে এমবাপের নেওয়া দুর্বল শট রুখে দেন বিলবাওয়ের গোলরক্ষক। তারপরও ৭৮ মিনিটে জুডে বেলিংহামের করা গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন মাদ্রিদের সমর্থকরা। যদিও দুই মিনিটের ব্যবধানে ফের গোল হজম করায় হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। এদিন হারের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হতাশ এমবাপে বলেছেন, ‘সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।’

অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করা কিলিয়ান এমবাপেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন জুডে বেলিংহাম।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে হারাল আর্সেনাল, ড্র লিভারপুলের

স্বস্তির জয় ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর : হাসি ফিরল পেপ গুয়ার্দিওলার মুখে। প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ২-০ গোলে আর্সেনালের কাছে হেরে গেল। রক্ষণের ব্যর্থতায় আটকে গেল ছন্দে থাকা লিভারপুলও। লাগাতার হারের পরও প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। তাঁর কথার মান রাখলেন শিষ্যরা। নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে ম্যান সিটি জিতল ৩-০ গোলে। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে নটিংহাম রক্ষণকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে সিটি। ৮ মিনিটেই কেভিন ডি ব্রুয়েনের সহায়তায় গোল করেন বার্নার্ডো সিলভা। ৩১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন ব্রুইন নিজে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ৩-০ করেন জেরেমি ডোকু।

সাত ম্যাচ পর ম্যাচ জিতে কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পেপ। ম্যাচের পর বলেছেন, ‘হারটা যাতে অভ্যাসে পরিণত না হয় তার জন্য এই জয়টা প্রয়োজন ছিল।’ গত কয়েকটি ম্যাচে ডি ব্রুয়েনকে শুরু থেকে খেলাননি। পেপের সঙ্গে বেলজিয়াম তারকার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনাও চলছিল। এদিন ব্যঙ্গাত্মক সুরে তার উত্তর দেন সিটি কোচ। বলেছেন, ‘মনে হয় আমি কেভিনকে খেলাতে পছন্দ করি না। ফাইনাল থার্ডে যার প্রতিভা অন্যতম সেরা। দীর্ঘ নয় বছর একসঙ্গে কাজ করার পরও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা।’ পরে বলেছেন, ‘চোট সারিয়ে ফেরায় কেভিনের ওপর চাপ যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।’

এদিকে, পর্তুগিজ রুবেন অ্যামোরিম দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিনই প্রথম হারের মুখ দেখল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। সবদিক থেকে সমানে সমানে লড়াই দিলেও সেট পিসে ইউনাইটেডকে পিছনে ফেলল মিকেল আর্তেতার দল। দ্বিতীয়ার্ধে জুরিয়েন টিম্বার এবং উইলিয়াম সালিবা দুইটি গোলই করেন কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে।

অন্যদিকে, ইপিএলে লিভারপুল-নিউক্যাসল ইউনাইটেড ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। এদিন ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরায় আর্নে স্লটের দল। পরপর দুটি গোল করে লিভারপুলকে এগিয়েও দেন মহম্মদ সালাহ। তবে পয়েন্ট নষ্ট করতে হল নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল হজম করে। সালাহ ছাড়া অল রেডসের হয়ে অপর একটি গোল কার্টিস জোন্সের।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে প্রথম হারে হতাশ রুবেন অ্যামোরিম (বাঁয়ে)। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস কেভিন ডি ব্রুয়েনের। বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে।

অনুশীলনে অনুপস্থিত হলেও হেক্টর চেন্নাই যাচ্ছেন

কার্ড সমস্যায় চিন্তায় ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে জয়ের পর অন্তত ‘আমরাও জিততে পারি,’ এই বোধটা ফের জেগে উঠেছে ইস্টবেঙ্গলে। ফলে অনুশীলনেও ফুরফুরে লাগে গোটা দলকে দেখে। শুধুমাত্র কাঁটার মতো খচখচ করছে চেন্নাই উড়ে যাওয়ার একদিন আগে হেক্টর ইউস্তের অনুপস্থিতি। সম্ভবত তাঁর চোট পুরোপুরি সারেনি। কিন্তু তাঁকে যে হিজাজি মাহেরের থেকেও বেশি প্রয়োজন ম্যাচে, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে লাল-হলুদ কোচের কাছে। তাই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে মাঠে নামানোর জন্য ইউস্তেকে তৈরি রাখছেন তিনি। জানালেন অস্কার ব্রুজোঁ নিজেই। বলেছেন, ‘আমরা শুক্রবার এখানে অনুশীলন করেই চেন্নাই যাব। তাই এদিন দুই-একজনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কারণ সেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ থেকে দল খেলে চলেছে। টানা খেলার ক্লান্তি থাকে। শুক্রবারের অনুশীলনে সবাই থাকবে।’ এর বাইরেও চিন্তা যে নেই, তা নয়। চার বিদেশির তিনটি করে হলুদ কার্ড। দুই সেন্টার ব্যাক হিজাজি ও ইউস্তে ছাড়াও সাউল ক্রেসপো ও ক্লেইটন সিলভাও আর একটা করে কার্ড দেখলেই পরের ম্যাচে নেই। সেক্ষেত্রে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ এই কার্ডের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে এঁরা কেউ একজন কার্ড দেখলেই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে নেই। তবু ব্রুজোঁ বলছেন, ‘এই কার্ড সমস্যাটা ফুটবলের অঙ্গ। কিছু করার নেই। ওড়িশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।’

> কার্ড সমস্যা ফুটবলের অঙ্গ। ওড়িশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

কোচ অবশ্য বিভিন্ন পজিশনে ফুটবলারদের খেলিয়ে তৈরি রাখার চেষ্টা করছেন। যেমন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং না থাকায় পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেই তিনি জিকসন সিংকে খেলিয়েছেন উইংয়ে। জিকসন বলেছেন, ‘আমার নিজের কোনও পছন্দের জায়গা নেই। কোচ যেখানে খেলাবেন আর দলের প্রয়োজন যে পজিশনে সেখানে খেলতে আমার আপত্তি নেই।’ তিনিও চেন্নাইয়ান দলটাকে শক্তিশালী বলে মনে করছেন। তিনি বলেছেন, ‘কিছু দল আছে যাদের সম্পর্কে আগাম আন্দাজ করা যায় না। চেন্নাইয়ানও সেই রকমই দল। তবে এই কোচ আসার পর দলের মধ্যে সদর্থক ভাবনাচিন্তা এসেছে। সেটাই কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়।’ তিনিই একমাত্র ফুটবলার যাঁর এখনও পর্যন্ত ভারতীয় হিসাবে যে কোনও পর্যায়ের বিশ্বকাপে গোল আছে। সেখান থেকে এখনও ইস্টবেঙ্গলে নিজের জায়গা পাকা করতে না পারা। জিকসন নিজেই বলেছেন, ‘একজন ফুটবলারকে নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য লড়ে যেতে হয়। তাই আরও উন্নতির চেষ্টা করছি।’ আপাতত তাঁর উপর ভরসা রাখতে সমস্যা নেই ব্রুজোঁর। কারণ আগের ম্যাচে তিনি ও বিষ্ণু দুইটি উইংকে অনেক বেশি সচল রাখতে পেরেছেন। ফলে নন্দ ও মহেশের পক্ষে এখন দলে ঢোকা কঠিন।

এসিএলের চোটের জন্য রয় কৃষ্ণা বাকি মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত খুঁজছেন সের্জিও লোবেরা। তাঁর জায়গায় ইস্টবেঙ্গল থেকে ক্লেইটন সিলভাকে নিতে আগ্রহ দেখাল ওড়িশা এফসি। এমনিতেই ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারকে ছাড়তে চায় ইস্টবেঙ্গল।

নয়াদিল্লির পথে মহমেডানের মিরজালোল কাশিমভ।

বিপক্ষ উদাহরণ চেরনিশভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার আইএসএলের মঞ্চে প্রথমবার দুই আই লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই। অ্যাওয়ে ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। তার আগে দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোই আসল চ্যালেঞ্জ কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের কাছে। প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই ভালো শুরু করছে মহমেডান। কোনও কোনও ম্যাচে গোলও হচ্ছে। কিন্তু তার পরই খেলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণভাগের ফুটবলাররা প্রতিপক্ষের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও খেই হারিয়ে ফেলছেন। সমর্থক থেকে ক্লাবকর্তা সকলেই বেশ বিরক্ত। তবে সাদা-কালো কোচের আশা খুব তাড়াতাড়ি ভালো সময় আসবে। ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাবকেই উদাহরণ হিসাবে দেখতে চাইছেন চেরনিশভ। বলেছেন, ‘পাঞ্জাবও আই লিগ থেকে আসার পর শুরুটা ভালো করেনি। জানুয়ারি থেকে ভালো খেলতে শুরু করে। তারপর একটা সময় সুপার সিক্সের দৌড়েও ছিল প্রবলভাবে। আর এবার ওরা কত ভালো জায়গায় আছে।’

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? চেরনিশভের ধারণা, ‘গোল করতে না পারাটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হতে পারে। অনুশীলনে ভালো করলেও ম্যাচে ফুটবলাররা জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একবার দল গোল পেতে শুরু করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।’ যে কারণে ইতিমধ্যেই দলের মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে রাহুল পট্টবর্ধনকে নিয়োগ করেছে মহমেডান। যদিও চেরনিশভ বলছেন, ‘মহমেডানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সিতে খেলাটাই ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত।’

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচে দলের রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জোসেফ আদজেই চোট সারিয়ে ফিরলেও ফের একই জায়গায় ব্যথা অনুভব করছেন। এই ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। যা সম্ভাবনা তাতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের পাশে মহম্মদ ইরশাদ অথবা জসিমকে খেলাতে পারেন চেরনিশভ।

আইএসএলে আজ

পাঞ্জাব এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

আবারও ভেস্তে গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বৈঠক

দুবাই, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চলতি নাটকের শেষ কোথায়? তারিখের পর তারিখ চলে যাচ্ছে। সমাধান সূত্র এখনও মেলেনি। আইসিসি-র শীর্ষপদে বসে জট ছাড়াতে প্রথমবার বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন জয় শা। কিন্তু সেই বৈঠকও নিষ্ফলা। আইসিসির তীব্র চাপ সত্ত্বেও শর্তহীন হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

ফলস্বরূপ ফের নতুন এক তারিখ। শনিবার আইসিসি-র শীর্ষকর্তারা ভারত, পাকিস্তান সহ সদস্যভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার বৈঠকে বসবে। ৭ ডিসেম্বরের যে বৈঠকে জট ছাড়বেই বলা যাচ্ছে না। তবে আইসিসির সূত্রের খবর অনুযায়ী, শনিবার পাকিস্তান অবস্থান থেকে সরে না এলে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটবে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

হাইব্রিড মডেল নাহলে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানো হবে- আইসিসির তরফে ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হাইব্রিড মডেলে হলেও সংগঠক হিসেবে প্রাপ্য পুরো অর্থই পাবে পাকিস্তান। যদিও পিসিবি-র দাবি, ভারতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী আইসিসি টুর্নামেন্টেও হাইব্রিড মডেলে করতে হবে, তাহলেই একমাত্র তারা রাজি, নচেৎ নয়।

ভারতের হয়ে চাপ সম্প্রচার সংস্থার

পাকিস্তানের এহেন অবস্থানের মাঝে ভারতের হয়ে চাপ বাড়াল টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সংস্থা স্টার ইন্ডিয়া। লিখিতভাবে আইসিসি-কে জানিয়েছে ভারত না খেললে যে বিশাল ক্ষতি হবে, তা সামলানো অসম্ভব। সম্প্রচার সংস্থার দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে প্রাপ্য আয়ের ৯০ শতাংশ ভারতের বাজার থেকে আসে। ফলে ভারতহীন টুর্নামেন্ট আয়োজন কার্যত অসম্ভব।

স্টার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্প্রচারের জন্য আইসিসি-কে ৬৩৫২ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। ভারত না খেললে এই অর্থের ৯০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে। টাকার অঙ্কে যা ৫৭১৬ কোটি। পাকিস্তান সরে দাঁড়ালে সেখানে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩৪ কোটি টাকা ক্ষতি। ভারতের তুলনায় যা অনেকটাই কম।

সম্প্রচার সংস্থার চাপ নিয়ে আইসিসি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা নেই। ভারতকে নিয়েই টুর্নামেন্ট হবে। প্রয়োজনে পাকিস্তান থেকে সরিয়ে অন্য দেশে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর।

কাম্বলির পরিণতিতে ‘আক্ষেপ’ দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : প্রতিভা থাকলে শুধু হয় না। দরকার তার সঠিক লালনপালনের। বাইশ গজে সর্বোচ্চ সাফল্য পেতে দক্ষতা যেমন জরুরি, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ একাগ্রতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা। এই কারণে শচীন তেন্ডুলকার সর্বোচ্চ শিখরে আর বিনোদ কাম্বলি দ্রুত হারিয়ে গিয়েছেন। প্রাক্তন সতীর্থ কাম্বলিকে নিয়ে এমনই মত রাহুল দ্রাবিড়ের।

দ্রোণাচার্য কোচ রমাকান্ত আচরেকারের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শচীন-কাম্বলির যুগলবন্দির ভিডিও ভাইরাল। কাম্বলির শারীরিক, মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্নটা ফের সামনে। তাঁকে নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় দ্রাবিড়ের ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি, ‘প্রতিভার ভুল ব্যাখ্যা করি আমরা। আমিও ভুল করি। ব্যাটারদের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব পায় শটের দক্ষতাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত দায়বদ্ধতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তাও কিন্তু প্রতিভা। প্রতিভা নির্ণয়ের সময় সবকিছুই বিবেচ্য হওয়া উচিত।’

শচীন-কাম্বলির তুলনা টেনে দ্রাবিড়ের সংযোজন, ‘টাইমিং এবং শট খেলার ক্ষেত্রে অনেকের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা থাকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন কভারের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে শট খেলত। শচীন, বীরুর (বীরেন্দ্র শেহবাগ) টাইমিংও দুর্দান্ত ছিল। বিনোদের শট নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। রাজকোটে একটা ম্যাচে দেখেছিলাম, (জাভাগল) শ্রীনাথ, অনিলের (কুম্বলে) বিরুদ্ধে কীরকম দাপট নিয়ে ১৫০ করে। অনিলের প্রথম বলটাই সোজা গ্যালারিতে! প্রতিপক্ষ হয়েও উপভোগ করেছিলাম। হয়তো জীবনের বাকি জায়গাগুলিতে (একাগ্রতা, শৃঙ্খলা) একই প্রতিভা দেখাতে পারেনি ও। এইজন্যই শচীন আজ এই জায়গায়।’

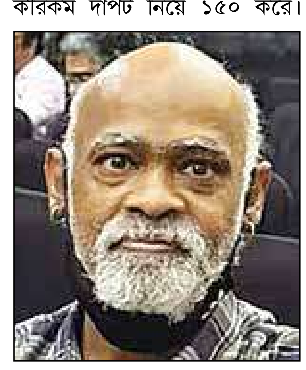

স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছে কাম্বলির।

কাম্বলিকে নাকি একসময় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কপিল দেবও। চিকিৎসা, রিহ্যাবের সমস্ত খরচ বহনের আশ্বাসও দেন। শর্ত একটাই, সুস্থ হওয়ার তাগিদ, সদিচ্ছা দেখাতে হবে কাম্বলিকে। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলে কপিলের সতীর্থ বলবিন্দার সিং সান্ধু এদিন যে কথা প্রকাশ্যে আনেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে গর্ডন গ্রিনিজের স্টাম্প উড়িয়ে দেওয়া সান্ধু বলেছেন, ‘কাম্বলি রিহ্যাবে যেতে রাজি হলে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল কপিল। শর্ত একটাই, সদর্থক উদ্যোগ নিতে হবে খোদ কাম্বলিকে। তাহলে যত টাকা খরচ হবে, তা বহন করবেন কপিল।’

এদিকে, কাম্বলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির আম্পায়ার মার্কাস কুটোর দাবি, রিহ্যাব করে লাভ নেই। একাধিকবার নিজেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বন্ধুর অবস্থা খারাপ শুনে ছুটে গিয়েছেন কাম্বলির বাড়িতে। সেই মার্কাস দাবি করেছেন, ‘ওর রিহ্যাবে গিয়ে লাভ নেই। ১৪ বার গিয়েছে। তিনবার আমরা উদ্যোগ নিয়ে ওকে রিহ্যাব সেন্টারে নিয়ে যাই। কিন্তু কিছু হয়নি।’

হারের ধাক্কায় অন্তর্দ্বন্দ্ব মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আইএসএলে পরপর হারের ধাক্কায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কর্তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। নজিরবিহীনভাবে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজুর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। সচিবের মুখ বন্ধ করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ করেছেন মহমেডান সভাপতি। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল সাদা-কালো তাঁবু।

বৃহস্পতিবার ক্লাব তাঁবুতে সভাপতি আমিরুদ্দিন বলেছেন, ‘আমাদের ক্লাবের কিছু ব্যক্তি ভুলভাল কথা রটাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা আমাদের টাকা দিচ্ছে না এমনও বলছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ওরা ইতিমধ্যে চল্লিশ শতাংশ টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছে।’ কয়েকদিন আগে দলের পরপর হারে ক্ষুব্ধ সচিব ইশতিয়াক কোচের পদত্যাগ দাবি করেন। এদিন সেই প্রসঙ্গে সচিবের নাম না করে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন তাঁকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেছেন, ‘কোচকে পদত্যাগ করার কথা কেউ বলতে পারে না। এই বিষয়টা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে কোচের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে।’

এদিন সচিবকে কোণঠাসা করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নেওয়ার কথাও জানান আমিরুদ্দিন। বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মুখপাত্র নিয়োগ করা হবে। আপাতত কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিনকে এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে কেউ সরকারি বিবৃতি দিতে পারবেন না।’

আসছেন গতবারের দুই চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : গতবছর টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে রানের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কেনিয়ার ড্যানিয়েল এবেনিও ও ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেডে। এবারও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসছেন দুই চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট। টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা এই বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থার গোল্ড লেবেল রেসের আওতায় চলে এসেছে। বাড়ছে পুরস্কার মূল্যও। বিশ্বের আরও নামীদামি দৌড়বিদরা অংশ নেবেন। কাজেই শিরোপা ধরে রাখার লড়াই কঠিন হতে চলেছে ড্যানিয়েল, কেবেডেদের কাছে।

সামি-অভিষেকে মুস্তাকের প্রি-কোয়ার্টারে বাংলা

রাজস্থান-১৫৩/৯ বাংলা-১৫৪/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজস্থানকে ভাঙলেন মহম্মদ সামি (৪-০-২৬-৩)। পরে ব্যাট হাতে দলের ইনিংস গড়লেন অভিষেক পোড়েল (৪৮ বলে ৭৮)।

সামি-অভিষেকের দাপটে রাজস্থানকে সাত উইকেটে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল টিম বাংলা। যেখানে আগামী সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলাকে। গ্রুপের শীর্ষস্থান পাওয়ার পরও রানরেটে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হচ্ছে।

আজ সকালে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সামি ম্যাজিকের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল রাজস্থান। সেই চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন কার্তিক শর্মা, মাহিপাল লোমোররা। কিন্তু সেই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৩/৯ স্কোরে থেমে যায় রাজস্থানের ইনিংস। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ফর্মে থাকা করণ লালকে (৪) শুরুতে হারালেও জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার। ওপেনার অভিষেকের পাশে সমানভাবে দলকে ভরসা দিয়েছেন অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ৫০)।

সোমবার প্রতিপক্ষ চণ্ডীগড়

পরিস্থিতি ছিল মরণ-বাঁচনের। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে হলে জিততেই হত বাংলাকে। সেই লক্ষ্যে দারুণভাবে সফল সুদীপ, ম্যাচের সেরা অভিষেকরা। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘এই জয়ে দলের সকলের সমান অবদান রয়েছে। পুরো দলকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকি।’ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বের ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু মুস্তাক আলির নকআউট পর্ব। তার আগে আগামীকালই বাংলা দলের রাজকোট থেকে বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘মরণ-বাঁচন ম্যাচ ছিল বলেই আমরা রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই পরিকল্পনা সফল হয়েছে।’ এসবের মধ্যেই সামি বল হাতে নিয়মিতভাবেই উন্নতি করছে। আজও রাজস্থান ব্যাটিংয়ের শুরুতে ধস নামিয়েছিলেন তিনিই। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের কথায়, ‘মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় সামি ফিট ছিল। মাঝের কয়েকদিনে ও আরও ফিট হয়ে উঠেছে। অতীতের ছন্দও ফিরে পেয়েছে। সামি আমাদের গর্ব।’

ম্যাচের সেরার চেক হাতে বাংলার অভিষেক পোড়েল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ ময়ূখ (মিমো) -এর জন্মদিনে অনেক আদর ও ভালোবাসা সহ ঠাম্মি, মা, বাবা ও দিদি, মদনমোহন পাড়া, অপূর্ব পার্ক, দিনহাটা, কুচবিহার।

কোথায় খেলবেন হিটম্যান, ধাঁধায় অজিরা

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ওপেনিংয়ে খেলবেন না ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রশ্ন মিডল অর্ডারে খেললে কত নম্বরে? রোহিত শর্মার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যে ধোঁয়াশা ধাঁধা প্রতিপক্ষ অজিদের জন্যও। রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ, যে পজিশনে খেললে অজিদের সবথেকে বেশি চাপে রাখতে পারবে মনে করবে, সেখানেই খেলা উচিত রোহিতের।

প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, ‘নবীন-প্রবীণের দারুণ মিশ্রণ রয়েছে ভারতীয় দলে। আর ওপেন করবে নাকি মিডল অর্ডারে খেলবে, পছন্দটা রোহিতের নিজস্ব। ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কোথায় খেললে অজিদের চিন্তায় রাখতে পারবে, অজিরা পছন্দ করবে না, সেটাই বেছে নিক ও।’

ইডেনে টেস্ট অভিষেকে ৬ নম্বরে নেমে শতরান করেন রোহিত।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে শাস্ত্রীয় বচন

৫ বা তার নীচে নেমে ৪১ ইনিংসে করেছেন ১৪৭৪ রান। গড় ৪৩.৪৫। তবে গত ৬ বছরে মিডল অর্ডারে দেখা না গেলেও শাস্ত্রীর যুক্তি, লোকেশ রাহুল-যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিং জুটি থাকুক অ্যাডিলেডের দিনরাতের টেস্টেও।

কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘আমার মতে রাহুলই ওপেন করুক। রোহিত অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর সেভাবে প্রস্তুতি সারতে পারেনি। প্র্যাকটিস ম্যাচে দ্রুত আউট হয়। রোহিত বরং ৫ বা ৬-এ খেলুক। চোট সারিয়ে শুভমানও ফিরছে। নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। গত ১০-১৫ বছরে এরকম শক্তিশালী ব্যাটিং নিয়ে কোনও দল অজি সফরে আসেনি। বোলিংয়ে কোনওরকম কাঁটাছেড়া প্রয়োজন নেই। পারথের বোলিং ব্রিগেডই খেলুক অ্যাডিলেডে।’

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আবার যশস্বীতে মজে। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিও কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, ‘প্রতিভাবান ওপেনিং ব্যাটার। ইতিমধ্যেই ওর ব্যাট থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সেঞ্চুরি এসেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অভিষেকেই শতরান। দ্বিশতরান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এখন অস্ট্রেলিয়ায় যশস্বী-ম্যাজিক জারি।’

যশস্বীর অতীতের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে গিলক্রিস্ট জানান, রাতে ঘুমের মধ্যে নয়, চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পরিশ্রম করেছে, ঘাম ঝরিয়েছে। অন্ধকার টেন্টে, খালি পেটে থেকেও যে স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেয়নি যশস্বী। আর এই অতীতটাই তরুণ ভারতীয় ওপেনারের ভালো খেলার সবথেকে বড় রসদ।

গিলক্রিস্টের মতে, কুড়িতেই লাখো, কোটি সমর্থকের প্রত্যাশার চাপ সামলে সফল যশস্বী। আইপিএলের পাশাপাশি দেশের হয়ে সাফল্য পাচ্ছে। তবে পারথে করা ১৬১, রাতারাতি বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনায় এনে দিয়েছে বাঁহাতি ওপেনারকে। ঈশ্বরই জানে, যশস্বীর স্বপ্নের দৌড়ের শেষ কোথায়।

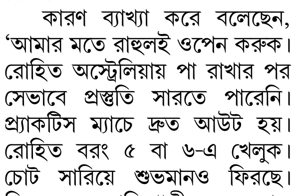

টানা ছয় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের নবম রাউন্ডে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে ফের ড্র করলেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। এদিন সাদা ঘুঁটির সুবিধা নিয়েও গুকেশ এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন। দুজনেরই পয়েন্ট ৪.৫। বাকি আর পাঁচটি রাউন্ড। তার মধ্যে প্রথম ৭.৫ পয়েন্ট পাবেন যিনি তিনিই চ্যাম্পিয়ন হবেন। তাছাড়া ১৪ রাউন্ড শেষেও মীমাংসা না হলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হবে টাইব্রেক রাউন্ডে। গুকেশ জিতলে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

নজরে অজি ব্যাটিং বনাম বুমরাহ

গোলাপি যুদ্ধে বৃষ্টির পূর্বাভাস

ফিল্ডিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ঘটনার ঘনঘটা! অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। জোশ হ্যাজেলউডের পরিবর্তে খেলবেন স্কট বোল্যান্ড। টিম ইন্ডিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেনি। কিন্তু জোড়া বদল নিশ্চিত। ধ্রুব জুরেল ও দেবদত্ত পাডিক্কালের পরিবর্তে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল ফিরছেন প্রথম একাদশে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে অ্যাডিলেডে। আগামীকাল ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি টেস্টের প্রথম দিন ভাসতে পারে বৃষ্টিতে। ফলে ভারত-অজি গোলাপি যুদ্ধে টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সঙ্গে রয়েছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ১৫০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর বল হাতে অজি শিবিরে পালটা আঘাতের কাজটা শুরু করেছিলেন বুমরাহ। ফল কী হয়েছিল, সবার জানা। বুমরাহ ‘আতঙ্ক’ এখনও প্রবলভাবেই রয়েছে অজি শিবিরে। থাকবেও।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে টিম ইন্ডিয়া আত্মবিশ্বাসের এভারেস্টে চড়ে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে, এমন ঘটনা বিরল। সেই বিরল ঘটনাই কাল প্রত্যক্ষ করতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। অ্যাডিলেড টিম ইন্ডিয়ার জন্য এমন একটা মাঠ, যা দলের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলির জন্য ‘পয়া’। আবার চার বছর আগে এই মাঠেই দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ৩৬ অলআউটের লজ্জার রেশ এখনও রয়েছে ভারতীয় শিবিরের অন্দরে। অতীতের ধাক্কা রোহিত-বিরাট-বুমরাহদের জন্য কাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে ‘বদলার’ মেজাজ নিয়ে আসে কিনা, ক্রিকেটমহলে তারও জল্পনা চলছে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের মতোই অ্যাডিলেড ওভালের মাঠও অস্ট্রেলিয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থেই ‘দুর্গ।’ পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিলেডে মোট সাতটি দিন-রাতের গোলাপি টেস্ট খেলেছেন অজিরা। কখনও হারের স্বাদ পেতে হয়নি স্টিভেন স্মিথদের। এবার কি ছবিটা বদলাতে চলেছে? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে পারথের জয় ও সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট হিসেবে শুক্রবার অ্যাডিলেডে নামবে ভারত। নামবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। যেখানে অধিনায়ক রোহিত প্রথম টেস্ট খেলতে না পারার পর অ্যাডিলেডে ফিরতে গিয়ে তাঁর পছন্দের ব্যাটিং অর্ডার হারিয়ে ফেলেছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়ার ও অভিজ্ঞরা টানা দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় সাজঘরে বসে থাকতে চলেছেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে অজি সংবাদমাধ্যমে হইচইয়ের পাশে তাঁর ফর্মকে কেন্দ্র করে প্যাট কামিন্সদের সংসারে তৈরি হয়েছে টেনশন। এসবের মধ্যে বুমরাহ আতঙ্ক তো রয়েইছে।

অ্যাডিলেডে ফোন করে জানা গেল চমকপ্রদ তথ্য। ‘অপরাজিত’ থাকা মাঠে বুমরাহ-যশস্বীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছেন কামিন্স-স্মিথরা। তাঁরা ভালোই বুঝে গিয়েছেন, পারথের পর অ্যাডিলেডেও হারতে হলে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। অতীতে আটের দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও প্রায় চব্বিশ বছর আগে গ্রেম স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া এমন নজির আর কোনও দেশের নেই। রোহিতের ভারত সেই তালিকায় ঢুকে পড়তে পারবে কিনা, সময় বলবে। সেই কারণেই অজি অনুশীলনে বুমরাহর মতো বোলিং অ্যাকশনের বোলার হাজির করিয়ে অনুশীলনও সেরেছেন স্মিথরা।

কিন্তু তারপরও অস্ট্রেলিয়া শিবিরের টেনশন, বুমরাহ আতঙ্ক কমার খবর নেই। অধিনায়ক কামিন্স, ফর্মে না থাকা মার্নাস লাবুশেনদের জন্য একমাত্র সঞ্জীবনী সুধা হতে পারে অ্যাডিলেডের বাইশ গজ। যেখানে ৬ মিলিমিটার ঘাস রয়েছে। কিউরেটার ডামিয়েন হাউ গতকালই জানিয়েছিলেন, পিচে ব্যাটারদের পাশে পেসার-স্পিনারদের জন্যও সহায়তা থাকবে। কিন্তু এমন সহায়তা তো পারথেও ছিল।

স্বপ্নের ফর্মে থাকা বুমরাহ ম্যাজিক শুরু হতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের যুদ্ধেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো?

অস্ট্রেলিয়া
বনাম
ভারত

আজ শুরু
দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

> পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।
>
> - রোহিত শর্মা

দলীয় স্বার্থে ‘বলিদান’ হিটম্যানের

রাহুলই ওপেন করবে, ঘোষণা রোহিতের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : কারোর মতে ‘বলিদানের’ সেরা উদাহরণ। কেউ কেউ বলছেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। আবার অনেকের মতে, ইয়ে তো হোনা হি থা!

বাস্তব যাই হোক না কেন, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালের সেরা উদাহরণ হিসেবে হয়তো চিরকাল নাম থেকে যাবে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার। পারথ টেস্টের সময় তিনি দলে ছিলেন না। ছিলেন মুম্বইতে। পরিবার ও সদ্যোজাত পুত্র সন্তানের সঙ্গে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ইনিংস ওপেন করার সুযোগ পেয়েই চমক দিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। প্রথম ইনিংসে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াকু ২৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মায়াবী ৭৭ রানের ইনিংস খেলে রাহুল প্রমাণ করেন ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরকালীন। সেই পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। আজ অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক রোহিত ঘোষণা করে দিলেন, গোলাপি টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলই ওপেন করবেন। তিনি ‘মিডল অর্ডারের’ কোথাও ব্যাট করবেন। রোহিত জানাননি ঠিক কত নম্বরে তিনি ব্যাটিং করবেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের পর ক্রিকেট দুনিয়ায় রোহিতকে নিয়ে প্রবল হইচই চলছে। নিজের পছন্দের ওপেনিংয়ে ‘বলিদান’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রোহিত আজ বলেছেন, ‘মুম্বইয়ের বাড়িতে বসে পারথ টেস্টে রাহুলের ব্যাটিং দেখেছি। অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল ও। পারথে আমাদের জয়ের নেপথ্যে যশস্বী ও রাহুলের ওপেনিং জুটির বড় অবদান রয়েছে। তাই আপাতত ওর ব্যাটিং অর্ডার বদলের কোনও প্রয়োজন নেই। রাহুলই ইনিংস ওপেন করবে যশস্বীর সঙ্গে। আমি মিডল অর্ডারে কোথাও ব্যাটিং করব।’

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভারত অধিনায়ক রোহিতের পা রাখার পর থেকেই তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে চলছিল জল্পনা। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুলও খোলশা করে কিছু জানাননি। আজ রোহিত ধোঁয়াশা কাটালেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, ‘লোকেশের ওপেন করা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ওই অ্যাডিলেডে ইনিংস ওপেন করবে। আমি মিডল অর্ডারে কোথাও নামব। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ নয় আমার জন্য। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় আমার। পারথে যেভাবে রাহুল দুই ইনিংসে ব্যাটিং করেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।’ দলের ওপেনিং জুটি ও নিজের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা শেষ করেছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও তিনি অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেননি।

পারথ টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো দুই অভিজ্ঞকে সাজঘরে বসতে হয়েছিল। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। অ্যাডিলেডে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, ‘পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।’ রোহিত স্পষ্ট না করলেও ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টেও অ-জা জুটিকে সাজঘরেই বসতে হচ্ছে। ওয়াশিংটনই থাকবেন প্রথম একাদশে। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, ‘আমাদের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিল ওয়াশিংটন। খেলেওছিল। ও একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার।’ অশ্বীন-জাদেজাদের নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার পাশে টিম ইন্ডিয়ার আগামী প্রজন্মের তিন তারকা শুভমান গিল, যশস্বী ও ঋষভ পন্থদের নিয়েও মুখ খুলেছেন ভারত অধিনায়ক। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটারদের মানসিকতার বদলের বিষয়টি উসকে দিয়েছেন তিনি। রোহিতের কথায়, ‘দলের জুনিয়ার সদস্য হিসেবে যখন আমরা প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম, ভাবতাম কীভাবে রান করব। কীভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সফল হব। এখনকার প্রজন্মের শুভমান-জয়সওয়াল-ঋষভ পন্থরা ভয়ডরহীন ক্রিকেটের পাশে শুধু ম্যাচ জয়ের কথাই ভাবে।’

লাবুশেনকে বার্তা কামিন্সের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : লাস্ট ফ্রন্টিয়ার।

ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতার সাধ একদা অধরা রেখেই ক্রিকেটকে গুডবাই জানাতে হয়েছিল স্টিভ ওয়াকে। সব সাফল্যের মাঝেও যে আক্ষেপ এখনও তাড়া করে। উত্তরসূরি প্যাট কামিন্সও একই নৌকোয়।

অ্যাসেজ থেকে বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মতো বড় আসরে বাজিমাত করলেও ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয় এখনও অধরা তাঁর। চলতি সিরিজে লক্ষ্যপূরণের পথে বড়সড়ো আঘাত পারথ টেস্টে হার। স্কোরলাইন ১-১-এর সঙ্গে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করা-শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে একাধিক লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে। রয়েছে ব্যাটারদের ফর্মে ফেরা, জোশ হ্যাজেলউডের অভাব পূরণের চাপ।

ম্যাচের আগের দিন প্রথম এগারোর নাম জানিয়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। একটাই পরিবর্তন-আনফিট হ্যাজেলউডের জায়গায় ১৭ মাস পর প্রত্যাবর্তন বছর পঁয়ত্রিশের পেসার স্কট বোল্যান্ডের। বোলিং-ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও মিচেল মার্শও আছেন। ওপেনিংয়ে উসমান খোয়াজার সঙ্গে আরও একটা সুযোগ পাচ্ছেন নাথান ম্যাকসুইনি। পারথে দুই ইনিংসেই জসপ্রীত বুমরাহরদের সামলাতে ব্যর্থ হলেও আস্থা রাখছে দল। তিনে মার্নাস লাবুশেন, চারে স্টিভেন স্মিথ।

তিন-চারের দুই তারকার ফর্ম অজিদের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা। টানা ব্যর্থতার (শেষ ১০ টেস্টে ১২৩ রান) সঙ্গে লাবুশেনের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্সও বিশেষ বার্তা দিয়ে রাখলেন সতীর্থকে।

পারথে লাবুশেনের ঠকঠকানি (৫২ বলে ২ রান) ইনিংস নিয়ে তোপ দাগেন প্রাক্তনদের অনেকেই। যুক্তি, লাবুশেনের অতি-রক্ষণাত্মক ব্যাটিং ভারতীয় বোলারদের মাথায় চেপে বসতে সাহায্য করেছে।

কামিন্স বলেছেন, ‘প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতে নেই ওর। কিন্তু যেভাবে আউট হয়েছে মেনে নেওয়া কঠিন। মুশকিল ধারাভাষ্যকারদের ‘কিছুটা সক্রিয় হওয়া উচিত’ পরামর্শ এড়িয়ে যাওয়াও। তবে ওকে দেখে দুর্দান্ত লাগছে, যেমন লাগে সবসময়। পরিশ্রম করছে। হয়তো অ্যাডিলেডে আরও একটা শতরানের ভাবনাও ঘুরছে।’ অ্যাডিলেডে লাবুশেনের রেকর্ড সমীহ জাগানো। ৩টি শতরান,

সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্স।

ব্যাটিং গড় ৭১।

জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে সামলানো চ্যালেঞ্জ, মেনেও নিচ্ছেন। কামিন্সের আশা, বোলাররা যেমন বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে নামবে, তেমনই ব্যাটাররা কাজে লাগাবে প্রথম টেস্টের বিপর্যয় থেকে পাওয়া শিক্ষাকে। ব্যাটে-বলের দলগত ক্রিকেটের প্রতিফলন ঘটবে, আরও ভালো পারফরমেন্স হবে গোলাপি বলের দ্বৈরথে।

৩৬-এর পুরোনো স্মৃতি উসকে দিতে ভারতীয় ব্যাটারদের গোলাপি বলে পরীক্ষা ফেলতে ফের প্রস্তুত অজি পেসাররা। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ড। পরিস্থিতি বুঝে মিচেল মার্শও কয়েক ওভার হাত ঘোরাবেন।

কামিন্স ভরসা রাখছেন জোশের বিকল্প বোল্যান্ডের ওপর। খুশি, জোশের পরিবর্ত হিসেবে বোল্যান্ডকে পেয়ে। দাবি, জাতীয় দলে না থাকলে, ঘরোয়া ক্রিকেটে অত্যন্ত ধারাবাহিক। সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশের হয়ে অতীতে যখন সুযোগ পেয়েছে, হতাশ করেননি।

দলের মধ্যে বিভাজন-বিতর্কের দায় ধারাভাষ্যকারদের ওপর চাপিয়ে দিলেন কামিন্স। সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভন, অ্যাডাম গিলক্রিস্টরা প্রশ্ন তোলেন। কামিন্সের পালটা দাবি, দল এককাট্টা। সাজঘরের পরিবেশ দুর্দান্ত। মানসিকভাবে ভালো জায়গাতে রয়েছে। কোনও কোনও ধারাভাষ্যকার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনের জন্য আবার যশস্বী জয়সওয়ালের স্লেজিংয়ের জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ। পারথে নার্ভাস নাইন্টিজে দাঁড়িয়ে স্টার্ককে বলেছেন, ‘তোমার বল জোরে আসছে না’। লায়োনকে বলেছেন, ‘তুমি কিংবদন্তি। তবে বুড়ো হয়ে গেছ।’

স্টার্ক বল হাতেই জবাব দেওয়ার মেজাজে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, ‘আমি আস্তে বল করছি। ওর কথাগুলি শুনতে পাইনি তখন। তবে এখন আমি কাউকে জবাব দিই না। এড়িয়ে চলি যতটা সম্ভব।’ তবে স্লেজিং করলেও যশস্বী-বন্দনায় স্টার্কের দাবি, বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সাহসী তরুণ ব্যাটার। বলেছেন, ‘প্রথমদিনে দ্রুত ফিরিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে মানিয়ে নিই। অ্যাডিলেডে ফের নতুন চ্যালেঞ্জ।’

রানের রেকর্ড বরোদার

ইন্দোর, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার একের পর এক নজির ঘটল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে। একদিকে টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়ল বরোদা। পাশাপাশি ২৮ বলে শতরান করে টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের কীর্তি স্পর্শ করেছেন পাঞ্জাবের অভিষেক শর্মা। একইদিন মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। বৃহস্পতিবার সিকিমের বিরুদ্ধে বরোদা টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরের বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। তারা ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রানে পৌঁছে যায়। আগে এই কীর্তির অধিকারী ছিল জিম্বাবোয়ে। চলতি বছরেই তারা গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৩৪৪ রান তুলেছিল।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করলেন ভুবনেশ্বর কুমার।

অন্যদিকে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছেন অভিষেক। কয়েকদিন আগে উর্ভিল প্যাটেলও ২৮ বলে শতরান করেছিলেন। এটাই ছিল টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির। বৃহস্পতিবার সেই কীর্তি স্পর্শ করেছেন অভিষেক।

এদিকে, জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে থাকা ভুবনেশ্বর কুমারও জ্বলে উঠেছেন। এদিন উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। সবমিলিয়ে চলতি প্রতিযোগিতায় তাঁর ঝুলিতে এখন ৭ ম্যাচে ৯ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ বসাক - কে 07.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 87270 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি আকস্মিক ভাবেই জিতেছি এবং এই বিশাল অর্থ আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। এটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, কারন এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে খুব সহজেই আর্থিক বোঝা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।